শিরী-ফরহাদ।

গীতি-নাট্য।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র-প্রণীত।

প্রকাশক— শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট.

কলিকাতা.

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

শিরী-ফর্‌হাদ্‌ ।

২৪শে ভাদ, সন ১৩১৩ সাল.

রবিবার

মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রথম অভিনীত ।

শ্রীদেবকণ্ঠ বাক্‌চী কর্ত্তৃক

স্বরলয়ে গঠিত

শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক

নৃত্য-সংযোজিত।

গীতি-নাট্যোক্ত চরিত্র।

পুরুষগণ।

খসরুসাহ		পারস্যাধিপতি।
কাম্‌রান্‌		ঐ উজীর।
হাম্‌জাদ্‌		ঐ সদস্য।
মহবুব	.. ..	ঐ আজ্ঞাবহ।
ফর্‌হাদ	... ...	চীনদেশীয় ভাস্কর।

প্রহরিগণ, ভৃত্যগণ, ছদ্মবেশী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শিরী	...	খসরুসাহের ঈপ্সিত বেগম, (বাক্‌দত্তা)।
গুলবাহার	... ...	হাম্‌জাদের স্ত্রী।
পরিজান	... ...	মহবুবের স্ত্রী।
দলনী	... ..	প্রধানা বাঁদী।

চীনদেশীয় কুমারীগণ, বাঁদীগণ, ইত্যাদি।

গীতিনাট্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ঝুলন্ত বাগান।

(বাঁদীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

গীত।

শূন্যে বাগান ঝুল্‌ছে কি বাহার।
বাগান, হেল্‌ছে দুল্‌ছে টল্‌ছে হাওয়ায়, দেখ্‌তে চমৎকার॥
হেথা, ফুট্‌ছে কলি, জুট্‌ছে অলি, লুট্‌ছে মলয় বাস,
ঝাঁকে ঝাঁকে সব ডাক্‌ছে পাখী, ফাট্‌ছে নীলাকাশ,
কত, ফোয়ারা ফুটে উঠ্‌ছে পোড়্‌ছে গোলাপ জলের ধার।
হেরি, শ্যামবরণী স্বভাব-সতীর ভর্‌পুর এ ভাণ্ডার॥

(খসরুসাহ ও শিরীর প্রবেশ।)

খস্। কেমন?

শিরী। প্রভু! যেমনটি চেয়েছিলেম, ঠিক তেমনিই।

খস। কিছু অসম্পর্ণ নাই?

শিরী। আছে!

খস। আছে? বল, কি অসম্পূর্ণ আছে। আমি এখনই তাদের গর্দ্দানা নেব।

শিরী। গর্দ্দানা নিতে হবে না।

খস। গর্দ্দানা নিতে হবে না? কেন হবে না? অবশ্য হবে। যে কাজ সম্পূর্ণ হোলে তবে আমায় বিবাহ কোর্ব্বে বোলে প্রতিজ্ঞা কোরেছ, সেই কাজ যারা অসম্পর্ণ রেখেছে, আমি তাদের গর্দ্দানা না নিয়ে ছাড়বো? কখন না,—কখন না; বল এ বাগানের কোথায় কি ভুল আছে?

শিরী। বাগানে কোন ভুল নাই।

খস্। ভুল নাই?

শিরী। না।

খস। তবে এস কুমারি! নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর, আমায় আলিঙ্গন দাও,—আমায় আপন বোলে কোলে নিতে দাও!

শিরী। ব্যস্ত হবেন না,—বিলম্ব করুন।

খস্। ব্যস্ত হব না—বিলম্ব কোর্ব্ব? বিলম্ব? আবার বিলম্ব? এ কি কথা? বাক্‌দত্তা হবার সময় বোলেছিলে, তোমার মনোমত একটী ঝুলন্ত উদ্যান নির্ম্মিত হোলে, তুমি আমায় স্বামিত্বে গ্রহণ কোর্ব্বে—তা এই তো হয়েছে; তবে আবার বিলম্ব কোর্ত্তে বলছো কেন?

শিরী। বিলম্বের একটী কারণ আছে!

খস। আবার কারণ? ভাল, কি কারণ বল!

শিরী। দেখুন, আমাদের জমজম্ পাহাড়ের একটী শৃঙ্গে প্রতিদিন প্রাতে শ্বেতবর্ণের এক উষ্ট্রদম্পতি আসেন। আমি বালিকা বয়স হতে সেখানে খেলা কোর্ত্তে যেতেম, তাঁদের যত্ন কোরে, তৃণ গুল্ম লতা পাতা দিতেম। মা-বাপ্ বোলে সম্বোধন কোর্ত্তেম। সেই মা আমার প্রতিবার প্রসবের পর, নিজ সন্তানদের যেমন স্তনপান করাতেন, আমাকেও তেমনি দুগ্ধ দিতেন। মাতৃহীন আমি, সেই দুগ্ধপানেই আমার শরীর। আমি এখনও প্রতিদিন সেই দুগ্ধ পান কোর্ত্তে চাই।

খস। বেশ কথা—আমি এখনই লোক পাঠিয়ে জানোয়ার দুটোকে ধরিয়ে আনি।

শিরী। সাধ্য কি? সে কার্য্য মানুষের নয়।

খস্। তবে?

শিরী। অন্য উপায় আছে।

খস। অন্য উপায় আছে? কি উপায়? বল—বল বল— আমি এখনই তা কর্ত্তে প্রস্তুত আছি।

শিরী। উপায় একটী নহর।

খস্। নহর? কি রকম?

শিরী। সেই পাহাড়ের শৃঙ্গ থেকে একটী নহর কেটে এনে এই বাগানের মধ্যে একটী ফোয়ারার সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দিন। আমার পিতা প্রতিদিন প্রাতে সেই মায়ের আমার দুগ্ধ দোহন কোরে, নহরে ঢেলে দেবেন; দুগ্ধ, ফোয়ারার মুখে আমি পান কোর্ব্বো।

খস্‌ । অনেক বিলম্ব হবে তো ?

শিরী । আর কিছু বিলম্ব হয় হোক ! এতদিন যদি বিলম্ব হয়ে থাকে তো, আর কিছু দিন বিলম্ব কোর্ত্তে, বোধ হয় আপনার, কি আমার, বিশেষ কষ্ট হবে না ।

খস্‌ । কষ্ট যথেষ্ট হবে, বিশেষ আমার ; কিন্তু কি করি ? তোমার সন্তুষ্টি সাধনের জন্য আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কোর্ব্ব না ।

শিরী । প্রভু ! আপনি সম্রাট ! সম্রাটের উপযুক্ত কথাই বোলেছেন ! দাসী তো ঐ শ্রীচরণ পাবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে ।

খস্‌ । তা বটে । আচ্ছা তাই দেখিগে ।

[প্রস্থান ।

[বাদীগণের গান করিতে করিতে শিরীকে লইয়া প্রস্থান ।

গীত ।

আমাদের, সাগর সেঁচা ধন ।
আমাদের, সাত রাজার ধন একটী মাণিক, অমূল্য রতন ।
আমাদের অমূল্য রতন ॥

রূপের, জ্বলন্ত কিরণ,
ছটায়, ঝোল্‌সে যায় নয়ন ;
এমন, ছটার ঘটা মিলবেনাকো খুঁজলে ত্রিভুবন ॥

(হাম্‌জাদ ও গুলবাহারের প্রবেশ ।)

গুল । আঃ ! কেন জ্বালাতন কর ?

হাম্‌ । কি জ্বালালেম ?

গুল। (ব্যঙ্গভাবে) কি জ্বালালেম? আমি এসেছি বাগান দেখ্‌তে, তুমি আমার পাছু পাছু এলে কেন?

হাম্। তুমি যদি হারিয়ে যাও?

গুল। (ব্যঙ্গভাবে) যদি তুমি হারিয়ে যাও? কি আমার হারানিধি খোঁজ করবার লোক গো! আদরের এত বাড়াবাড়ি কেন?

হাম্। তা হোলই বা! বিয়ে কোরেছি আদর কোর্ব্ব না?

গুল। (ব্যঙ্গভাবে) বিয়ে কোরেছি আদর কোর্ব্ব না? কে যেন ওকে বিয়ে কোর্ত্তে সেধেছিল?

হাম্। কেউ না কেউ সেধেছিল বৈ কি; নইলে কি দুই হাত এক হয়?

গুল। দুই হাত এক হয়েছে, বেশ হয়েছে—এমন গুণের নিধি পেয়েছি। কিন্তু তাই বোলে দিবা রাত্তির এমন আঁচল ধোরে বেড়ানো কেন?

হাম্। দিবা রাত্তির চ'খে চ'খে রাখবার জন্যে।

গুল। কেন? এত সোহাগ কেন?

হাম্। সোহাগ নয়,—গুলালী! সোহাগ নয়।

গুল। তবে কি?

হাম্। ভয়! গুলালী, ভয়।

গুল। কিসের ভয়?

হাম্। ভয় কিসের তা আমিই জানি; আর যারা তোমার মত সাত রাজার ধন একটী মাণিক নিয়ে ঘর করে, তারাই জানে।

গুল। তার মানে কি?

হাম্। তার মানে চোরের ভয়, যদি সিঁদ কেটে চুরি কোরে নে যায় ; আর ভয়, মাণিকের যদি পা হয়।

গুল। বটে ? অবিশ্বাস ?

হাম। আহাহা না না—ও কথা নয়· ও কথা নয়। ওই চোরেরই ভয় ! সিঁদ কাটারই ভয় ! পা হওয়ার কথাটা হঠাৎ মুখ দে ঠেলে বেরিয়ে পোড়েছে।

গুল। তাহলে তুমি আমায় বিশ্বাস কর ?

হাম্। করি। কিন্তু—

গুল। আবার কিন্তু ?

হাম্। না না না, আর কিন্তু বলবো না ? তবে কি না—

গুল। আবার তবে কি না ?

হাম্। না না না, তবে-কিনা ও বলবো না। ভাল—কি বলবো ?

গুল। কি বোলবে, তা আমায় বোলে দিতে হবে ? তুমি নিজে বল।

হাম্। নিজে বলবো ? আচ্ছা ভয়ে বোলবো, না নিভয়ে বলবো ?

গুল। এর আবার ভয় নির্ভয় কি ?

হাম্। তবে বলি, দেখো যেন ফোঁস কোর' না।

গীত।

হাম্।— আমি মনে করি, বিশ্বাস করি,
হয়—হয়—হয়—হয় না।

গুল।— কেন—কিসে তোমার হয় না ?

আমি কার সঙ্গে কি কোরেছি
কায় হেনেছি নয়না ॥

হাম্। তুমি কারো সঙ্গে কিছু করনি, তাও জানি,
নয়না কারেও হাননি যে, তাও মানি ;
তবু—কেমন যেন হয় না।
আবার হয় যদি, তাও খানিক থাকে
আবার যেন রয়না ॥

গুলা। কেন কিসের তরে রয়না ?
যারা বদ্ধ পাগল, তারাও এমন
আবল্ তাবল্ কয়না ॥

হাম্। তুমি বদ্ধ পাগল বোলবে আমায়, তাও জানি,
আবল্ তাবল্ ব'কছি আমি, তাও মানি ;
তবু ছাই বিশ্বাস রয়না।
তোমার পাছু পাছু ফিরতে আমার
শরীরও আর বয় না ॥

গুলা। তোমার মনের গুণেই বয় না,
এখন যা ইচ্ছে তাই কোরবো আমি,
আমারও আর সয় না ॥

হাম। ও আবার কি কথা ?

গুলা। কথা এই ; তুমি যদি দিন রাত আমার পাছু পাছু থাকো, তাহলে, হয় আমি জহর খাবো, নয় গলায় দড়ি দোবো, না হয় ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়ে মোর্ব্বো ! বুঝলে ? আর নইলে না কর্ব্বো, তা তোমায় বোলবো না।

হাম্। না না, ওসব কোর'না। ওসব কথা ভাল নয়।

গুলা। তবে যা বলছি, তাই কর। আমার পাছু ছেড়ে যাও। আমি এই বাগান দেখে, বেগম সাহেবার সঙ্গে দেখা কোরে তবে ফিরবো। যাও!—

হাম। তা যাই! কিন্তু—

গুলা। আবার কিন্তু? তা হলে এই জহর চুষে —

হাম্। না না যাচ্ছি যাচ্ছি—(গমন ও প্রত্যাগমন)

গুলা। আবার কি?

হাম্। না, বলছি কি, বাগিচাটা এক সঙ্গে দেখলে হতো না?

গুলা। আবার? তবে আমি এখনই ইঁদারায় ঝাঁপ --

হাম্। না না, যাচ্ছি যাচ্ছি (গমন ও প্রত্যাগমন)

গুলা। আবার কি? গলায় দড়ি দোব নাকি?

হাম্। না না, যাচ্ছি যাচ্ছি; দেখো একটু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরো। আর যেতে আসতে কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে দেখা হোলে মাথা হেঁট কোরে যেও।

[প্রস্থান।

গুলা। (স্বগত) ছি ছি ছি, যাদের এত সন্দেহ, তারা বিবাহ করে কেন?

(অন্যদিক হইতে মহ্‌বুবের প্রবেশ।)

গুলা। কেরে মহবুব্ যে?

মহ্। আজ্ঞে হ্যাঁ আমি আপনাকেই টুঁড়ে বেড়াচ্ছি!

গুলা। কেন রে?

মহ্। আর কি বোলবো আমার মাথা আর মুণ্ডু! পরিটা আমায় খেলে।

গুলা।—কেন? কি হয়েছে আবার?

মহ্। কি আর বলবো? তার সন্দেহের জ্বালায়, আমি জ্বোলে পুড়ে মলেম।

গুলা। কি সন্দেহ?

মহ্। সন্দেহ আর কি? কেবল বলে আমি তাকে ছেড়ে অন্য কি আর বোলবো লজ্জার কথা, বুঝলেন তো?

গুল। তা বুঝিছি—আচ্ছা আমি তাকে বেস্ কোরে বুঝিয়ে বোলবো এখন!

মহ্। আপনার পায়ে পড়ি (জানু পাতিয়া উপবেশন) আমায়, ও বাঘিনীর হাত থেকে রক্ষে কর্ত্তেই হবে নইলে কোন দিন রাগের মাথায় খুন কোরে শেষে শূলে যেতে হয়, তাও যাব।

গুল। (হাতধরিয়া উঠাইয়া) তা কোর্ত্তে হবেনা—ওঠ্। আমি সব ঠিক কোরে দোব। এখন চ দিকি আমার এই বাগিচার চাদ্দিকে দেখিয়ে আনবি।

মহ্। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বৃক্ষান্তরাল হইতে হাম্জাদের প্রবেশ।)

হাম্।—এই তো—এই তো—এই তো—আর যাবে কোথা? যা ভেবেছি তাই! তাইতো বলি নইলে আমি অত খোসামুদি কল্লুম, আমায় কিছুতেই সঙ্গে নিলে না, আর এখন ওর সঙ্গে, ওই বেটা ঝাড়ুদারের সঙ্গে, স্বচ্ছন্দে হাসতে হাসতে চলে গেল! আগে থেকে গড়া পেটা ছেল আর কি! ভাল,—আমিও সহজে ছাড়ছি না—দেখি কদ্দুরের জল কদ্দুরে যায়।

[প্রস্থান।

(অন্য পার্শ্ব হইতে হাসিতে হাসিতে মহবুবের পুনঃপ্রবেশ)

মহ্। হা হা হা হা ! বোলেছেন—বোলেছেন -বোলেছেন টিট্ কোরে দেবেন। বোলেছেন যখন, তখন আর যায় কোথা ? হা-হা হা-হা !

(বেগে পরিজানের প্রবেশ।)

পরি। (জোরে হস্ত ধারণ করিয়া) তবে নাকি নয় ? ও হতভাগা মিন্‌সে তবে নাকি আমি মিছে বলি ?

মহ্। কেন, তা কি - তা-কি হয়েছে ? হাত ছেড়ে দিয়ে কথা ক'। - নইলে এক চড়ে—

পরি। চড় মার্ব্বি বৈ কি ? দোষও কোর্ব্বি, আবার চোখও রাঙ্গাবি ?

মহ্। দোষ ? ফের দোষ ? কি দোষটা দেখলি বল দিকি ?

গীত।

পরি। তোর আগা গোড়াই দোষ।
ও তোর আগা গোড়াই দোষ।
তোর কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা ধরি, এই বড় আপ্‌শোষ।
ও তোর আগা গোড়াই দোষ॥

মহ্। ভাল একটাই নয় ধর্,
হয় আগাটা নয় গোড়াটা, যেটার বেশী দর;
লাগে যেটার বেশী দর্;

পরি। তোর আগাও যেমন গোড়াও তেমন,
কম কিছুতেই নোস্॥
ও তোর আগা গোড়াই দোষ্॥

মহ্। ও সব ফাঁকা কথা ছোর,
যে শুনবে, সেই বোলবে, হোয়েছে বাইয়ের জোর ;
ও তোর হোয়েছে বাইয়ের জোর ;

পরি। বাই, আমার কি কার,
বুঝবি তখন, যখন হবে হোঁস।
ও তোর আগা গোড়াই দোষ ॥

মহ্। আমি সদাই হুঁসিয়ার,
শেষ দেখ্‌চি মুখ্যু মাগী গণ্ডগোলই সার ;
হবে তোর গণ্ডগোলই সার ;

পরি। ভাল, মিন্‌সে মাগী, কে মুখ্যু,
তোয় দেখাচ্ছি তুই রোস্।
ও তোর আগা গোড়াই দোষ ॥

মহ্। তুই দেখাতেও পার্ব্বিনি, আমিও মুখ্যু-খাতায় নাম লেখাব না !

পরি। দেখাতে পার্ব্বো না কিরে হতভাগা মিন্‌সে ? এই এখনই তো হাতেনাতে ধোরে ফেলেছিলুম ! কি বোলবো, যেতে না যেতেই সেও সট্‌কোরে সোরে পড়্‌লো, তুইও পালিয়ে এলি ; নইলে আজ মজাটা দেখাতুম ?

মহ্। তুই বলছিস কি ? কার কথা বলছিস ? কে সট কোরে সোরে পোড়লো ?

পরি। আর লুকুলে কি হবে, আজ স্বচক্ষে দেখিছি। মাগো ! অমন স্বোয়ামী ঘরে, মাগীর একটু লজ্জাও হোল না !

মহ্। তুই, ও কি বলছিস্ ? আমি তো মা-জীর সঙ্গে ছিলুম।

পরি। মা-জীই তো বটে! তা মা না বোল্লে ও সব চোলবে কেন?

মহ্‌। কি? যত বড় মুখ, তত বড় কথা, এখনি পাথরে মুখ ঘোষে দোব জানিস্‌?

পরি। তাতো দিবিরে, তা না দিলে চলবে কেন? তা মুখ ঘসাঘসি কেন? একেবারে আমায় খুন করে ফেলে, তোর মা-জীতে আর তোতে—

মহ্‌। ফের্‌ নচ্ছার মাগী—ফের্‌ ওই কথা? দাঁড়া তোর—

পরি। ও বাবাগো! মেরে ফেল্‌লে গো!

(পলায়ন ও মহ্‌বুবের পশ্চাদ্ধাবন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বাদসাহের কক্ষ।

(খস্‌রুসাহ ও হামজাদের প্রবেশ।)

হাম্‌। আমার বলা উচিত নয়—কিন্তু জাঁহাপনা! এটা কিছু বেশী আব্‌দার বোলে ঠেকছে না?

খস্‌। কেন?

হাম্‌। দুধতো সবাই হুজুর বাটীতেই খেয়ে থাকে; তা ফটিকেরই হোক, রূপোরই হোক, সোনারই হোক, আর তাতে জহরাত বসানই থাক্‌; কিন্তু ফোয়ারার মুখে দুধ খাওয়া, এ কেমন নতুন বোলে বোধ হচ্ছে না?

খস্। হুঁ! (দীর্ঘশ্বাস)

হাম্। ব্যাপারটা বুঝুন জাঁহাপন'! বিবাহ কোর্ব্বে স্বীকার কোরে, বেগম সাহেবা বাড়ীতে এলেন,—হুজুর ঘরের ভেতর যেতে না যেতেই বেগম সাহেবা বলে উঠলেন—"উঁ হুঁ হুঁ হুঁ—আসবেন্ না—আসবেন না।" এ কি বিপদ? কেন যাবেন না? আব্দার হলো—একটা জ্বলন্ত বাগিচা চাই, তবে বিবাহ হবে—বিবাহ হোলে তবে আসতে পারেন, ভাল তাই সই; বছর ফিরে গেল, বাগিচা তৈরি হোল। তারপর? আবার কি তাই নয় হুজুর? আবার কি সেই উঁ হুঁ হুঁ হুঁ না-না—আসবেন না—আসবেন না-র পালা আরম্ভ হোল' না?

খস্। হুঁ! (দীর্ঘশ্বাস)

হাম্। আবার এক বছরের ধাক্কা! বানাও নহর—আনাও দুধ। তারপর তাও যদি হয়, আবার আর এক আব্দার হোতে কতক্ষণ?

খস্। না, তা আর হবে না!

হাম্। কেমন কোরে হবে না হুজুর? যদি সে হবার হত্তো, তা'হলে, যখন বাগিচার কথা হয়, সেই সময় নহরের কথা হলেই হতো তো? তা না হোয়ে এমনটা কেন হলো হুজুর? তার কি বুঝছেন? এ নহর হোতে একটি বছর লাগবেই লাগবে—আর তাও হয় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে!

খস্। কি সন্দেহ?

হাম্। এ রাজ্যে এমন কারিকর নাই বোলেই তো বোধ হয় হুজুর।

খস্। এ রাজ্যে না থাকে, অন্য রাজ্য হতে আস্বে।

হাম্। তবেই তো জাঁহাপনা, তা হোলে এখন সাত হাত জলের তলে পোড়লো ।

খস্। উজির বোলেছেন, কার্য্য সম্পন্ন হবে ।

হাম্। তা হবে হুজুর! তবে দু বছরেও হতে পারে, দশ বছরেও হতে পারে। ওই যে উজির মহাশয় আসছেন, মুখের ভাবখানা যেন কেমন কেমন ঠেকছে না হুজুর ?

খস্। হুঁ! (দীর্ঘশ্বাস)

(উজির কাম্রানের প্রবেশ ও অভিবাদন)

হাম্। চাচাজী! খবর কি ?

খস্। কবে থেকে কার্য্য আরম্ভ হবে উজির ?

কাম্। জাঁহাপনা! এ রাজ্যে এ কার্য্যের উপযুক্ত কারিকর নাই!

খস্। নাই? ভাল, অন্যরাজ্যে অবশ্য থাকা চাই।

কাম্। আজ্ঞে হ্যাঁ জাঁহাপনা, তা আছে বোলে শোনা গেল।

খস্। শোনা কথা, চাই না; নিশ্চয় আছে কি না জানতে চাই।

কাম্। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনলেম, নিশ্চয়ই আছে!

খস্। কোথায়? কোন রাজ্যে ?

কাম্। আজ্ঞে হুজুর চীনরাজ্যে।

হাম্। হুজ্জুদে পাঠান আর হুস্থরে চীন, একথা ঠিক বটে হুজুর।

খস্। চীনরাজ্যে লোক পাঠাও। আজই এখনই যাক্, আর বিলম্ব কোরো না।

কাম্। না হুজুর না, লোকের দ্বারা সে কার্য্য হবার নয়। সেখানকার ভাস্করেরা সহজে কোথাও যায় না।

খস্। সহজে না হয়, যত অর্থ চায় দিতে হবে।

কাম্। সুধু অর্থে হবে না হুজুর! কৌশল চাই।

খস্। ভাল, কৌশল কর।

কাম্। তা'হলে আমাকেই যেতে হয় হুজুর!

খস। তাই যাও, যত অর্থ প্রয়োজন সঙ্গে নাও। লোকজন, জান বাহন, আহার্য্য দ্রব্য যত আবশ্যক হয়, আহরণ করে, আজই এখনই প্রস্থান কর।

হাম্। উজির মহাশয় গেলে, রাজকার্য্যের কি হবে হুজুর?

খস্। চুপ্ কর্ নির্ব্বোধ! উজির মহাশয়ের মৃত্যু হলে কি রাজকার্য্য অচল থাকবে? যাও, উজির আর বিলম্ব কোরো না।

কাম্। যে আজ্ঞা জাঁহাপনা! আমি তবে আজই রওনা হলেম।

খস্। আজই কি, এখনি?

কাম্। যে আজ্ঞা! (অভিবাদনান্তর প্রস্থান)

খস্। আঃ।

হাম্। এতক্ষণ হোচ্ছেলো উঃ এখন হলো আঃ! এর মানে কি হুজুর?

খস্। প্রাণটা ঠাণ্ডা হোলো হাম্জাদ্— প্রাণটা ঠাণ্ডা হোল।

হাম্। বেশ হলো হুজুর বেশ হলো—সহর বুঝি তৈরি হয়ে গেল?

খস্। উজির যখন গেছে— তখন আমি নিশ্চিন্ত। এখন যাই তাঁকে সংবাদ দিইগে।

হাম্‌। হঁ্যা হুজুর, যান্‌ যান্‌—খোস খবরের ঝুটাও ভাল।

(বাদসাহের প্রস্থান)

হাম্‌। (স্বগত) এর ভেতর অবশ্য কিছু না কিছু রহস্য আছেই আছে। নইলে একি ঢং বাবা! বাগদত্তা যখন—তখন তো এক রকম বিয়ে করাই হয়েছে, তবে তাঁর এত কেন? বাদ্‌সা যেমন একেবারে গোলে গিয়ে বোসে আছেন, আমি হলে একবার—ওই যাঃ! কি বলছি? আমি "হোলে" কেন? আমি "হয়েই" বা কি কচ্ছি? ওঠাচ্ছে উঠছি, বসাচ্ছে বস্‌ছি। বাইরে এক, ভেতরে আর। কি যে কোচ্ছে তা সেই জানে। কি যে একটা কিছু কোচ্ছে, সেটা নিশ্চয়। এক রকম চ'খেই তো দেখেছি, কেবল মনকে চোখ ঠেরে রাখছি বইতো নয়! কিন্তু আর পারি না—এবার হয় এস্পার নয় ওস্পার। দশ দিন চোরের এক দিন সেধের। এবার হাতে নাতে ধোর্ব্বো, তবে ছাড়বো। লোকতো লাগিয়েছি, এখন দেখি কি হয়? পরিজান বেটী খুব ধড়িবাজ, সে ঠিক ধোরে দেবে, তারও প্রাণের জালা আছেতো? আ মোলো, এ চক্ষুঃশূল বেটা আবার এখানে কেন?

(মহবুবের প্রবেশ।)

মহ। বাপজী—আদাব! (হাম্‌জাদের অন্যদিকে মুখ ফিরাওন।)

মহ। (সেইদিকে গিয়া) বাপজী আদাব!

(হাম্‌জাদের অন্যদিকে মুখ ফিরাওন)

মহ। (সেইদিকে গিয়া) বাপজী আদাব!

হাম্‌। কিরে বেটা ঠাট্টা?

মহ। আজ্ঞে না বাপজী! একটা কথা।

হাম। আমার সঙ্গে আবার তোর কি কথারে বেটা?

মহ। আজ্ঞে আমার বিবির জ্বালায় আমিতো জ্বোলে পুড়ে মলেম।

হাম্। (স্বগত) ঠিক হয়েছে, বেটাকে তাড়না সুরু কোরেছে দেখছি। (প্রকাশ্যে) বিবির জ্বালায় অমন অনেক মিঞাই জ্বোলে পুড়ে মরে—তা আমি তার কি কোর্বরে বেটা?

মহ। আজ্ঞে বাপজী! আপনার বিবি, আমার মা-জী, আমায় খুব দয়া কোরে থাকেন—

হাম্। (স্বগত) ও বেটা পাজী! দয়া করে, তাই আবার আমায় জানাতে এসেছ, বেটার বুকের পাটাতো কম নয়? (প্রকাশ্যে) বেরো বেটা বেরো, এখনি মেরে হাড়ভেঙ্গে দোব জানিস?

মহ। ও কি কথা বাপজী? রাগ করেন কেন? আমার কথাটা শুনুনই না। আপনার বিবি আমার মা-জী, আমায় খুব বেশী দরদ করেন কিনা, তাই—

হাম্। (সক্রোধে) আবার বেটা দরদ করেন, আবার বেশী কোরে করেন? তবে রে বেটা পাজী নচ্ছার—গোলাম কি বাচ্ছা—বেরো আমার সম্মুখ থেকে বেরো—

(মারিতে মারিতে গলা ধাক্কা দিয়া মহবুবকে তাড়াইয়া দেওন।)

হাম্। (স্বগত) বেটা চোর বদ্‌মাস! নাঃ! আরতো সহ্য হয় না!—এটা হয়তো মতলব! আমার কাছে ও বেটার কাঁদুনি গাইতে আসা, হয়তো তার মৎলব! আচ্ছা থাকু।

(পরিজানের প্রবেশ।)

এই যে পরিজান! কি খবর?

পরি। খবর গালাগাল—আর ফৈজত?

হাম্‌। কি রকম?

পরি। আজ আমায় ডেকে পাঠিয়ে, আপনার বিবি সাহেব আমাকে যা না বলবার, তাই বলেছেন।

হাম্‌। কি বলেছে শুনি?

পরি। বোল্লেন্‌ "তুই নাকি তোর খসমকে যা ইচ্ছে তাই করিস্‌, অবিশ্বাস করিস?" আমি বল্লেম "হ্যাঁ বিবি।" তিনি বল্লেন "কেন?" আমি বল্লেম—"সে আমায় ছেড়ে অন্যের সঙ্গে আলাপ করে, ভাব করে, আর যে কি করে না করে, তা আর আপনাকে কি বোলবো বিবি সাহেব?"

হাম্‌। হুঁ তারপর?

পরি। তারপর খুব রেগে উঠে মুখ লাল কোরে আমায় বোল্লেন, "তুই কিছু দেখেছিস না শুনেছিস?" আমি বল্লেম, "স্বচক্ষে দেখেছি।" তাতে বোল্লেন, "সে কে? তোকে ছেড়ে যার কাছে যায় সে কে?" আমি বোল্লেম "আমি তার নাম বোলবো না"। তখন বোল্লেন, "সে দেখতে কেমন?" আমি বোল্লেম "কতকটা আপনার মতন।"

হাম্‌। বেশ, এই কথা বল্লি? তারপর।

পরি। ওই যেমন বলা, অমনি বিবি সাহেবের মুখখানা যেন কেমনতর হয়ে গেল। খানিক থেমে থেকে বল্লেন, "দেখ্‌ বাঁদী তোর সব কথা মিছে; ফের যদি তুই তোর স্বোয়ামীর ওপর সন্দেহ করিস, কি তাকে কোন মন্দ কথা বলিস, তাহলে

যিনি আমাদের বেগমসাহেবা হবেন, তাঁকে বোলে তোকে দূর কোরে দোব, আর তোর সঙ্গে ফারকতি করিয়ে ওর আবার বিয়ে দেওয়াবো। আমি যে আজ্ঞে বলে সরে এলেম।

হাম্। উঃ! এতদূর হয়েছে? তারপর?

পরি। তারপর ক্রমেই হতভাগাকে পাকড়া কোল্লেম; কোরে বোল্লেম "আজ থেকে তোকে রেঁধেও দোব না, খেতেও দোব না। দেখি, না খেয়ে তোর পিরিত চলে কেমন করে?" ওই যেমন বলা, অমনি আমার মুখের ওপর বোল্লে "তুই না খেতে দিলি তো বোয়েই গেল। আমায় হামজাদ্ সাহেবের বিবি সাহেবা ভালবাসে।"

হাম্। হুঁ বটে? তারপর? তারপর? শিগ্‌গির শিগ্‌গির বল্, নইলে রাগের মাথায় তোরেই মেরে খুন কর্বো।

পরি। তাই তো বলছি; বল্লে, "হামজাদ সাহেবের বিবি সাহেবা আমায় খুব ভালবাসে।"

হাম্। আবার ওই কথা? তারপর কি বল্লে বল্?

পরি। বল্লে "আমি তার কাছে গে থাবো।" আমি বল্লেম তোকে দেখ্‌তে পেলে, হাম্‌জাদ সাহেব তোর মাথা উড়িয়ে দেবে জানিস?

হাম্। বেশ বলেছিস্! তারপর?

পরি। তারপর বল্লে "হাম্‌জাদ সাহেব থাক্‌লে কি আমি যাবো? সে যখন না থাক্‌বে, তখন যাবো।" আমি বল্লেম "সদর দরজায় ঢুক্‌তে গেলে দরওয়ানেরা তোকে দূর করে দেবে। তাদের উপর হুকুম দেওয়া আছে, জানিস্?"

হাম্। ঠিক কথা। তাতে বেটা কি বল্লে?

পরি। বল্লে "আমি সদর দরজা দে গেলুম আর কি? আমি মজা ক'রে খিড়কির দোর দিয়ে যাব, যাবো—খাবো—দাবো, ফর্ত্তি করে, বুকের ছাতি ফুলিয়ে চলে আসবো।"

হাম্‌। এঁ্যা, এতটা।

পরি। হঁ্যা সাহেব! এতটা না হলে কি আর তাতি।' তারপরও আমি বল্লেম "খিড়কির দরজা তো বন্ধ থাকে, তোকে খুলে দেবে কে?" তাতে বল্লে "সে খবরে তোর কাজ কিরে মাগি।" বোলে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে "এই দেখ এই চল্লুম" বলে' চলে গেল।

হাম্‌। বটে? বটে? বটে? বটে? তবে তো এই সময়। নিশ্চয়ই বেটা সেইখানে গেছে। আয়, তুই আমার সঙ্গে আয়। আজ তাদেরই একদিন কি আমারি একদিন—

(উভয়ের বেগে প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

গুল্‌বাহারের উপকক্ষ সংলগ্ন সজ্জিত কক্ষ।

(গুলবাহার উপস্থিত।)

গীত।

এমন, গাড়ল্‌ স্বামীর হাতে কেন পড়মু হায়,
একি বিষম দায়।
গাড়ল বোঝালে বোঝেনা, কিছুতে মানে না,
শিং নেড়ে সুধু গুঁতোতে চায়॥

(গাড়ল) ঝোপে ঝাপে বাঘ দেখে দিবারাত্,
সদা ভাবে আছি উপপতি সাথ্ ;
ভেবে জ্বোলে পুড়ে মরে, সদা দ্বন্দ করে,
রাগ ধরে— দেখে হাসিও পায় ॥

গুল। (স্বগত) কি জ্বালাই হোল ? স্বোয়ামী না হোলে এঁর বোকামি দেখে নিজে কত যে হাসতুম, লোকের সঙ্গে কত যে হাসাহাসি কর্ত্তুম, তা বলতে পারিনা। আহা! বেচারির অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। সময়ে নাওয়া নেই, সময়ে খাওয়া নেই কেবল ভাবনা, কে বুঝি তার সর্ব্বস্ব-নিধিকে ভুলিয়ে নিলে! কোন' দিকে যদি চেয়েছি, অমনি সেই দিকে দশবার চেয়ে দেখা আছে। কোথাও যদি গেছি, অমনি পাছে পাছে পা টিপে টিপে সেই দিকে যাওয়া আছে। খুট কোরে শব্দ হোলে, ভাবেন ওই-বুঝি কে এলো! রাত্তিরে ঘুমুতে ঘুমুতে চোম্‌কে ওঠাটুকু আছে! আবার সুধু কি চম্‌কান'? চোম্‌কে উঠেই ঠেলে গিয়ে দরজা খুলে ডাকাডাকি—হাঁকাহাঁকি করা হয়। তখন মনে হয়, খানিক চুপ কোরে মট্‌কা মেরে পোড়ে থাকি, দেখি কি করে। প্রাণ ধোরে তাও পারিনা। হাজার হোক স্বোয়ামী তো? ডেকে বলি,—"এই যে আমি বিছানায় আছি।" তখন "আঃ" ব'লে এসে শুয়ে পড়েন! এঁকে নিয়ে যে কি করবো তা তো ভেবে পাই না! অথচ এ বাজে সন্দেহটা না মেটাতে পাল্লে যে, কোন পক্ষেই সোয়াস্তি নেই।

(ত্রস্তপদে একজন বাঁদীর প্রবেশ।)

কিরে দল্‌নী? এত তাড়াতাড়ি যে?

বাঁদী। বিবি। শিরী বেগম আপনার সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে আস্ছেন। আমায় খবর দিতে পাঠালেন।

গুল। সেকি রে—সে কি? তিনি আমার সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে আসছেন কি? কি ভাগ্যি—কি ভাগ্যি! কেন কিছু জানিস?

বাঁদী। না বিবি! হঠাৎ বোল্লেন আমি গুলবাহারের বাড়ী দেখতে যাব। শুনিছি, বাদসা তার স্বোয়ামিকে খুব সুন্দর বাড়ী তৈরি কোরে দিয়েছেন।

গুল। আমার সৌভাগ্য! আমার প্রতি বাদসাহের যেমন কৃপা, তাঁর কৃপা সে রকম হ'লে তো ব'র্ত্তে যাব। এখন কি করি? এ গোলামখানায় তাঁর উপযুক্ত আসনই বা পাব কোথা? আর তাঁকে অভ্যর্থনা করবার মত সামগ্রীই বা কোথা পাব?

(বাঁদীসহ শিরী বেগমের প্রবেশ।)

শিরী। গুলাল্! তোমার ওই মিষ্টি হাসিটুকুতেই আমার যথেষ্ট অভ্যর্থনা হবে। আর তোমার ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়খানিই আমার বস্বার উপযুক্ত মসলন্দ বোলে জ্ঞান কোর্ব্ব।

গুল। বেগম সাহেবা! বেগম সাহেবা! আপনার হৃদয় এত উচ্চ না হোলে, আমাদের বাদসা আপনাকে তাঁর সর্ব্বেশ্বরী-রূপে গ্রহণ কর্ত্তে যাচ্চেন কেন? যাই হোক আপনার পদার্পণে আমার এই দরিদ্র কুটীর পবিত্র হোল, আমরা ধন্য হলেম।

শিরী। গুলাল! খুব বেশী বলা হোল। কথা গুলিতে তোমার যেন জহরতের গুঁড়ো মাখানো! তুমি একটী রত্ন!

১ম বাঁদী! বেগম সাহেবা! বেয়াদবি মাপ কোর্ব্বেন।

ওঁর মিঞা সাহেব ওই রত্নটীকে খুঁড়ে তুলতে অনেক কাদামাটী মেখেছিলেন, আর রেখেছেনও খুব হেঁপাজাতে।

শিরী। রত্ন পেতে হোলে সাগরে ডুব দিতে হয়, আর পেয়ে রাখতে হোলে, হয় বুকে, নয় মাথায় তুলে রাখতে হয়।

গুল। সে কথা ঠিক! আমাদের জাঁহাপনাই তার প্রমাণ!

২য় বাঁ। ওলো চ, আমরা এঁর বাগিচায় গিয়ে ভাল ভাল ফুল তুলে আনিগে। আজ বেগম সাহেবাকে এখান থেকে ফুলের সাজে সাজিয়ে নে যাব।

[বাঁদীগণের গান করিতে করিতে প্রস্থান।

আজ ফুল দিয়ে ফুল সাজিয়ে নে যাব।
যে ফুলের পর, যে ফুল মানায় তাইতে মানাব॥
গোলাপ লতা জড়িয়ে দেবো বেণীটি বেড়ে,
থাকে থাকে ফুল ছুল্‌বে—নেবে সবার প্রাণ কেড়ে;
নানা, ফুলের তোড়ায় বানিয়ে মুকুট মাথায় পরাব।
ঘিরে মাথায় পরাব॥
গলায় দোব বেলার মালা সাত্‌নরি কোরে,
যুঁই চামেলির চিকণ চুড়ি পরাবো হাত ভোরে;
গেঁথে, বকুল ফুলের বাজুবন্দ বাহুতে বসাবো।
চাঁপার কুলির আংটী দেবো আঙ্গুল কটীতে,
ফোটা মালতীর মল পরাবো চরণ দুটীতে,
শেষে, মল্লিকাতে গোট গড়ায়ে কটিতে দোলাব।

শিরী। গুলাল। আমি কেন এসেছি বল দেখি?

গুল। আপনি দয়াময়ী! দয়া কোরে এ দাসীকে দর্শন দিতে এসেছেন, এই জানি।

শিরী। না গুলাল্‌! শুধু তাই নয়, আরও কিছু কারণ আছে।

গুল। কি কারণ তা কি শুনতে পাই?

শিরী। তোমায় শোনাবার জন্যেই তো এসেছি। এ রাজ্যে আর কে আছে আমার গুলাল! যার কাছে মনের কথা বোলে শান্তি পাই?

গুল। সে কি বেগম সাহেবা! আপনি এ রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী হবেন? জাঁহাপনার মাথার মণি হয়ে থাকবেন। আপনার কে নাই? সবই তো আপনার।

শিরী। সবই আমার বটে! কিন্তু সে সবের সঙ্গে কেবল কার্য্যের সম্বন্ধ বই তো নয়। এ প্রাণের সম্বন্ধ একটু আলাদা জিনিষ, তা তো তুমি বোঝ গুলাল?

গুল। আজ্ঞে হাঁ, তা বুঝি।

শিরী। এই এক বৎসর একত্র বাসে, তোমার সঙ্গে সেই প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপিত হোয়েছে। একটি কথা তোমায় অনেক দিন থেকে বোল্‌বো বোল্‌বো কোরে বোল্‌তে পারিনি। কিন্তু আর না বোলেও থাকতে পাচ্ছি না, তাই সেই কথা বল্‌বার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

গুল। আজ্ঞে করুন।

শিরী। দেখ গুলাল, সাহান্‌ সা বাদসা আমায় বিবাহ কোর্ব্বেন বোলে, এনেছেন। এনে পর্য্যন্ত যে সুখে আমায় রেখেছেন, তাতো তোমরা সকলেই দেখ্‌ছো। অভাব কারে

বলে তা আমি জানি না। যখনি যা বল্‌ছি, তখনি তাই হচ্ছে। যা চাচ্ছি, তাই পাচ্ছি। চায়বার আগে প্রভু আমার মন বুঝে তাই যোগাচ্ছেন। যতদূর ভালবাসতে হয়, ভাল বাসছেন। কিন্তু কি প্রতিদান দিচ্ছি?

গুল। আপনি আপনার মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন সমস্তই অর্পণ কোর্ত্তে প্রস্তুত হচ্চেন।

শিরী। কই তা গুলাল—কই তা? আমি যে কিছুই দিতে পারি বোলে বোধ কচ্চি না।

গুল। সে কি বেগম সাহেব—সে কি?

শিরী। হ্যাঁ তাই! তিনি যত বেশী দয়া কোচ্ছেন, আমি তত বেশী মরমে ম'রে যাচ্ছি। তিনি যত বেশী ভালবাসা দেখাচ্ছেন, আমি তত বেশী দায়ী হোয়ে পোড়ছি, অথচ সে দায় থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

গুল। কেন বেগম সাহেব—কেন?

শিরী। কেন—আর কি বলবো! অথচ তোমার কাছে না বোল্লেও প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না। গুলাল! বহু চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু কি বোলবো, অভাগিনী আমি, তাঁর ভালবাসার প্রতিদান দিতে পার্ব্বো বলে বোধ কচ্ছি না। কিছুতেই তাঁকে ভালবাসতে পাচ্ছি না।

গীত।

সখি আমার, হইল কি দায়।
আমারে যে চাহে, আমি চাহি নাক' তায়.
ভালবাসিতে পারি না বোলে করি হায় হায়॥

মনেরে বুঝাতে যাই যত,
পোড়া মন স'রে যায় তত,
সাধি কাঁদি, তবু মন ফিরিতে না চায় ।
গুমুরে গুমুরে মরি, কহনে না যায় ॥

গুল । কেন বেগমসাহেবা—এর কারণ কি ?

শিরী । এর কারণ কি কোরে বোলবো গুলাল ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না । এত যত্ন, এত ভালবাসা, এত আত্মত্যাগ আমি দেখি, বুঝি, কিন্তু কেন যে আমার ভাল লাগে না, সেইটী বুঝ্‌তে পারি না । এর উপায় কি গুলাল ?

গুল্‌ । আচ্ছা বেগম সাহেবা ! জাঁহাপনার রূপ কি চ'খে ধরে না ।

শিরী । তা ধোর্ব্বে না কেন ? রূপতো বেশ ; সুন্দর মূর্ত্তি— উত্তম গঠন, বিশেষ কথাবার্ত্তায় মাধুর্য্য মাখা ।

গুল । তবে কেন ভাল লাগে না ?

শিরী । কিছু বুঝতে পারি না । তিনি ভালবাসতে এলে যেন আমার ভয় হয় । মনে হয় প্রতি পদে আমায় দায়ী কোচ্ছেন , অথচ আমি সে দায় হোতে উদ্ধার পাব না । প্রতি কথায় প্রেমদান কোচ্ছেন ; অথচ আমি সে প্রেমের প্রতিদান দিতে পার্ব্বো না । আমি কি জ্বালায় জ্বল্‌ছি, তা তো তুমি বুঝতে পাচ্ছ গুলাল ?

গুল । তা তো বুঝেছি বেগম সাহেবা । কিন্তু এ যে কঠিন সমস্যা । আচ্ছা, বেয়াদবি মাফ করেন তো আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব্ব ।

শিরী। জিজ্ঞাসা কর, যথার্থ উত্তর দেবো—আমি মিথ্যা কথা জানি না।

গুল। আচ্ছা, ইতিপূর্ব্বে, কোথাও কখন কোন পুরুষকে দেখে আপনার মনের কিছু বত্যয় হোয়েছিল কি ?

শিরী। না কখন না।

গুল। তবে এ কি হলো? এমন রূপবান গুণবান পুরুষ, এমন অতুল ঐশ্বর্য্য; এত যত্ন, এত মায়া, এত মমতা, এত ভালবাসা; কিছুতেই আপনার মন বস্‌ছে না ?

শিরী। না, কিছুতে না।

গুল। কিন্তু না বোসলেও তো চল্‌বে না। প্রাণে ভালবাসা জানাতে হবে।

শিরী। তা কি কোরে পার্ব্বো? কপটতা তো কখনও শিখিনি।

গুল। ঠিক্ তা শিখ্‌তে হবে না। তবে কথা হচ্চে এই যে মুখের ভালবাসা জানাতে জানাতে প্রাণের ভালবাসাও আস্‌তে পারে।

গীত।

ভালবাসা এক রকমের নয়।
কারর্, আপনি আসে ভালবাসা
কাউকে শিখ্‌তে হয়॥
কেউ, যেমন দেখে অমনি মজে যায়,
মজায় কাটায় দুজনায়;
কেউ বা, দেখে শুনে, প্রাণ বুঝেনে
আপন কোরে লয়॥

(গীতের মধ্যে পরিজান সহ হাম্‌জাদের
উপকক্ষে প্রবেশ।)

হাম্। এই তো ঠিক! খিড়কির দরজা খোলা; এখানে ঘরের দরজা বন্ধ; ভেতরে দিব্যি গান বাজনা চোলছে; নিশ্চয় সে বেটা ঘরে আছে।

পরি। আছে বৈকি, নইলে ভালবাসার গান হবে কেন?

হাম্। ভালবাসার গান হচ্ছে ঠিক—ঠিক, দরজায় কান পেতে শোন্ তো, ফুস ফুস কথা বার্ত্তা চোল্‌ছে কি না?

পরি। (কান পাতিয়া) ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ হচ্ছে!

হাম্। ভাল কোরে শোন্, ভাল কোরে শোন্।

গুল। তাই বল্‌ছি, ভালবাসা শিখ্‌তে হবে। নইলে জ্বালায় জ্বোলে পুড়ে মরা কি ভাল।

হাম্। ওই যে; হতভাগী ভালবাসা শেখাচ্ছে। আর শুনতে হবে না। ডাক্, দরজা ঠ্যাল্,—ঘা দে,—বল, মিঞা এসেছে।

পরি। বিবি সাহেব দরজা খুলুন।

গুল। কেন রে?

পরি। আপনার মিঞা সাহেব এসেছেন।

গুল। মিঞা সাহেব এসেছেন? তাঁকে বল্ এ ঘরে আসবার যো নেই! অপর ঘরে গিয়ে বসুন।

হাম। কি? এত বড় কথা? (দরজা ঠেলিয়া) ও কথা শুনতে চাইনা, শিগ্গির দরজা খুলে দাও, দাও বলছি! (বারম্বার আঘাত) নইলে এখুনি দরজা ভেঙ্গে ফেলবো।

গুল। ওকি ? ওকি ? পাগল হয়েছ নাকি ? এখন এঘরে তোমার প্রবেশ নিষেধ, বুঝতে পাচ্ছনা ?

হাম। খুব বুঝতে পাচ্ছি। ফুস্‌ফুস্‌ গুজ্‌ গুজ্‌ বুঝতে আর পাচ্ছিনা ? দরজা খোল্‌, নইলে কারুর মাথা থাকবে না।

গুল। আঃ কি জ্বালা ! আঁচে কথা বুঝতে পারনা ?

হাম্‌। না, তা পারবো কেন ? তুমি দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর মজা কর ; আর আমি ম্যাড়াকান্ত হোয়ে ফিরে যাই। দরজা খোল্‌ বলছি, নইলে কিছুতেই নিস্তার নেই ;

গুল। ছিঃ ! এমন নির্ব্বোধ কি ছুনিয়ায় মেলে। এই দরজা খুলছি।

(দ্বার উদ্‌ঘাটন)

(বেগে হামজাদ ও পরিজানের প্রবেশ।)

হাম। তবে রে নির্ল্লজ্জা--(শিরীকে দেখিয়া চমকিতভাবে) এঁ্যা এঁ্যা একি ? একি ? (সেলাম করিতে করিতে) আপনি, আপনি আমার বেয়াদবি মাফ করুন। আমি—আমি—আমি বড় নাদানের মত কাজ কোরেছি।

গুল। ওগো, না গো না ; অত থতমত খেতে হবে না। তুমি যে জাঁহাপনার বয়স্য, রহস্যপটু ; তা ইনি ভাল রকমই জানেন। আমার সঙ্গে যে রহস্য কোচ্ছিলে, তাকি আর উনি বুঝতে পারেন নি ! এখন অনুগ্রহ কোরে আসুন দেখি। ভাগ্যে ভাগ্যে আমার দরজাটা যে বেঁচে গেছে এই ঢের। মুখ কাঁচুমাচু কোরে কেন দাঁড়িয়ে ? আসুন না। পথ দেখুন না, যান না !

হাম। হ্যাঁ যাই ; তাই যাই। যেন আমার ওপর রাগ না করেন।

গুল। না, তা কোর্ব্বেন না।

(হামজাদের উপকক্ষে আগমনও পরিজানের প্রতি) হতভাগি ছুঁড়ি এম্‌নি কোরে মজালি! দূর্ হ—দূর্ হ—

[পরিজান ও হামজাদের প্রস্থান।

গুল। বেগম সাহেব আসুন, একটু বাগানে বেড়িয়ে বেড়াবেন আসুন। শরীরটাও ঠাণ্ডা হবে, মনও সুস্থ হবে।

শিরী। চল গুলাল তাই যাই!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

--*--

চীনদেশ—পথ।

(কামরান উজীরের প্রবেশ।)

উজীর। কই ভাস্করের তো কোথাও সন্ধান পেলুম না; আর এমন রাস্তাও কখনও দেখিনি, চার দিক দে বেরিয়েছে যেন গোলোক ধাঁধা। আজ রাস্তায় লোক ও দেখচিনি, কাকে জিজ্ঞাসা করি? সব আপিং খেয়ে ঘরে শুয়ে আছে নাকি? না চীনেরা তো হুন্নুরী, খুব পরিশ্রমী, তবে কেন রাস্তায় লোক চল্‌চে না।

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ।)

১। কেঞ্চু কেঞ্চু কেঞ্চু কেঞ্চু কে ওটা—

২। জঙ্কু জঙ্কু জঙ্কু জঙ্কু জানিনা।

১। দেঙ্কু দেঙ্কু দেঙ্কু দেঙ্কু মস্ত নাক্—

২। চেঙ্কু চেঙ্কু চেঙ্কু চেঙ্কু চেপ্টা চোক্

১। জাঙ্কু জাঙ্কু জাঙ্কু জাঙ্কু জিন্ ওটা—

২। বেঙ্কু বেঙ্কু বেঙ্কু বেঙ্কু বিন্নি নেই—চুল কটা—

১। বুজ্চ্চু বুজ্চ্চু বুজ্চ্চু বুজ্চ্চু দানোটা—

২। পাঙ্কু পাঙ্কু পাঙ্কু পাঙ্কু পালাই চল্—

উজীর। ও বাপু ও বাপু

১। শুন্চু শুন্চু শুন্চু শুন্চু কি বলে

২। চঙ্কু চঙ্কু চঙ্কু চঙ্কু চ চলে

উজীর। ও বাপু ও বাপু যাচ্চ কেন, শোন না—আমি বিদেশী—আমি ভাস্কর খুঁজ্তে এসেছি।

১। শুন্চু শুন্চু শুন্চু শুন্চু রা—

২। মঙ্কু মঙ্কু মঙ্কু মঙ্কু মানুষ টা—

১। ধঙ্কু ধঙ্কু ধঙ্কু ধঙ্কু ধরে নে—

২। কেঙ্কু কেঙ্কু কেঙ্কু কেঙ্কু ধরবে কে?

১। তঙ্কু তঙ্কু তঙ্কু তঙ্কু ধর্ণা তুই—

২। নঙ্কু নঙ্কু নঙ্কু নঙ্কু নারবো মুই—

উজীর। ও বাপু ও বাপু শোন না—

১। গেঙ্কু গেঙ্কু গেঙ্কু গেঙ্কু গেছি রে—

২। মেঙ্কি মেঙ্কি মেঙ্কি মেঙ্কি খেলেরে—

উজীর। বাপু আমি বিদেশী; তোমাদের দেশে একটা ভাল ভাস্কর আছে শুনেছি, সে কোথায়?

১। তুই মানুষ—জিন্ নোস্—

উজীর। না বাপু আমি মানুষ, জিন্ কেন।

২। তবে তোরে পাকড়াই রোস্--

উ। কেন বাপু কেন পাকড়াবে।

১। ম্যাং ম্যাং ম্যাং মান্দারিনের হুকুম।

২। টাং টাং টাং চট নে নে—

১। আং আং আং আয় চলে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

চীন দেশীয় প্রসিদ্ধ প্রাচীর সংলগ্ন তোরণ।
চারিজন চন্দ্রাতপ বাহক ও চীনদেশীয় সম্ভ্রান্ত কুমারীগণের
চন্দ্রাতপ নিয়ে গান করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত।

রংচোঙে চীন কোচীন কাঁচা কাঞ্চনের খনি।
চঞ্চলার অঞ্চলের প্রাচীন সঞ্চিত মণি॥
আঙ্কু আঙ্কু কাঙ্কু মাঙ্কু চাঙ্কু চুচুং চুং।
হ্যাঁচাং হ্যাঁচাং ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচাং চুঙ্কু ছ্যাচুং ছুং॥
চাকণ্ চিকণ্ চক্ চোকে রং আমরা চিনের চাঁদ,
এই চাঁদবদনে চাও পাবে মনচোরায় ধরা ফাঁদ;
ছন্ মন্ ছন্ মন্ কচ্ছি মোরা চন্‌মোনে ধনী॥

পথিকবেশী কামরান্‌কে ধরিয়া দুইজন চীন
প্রহরীর প্রবেশ।

১ম কুমারী। কি হয়েছে? এ বুড়াকে বেঁধে এনেছ কেন?

১ম প্রহরী। এ বুড়া, মঁদারিনের হুকুম অমান্য কোরেছে।

১ম কু। কি কোরেছে?

১ম প্র। আজ প্রাতে ঢেঁড্‌রা দেওয়া হয়েছিল, আপনারা এই পথে বেড়াতে আসবেন, পথের পাশে যেন কোন পুরুষ না থাকে। কিন্তু এ ব্যক্তি সে হুকুম অমান্য কোরে পথের পাশে ঐ গাছতলায় দাঁড়িয়ে এই দিকে চেয়েছিল।

১ম কু। তুমি কি কোরে দেখতে পেলে?

২য় প্র। আজ্ঞে ও দেখেনি, ও তখন চণ্ডু খেয়ে যে পিনিক্ নিচ্ছিলো, আমি দেখে ধোরে ফেলেছি।

১ম প্র। না না ও কোথায় ছিল? ও তখন চক্ষু বুজে আফিং এর বাতি চুষ ছিল, আর হাই তুল্‌ছিল; ধরেছি আমি!

২য় প্র। মিছে কথা,—ধরেছি আমি।

১ম প্র। ফের বল্‌ছিস আমি, চিচিং চিং চা ছোঁ চা।

২য় প্র। কি বলিস্ পাজী—চুচুচাং ফুচুচাং ফ্যাচাং।

১ম প্র। এত বড় কথা! তবে এই ঘচ্চাং ঘচ্চাং ঘ্যাচ্।

(চুলধরণ ও টানন)

২য় প্র। তবে রে বেটা চণ্ডুলী ঘচ্চাং ঘচ্চাং ঘ্যাচ্; তবে এই দেখ ভচ্চাং ভচাচাং ভ্যাচ্।

(চুল ধরিয়া প্রহার ও উভয়ের কিলোকিলি করিতে
করিতে প্রস্থান।)

১ম-কু। যাক্ মরুগ্‌গে। বৃদ্ধ তোমাকে বিদেশী থোকে

বোধ হচ্চে; নতুবা মাঁদারিনের আদেশ অমান্য করার দণ্ড বুঝ্‌তে পেরে সাবধান হোতে পার্ত্তে।

কাম। আজ্ঞে হ্যাঁ মা, আমি বিদেশী; এই মাত্র এখানে এসে উপস্থিত হোয়েছি।

১ম-কু। কোন্ দেশে তোমার বাস?

কাম। আজ্ঞে আমার বাস পারস্থে।

১ম-কু। এ দেশে কি উদ্দেশ্যে এসেছ?

কাম। আজ্ঞে, আমার প্রভুর একজন উচ্চদরের ভাস্করের প্রয়োজন। শুনেছি এদেশে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভাস্কর বাস করেন, সেই জন্য এসেছি।

১ম-কু। আপনার প্রভু কে?

কাম। আজ্ঞে তিনি পারস্থের প্রধান ব্যক্তি।

১ম-কু। কি কার্য্যের জন্য ভাস্করের আবশ্যক?

কাম। দশ ক্রোশ দূরস্থিত একটী পাহাড়ের শিখর দেশ হোতে, একটী লহর নির্ম্মাণ কোরে এনে একটী উদ্যানের সঙ্গে সংযোগ কোরে দিতে হবে।

১ম-কু। লহর নির্ম্মানের জন্য উচ্চদরের ভাস্করের প্রয়োজন কি, তাতো বুঝতে পাল্লেম না।

কাম। আজ্ঞে এর ভেতর একটু কথা আছে। সেই শিখর দেশে দুগ্ধ ঢেলে দেওয়া হবে, সেই দুগ্ধ লহর বোয়ে এসে, একটী ঝুলন্ত উদ্যানের মধ্যস্থিত ফোয়ারার মধ্যে আসবে; প্রভুর ভাবী পত্নী আমার ফোয়ারার মুখে প্রতিদিন তাই পান কোর্ব্বেন।

১ম-কু। এ বড় কঠিন সমস্যা বটে! বৃদ্ধ রোম্‌জান মিঞার

মৃত্যু হোয়েছে। এ কার্য্য এখন কেবল ফর্হাদ্ মিঞার দ্বারা হওয়া সম্ভব। সে কিন্তু একটু পাগ্লাটে ধরনের।

কাম। তা হোক, তিনি কোথায় থাকেন মা?

১ম-কু। আমরা সেই দিকেই যাচ্ছি, তুমি আমাদের সঙ্গে আসতে পার। তিনি আমাদের প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মান কোরে দিয়েছেন, আজ তারির মূল্য দিতে আমরা যাচ্ছি।

কাম। বড়ই বাধিত হোলেম মা। চলুন আপনাদের সঙ্গে যাই।

১ম-কু। এই সোজা পথ, তুমি অগ্রসর হও, আমরা পশ্চাতে যাচ্ছি।

(কামরানের প্রস্থান।)

(কুমারীগণের গান করিতে করিতে প্রস্থান।)

আমরা জান্‌চি শুনচি, টান্‌চি সুতো মান্‌চে না।
কেউ নাগর তো কই আসচে না, কেউ আনচে না
কত কাঁন্‌চি, কেঁদে, মানচি পুজো দেবতাদের,
হানচি নয়নবান্ চিতে যায় পাচ্চি টের;
সবাই, জানচে জ্বালা, জেনেও যেন জানচে না॥

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ।

—*—

ফর্‌হাদের কুটীর-সংলগ্ন উদ্যান ।

(উপস্থিত ফর্‌হাদ্‌।)

ফর্‌। সবাই ও কি বলে ? বলে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র পাহাড়-পর্ব্বত গাছ-পালা লতা-পাতা ফল-ফুল ! আমি বলি ও সব নাম কিছু নয়, সব মিথ্যে—সব মিথ্যে—মিথ্যে ! আমি দেখি ওসব মূর্ত্তি ! সব মূর্ত্তি সব মূর্ত্তি !. আমায় কেউ ভারা বেঁধে দিক্‌, আমি ভারায় উঠে—ওস্তাদের নাম কোরে, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র গুলোর ভেতর থেকে ভাল ভাল মূর্ত্তি কেটে বার কোরে দিচ্ছি। পাহাড় পর্ব্বত গাছ পালার তো কথাই নেই। ওদের ভেতর সারি সারি সব মূর্ত্তি যেন উঁকি ঝুঁকি মাচ্চে ! কুঁদে বার্‌কোরে নিলেই হলো নিলেই হলো—নিলেই হলো ! আর এই ফুল ! হা হা হা ও ফুল ! —ও গোলাপ ফুল—তোমার ভেতর কে আছে ? বলনা ? ঘাড় নেড়ে নেড়ে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছো কেন ? কে আছে ? গোলাপ সুন্দরী বুঝি ? ও সুন্দরী, মাঝের কলি ফেটে বেরিয়ে পড় না। তোমার এক একটী পাপড়িতে যে এক একটী প্রতিমা দেখতে পাচ্ছি ! প্রতিমা—প্রতিমা—প্রতিমা ! এ সব প্রতিমা কি আমার মানস প্রতিমার মত তত সুন্দর ? ইস্‌, তা আর হোতে হয় না ! তা আর হোতে হয় না। আমার মানস প্রতিমা, দুনিয়ায় যা কিছু সুন্দর আছে, সবার চেয়ে সুন্দর ! আমার মানস-প্রতিমা, বেহেস্তের হুরির দলকেও হারিয়ে দেয়। আমার মানস-প্রতিমা বাছের বাছ সুন্দরী !

গীত।

আমার, মন-মজানো প্রাণ-ভুলানো মানস-প্রতিমা,—
রূপের কি দিব সীমা।
সদা, আলো কোরে রোয়েছে ঠিক শারদ পূর্ণিমা ॥
নরম সরম গড়ন পেটন্‌টী,
মরি কি পরিপাটী,
কিবা, হাববিনোদন, ভাববিনোদন, বিনোদ ভঙ্গিমা ॥

(গীতান্তে চীন কুমারীগণের প্রবেশ।)

১ম কু। পাগ্‌লা দাদা, কি হচ্চে?

ফর্‌। রঙ ফলাচ্চি -রঙ ফলাচ্চি—তোদের রংয়ের মত রঙ ফলাচ্চি।

১ম কু। রঙে কি হবে দাদা?

ফর্‌। রঙে কি হবে জানিস না? ভারি মজা হবে! আমার মানস-প্রতিমার বাঁ পায়ের কোড়ে আঙ্গুলের রঙটা ঠিক হয় নি, তাই ফলাচ্চি -তাই ফলাচ্চি—তাই ফলাচ্চি।

১ম কু। আমাদের রঙ কি খুব ভাল দাদা?

ফর্‌। তোদের সব ভাল দিদি—সব ভাল। হাত পা ভাল, বুক ভাল, পিট ভাল, কোমর টোমর ভাল, আঙ্গুল ভাল, ঠোঁট ভাল, চুল ভাল, আর রঙের কথাতো বলতে হয় না, দুধ-আলতা হার মানে। কেবল ভাল নয় তোদের চোক নাক। চোখগুলো তোদের কুত্‌কুতে, আর নাকগুলো বড় চাপা।

১ম কু। তুমি তবে দাদা আমাদের নিন্দে কোচ্চ?

ফর্‌। নিন্দে কই দিদি—নিন্দে কই? তোদের নিয়েই তো আমার মানস-প্রতিমা। এই যে নিংপু দিদির মত হাত

পা, কিংচু দিদির মত বুক পিট, কিংস্থ দিদির মত আঙ্গুল, ভেংচি দিদির মত ঠোঁট, সাংসা দিদির মত চুল, আর ফাংসা দিদির মত রঙ নিয়েই তো আমার গড়ন গড়া! কত কষ্ট কোরে তোদের মিলিয়েছি, তা তো জানিস দিদি! তবে নাক চোখের কথা? আচ্ছা বল্ দেখি নাক চোক পেলুম কোথা?

১ম কু। তা কি কোরে জানবো বল?

ফর্। নাক্-চোখ নাক-চোখ—হা হা হা—নাক-চোখ? নাক-চোখের জন্যে ভারি মজা হয়েছিল - ভারি মজা হয়েছিল — হা হা হা - ভারি মজা হয়েছিল!

১ম কু। কি মজাটা হয়েছিল শুনি দাদা? সুধু হেসেই মাত কচ্চো যে?

ফর্। শুনবি দিদি—শুনবি! হা হা হা—সে বড় মজা! আকাশ পাতাল ভাবি—আর দুনিয়াময় খুঁজে বেড়াই, মনের মতন আর কোথাও মেলে না। কাজ কর্ম্ম কিছু করি না, ওস্তাদ গেল চোটে; একদিন ভারি রেগে একখানা পাথর কাটা খোন্তা নিয়ে তাড়া কোল্লে, আমি পালাই আর হাসি—পালাই আর হাসি—হা হা হা—পালাই আর হাসি।

১ম কু। আবার হাসে? তার পর কি হোল বল না?

ফর্। তার পর ভারি মজা হলো! বুড়ো আমার সঙ্গে ছুটতে পার্ব্বে কেন? হাঁপিয়ে পড়লো—হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বোল্লে, "তোর হয়েছে কি?" আমি বল্লুম, "এক জোড়া ভাল চোখ আর একটা ভাল নাক খুঁজছি,—পাচ্ছিনা, তাই কাজকর্ম্মে মন লাগে না।" বুড়ো তখন হেসে বোল্লে, "এই কথা, তা আয়, আমার সঙ্গে আয়। আমি ভাল নাক-চোখ দেখিয়ে দিচ্ছি!"

অমনি সুড় সুড় কোরে, বাপের সুপুত্তুর হোয়ে, ওস্তাদের পাছু পাছু চল্লুম। ওস্তাদ, ঘরের ভেতর ঢুকে একখানা ফটিকের আয়না এনে ধল্লে; আমি দেখি বাহবা নাক, বাহবা চোখ, একেবারে মস্‌গুল হয়ে গেলুম।

১ম কু। কোথেকে এল?

ফর্। কোথেকে আবার আসবে। আয়নার ভেতর থেকে এলো?

১ম কু। আয়নার ভেতর কি কোরে এলো?

ফর্। আয়নার ভেতর যা কোরে আসে! বুঝতে পাল্লি না দিদি? এই নাক, এই চোখ আর কি? আমি তখন হেসে খুন, ভাবলুম, ঘরে থাকতে আমি দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। সুমুখে আয়না রেখে, অমনি নাক চোখ তৈরি কোরে ফেল্লুম; কেমন? ভাল হয় নি?

১ম কু। বেশ হয়েছে। ঠিক তো দাদা, তোমার এমন সুন্দর নাক চোখ থাকৃতে আবার কার কাছে ধার কোর্ত্তে যাবে?

ফর্। খুব সুন্দর না? খুব সুন্দর? হা হা হা! খুব সুন্দর—খুব সুন্দর—খুব সুন্দর!

১ম কু। সুধু নাক চোখ কেন দাদা, তোমার সব সুন্দর! তুমি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর!

কুমারীগণের গীত।

তোমার রূপের বালাই নিয়ে মরি, তুমি রূপের মহাজন।
ওরূপ—যাচাই কোরে হয় না নিতে নিলেই ভোলে মন॥

কত আসছে খরিদার,
দেখি হাজারে হাজার,
কেউ—বাজার খুঁজে পায়না ওরূপ, এম্‌নি মন্‌মোহন ॥

ফর্‌। বেশ বলা হোয়েছে! বেশ বলা হয়েছে! আর কিছু বাকি আছে নাকি?

১ম কু। আছেই তো!

ফর্‌। আবার কি?

১ম কু। একজন বৃদ্ধ বিদেশী, খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে এসেছে।

ফর্‌। বিদেশী আবার কেন?

১ম কু। তার কাছেই শুনবে এখন দাদা! ডাকবো?

ফর্‌। ডাকো—শোনাই যাক্‌ না।

(একজন কুমারীর প্রস্থান ও কামরান্‌কে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

ফর্‌। বেশ বুড়োটী তো! ঠিক আমার ওস্তাদের মত [illegible] খানা। ও বিদেশী বুড়ো, এদেশে কি মনে কোরে?

কাম্‌। আপনার কাছেই এসেছি।

ফর্‌। আমি পাগল মানুষ—গরিব মানুষ; আমার কাছে আবার কি দরকার?

কাম্‌। পাগলে কি হয়? গরিবে কি হয়? আপনার গুণপনায় যে আপনি অনেক জ্ঞানবানের ও ধনবানের ওপর আসন পাবার যোগ্য পাত্র।

ফর্‌। এই রে, বুড়োর কিছু মৎলব আছে! মৎলব আছে। নইলে এত, গুণ গাইবার ধুম পোড়বে কেন?

কাম্‌। মৎলব তো আছেই।

ফর্। মৎলব থাকে তো সরে পড় বাবা! আমি মৎলব টৎলবের ভেতর নেই। বিশেষ কুমৎলব হোলে নিশ্চয়ই নেই!

কাম্। এ কুমৎলব নয়।

ফর্। এ কু মৎলব নয়?—তবে কি?

কাম্। আপনি শিল্পী,—ভাস্করের প্রধান।

ফর্। বেশ—তার পর?

কাম্। আপনাকে আমার প্রভুর প্রয়োজন।

ফর্। আবার প্রভু আছেন? প্রভুটী কে?

কাম্। আমার প্রভু পারস্যের বাদ্‌শাহ খসরুসাহ।

ফর্। ওরে—বাবা-রে! আমার ওস্তাদ বল্‌তেন—

ইরানের বাদসা, তুরানের ডাকু।
চীনের চুঙ্গ্‌, তাতারের খাঁকু॥

এরা মানুষের রক্ত না খেয়ে উঠ্‌বে না, মানুষের রক্ত না দেখে ঘুমুবে না। যাও বুড়া বাপ। হয়েছে, বোঝা গেছে; দেশে বুঝি মানুষের মন্বন্তর হয়েছে; তাই বিদেশে টান দিয়েছেন।

কাম্। আপনি বৃথা অনুযোগ কোচ্চেন; আমাদের জাঁহাপনা সমস্ত গুণের আধার।

ফর্। ভাল, আমায় নিয়ে গিয়ে কি কোর্ত্তে চান শুনি।

কাম্। পাহাড় কেটে ঢাল মানিয়ে, দশক্রোশ দূরের একটা ঝুলন্ত বাগিচা পর্য্যন্ত, নহর বানাতে হবে।

ফর্। নহরে আসবে কি?

কাম্। দুধ।

ফর্। কতটুকু?

কাম্। দৈনিক দশসের!

ফর্। বটে? কাজে মজা আছে বটে! কিন্তু ও বুড়ো! আমার তো এখান থেকে নড়বার যো নেই! উঁহু! নড়বার যো নেই—নড়বার যো নেই! লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেও নড়বার যো নেই।

কাম্। কেন?

ফর্। আমার একখানি মানস-প্রতিমা আছে, সে খানিকে জ্যান্ত না দেখে, আমি কোথাও যাবনা—যেতে পার্কো না!

কাম্। মানস-প্রতিমা কি রকম?

ফর্। এই দেখনা, এই রকম। (দ্বারের যবনিকা অপসারণ ও মূর্ত্তি প্রকাশ) কেমন? আহা-হা! কেমন—কেমন? আহা-হা কেমন—কেমন? বুড়ো হা কোরে দেখছো কি? কেমন? আর দেখতে দোব না, বেশী দৃষ্টি দিলে, ময়লা হোয়ে যাবে।

(যবনিকা ক্ষেপন)

কাম্। এ মূর্ত্তি আপনি কোথায় দেখেছেন? কোথা থেকে পেয়েছেন।

ফর্হাদের গীত।

আমি চ'খে দেখিনি, এঁরে মনে দেখেছি।
মনে মনে প্রাণে প্রাণে এঁকে রেখেছি॥
এঁরে এঁকে রেখেছি,
এঁরে এঁকে রেখেছি.
আঁকা দেখে প্রতিমাটি হাতে গড়েছি॥

কাম্। এটীকে আপনি জ্যান্ত কোর্ত্তে চান? কি কোরে কোর্ব্বেন?

ফর্। যেমন কোরে পারি।

কাম্। একটা মৃত মানুষকে মানুষে জ্যান্ত কোর্ত্তে পারে

না, আর একটা পাথরের মূর্ত্তিকে মানুষে জ্যান্ত কোর্কে এও কি একটা কথা? সহজ মানুষে কি এ কথা কল্পনায় আন্‌তে পারে?

ফর্। আমি তো বলেছি বুড়ো, আমি সহজ মানুষ নই আমি পাগল!

কাম। যাই হোন্, আপনি কখন এ মূর্ত্তিকে জ্যান্ত কোর্ত্তে পার্ব্বেন না।

ফর্। আমি নাই পারি ভগবান তো পার্ব্বেন?

কাম্। তিনি সব পারেন।

ফর্। তবে আমি তাঁকে দিয়ে জ্যান্ত কোর্ব।

কাম্। সে বড় সহজ কার্য্য নয়!

ফর্। সহজ না হয় কঠিন; আমি তাই কোর্ব্ব।

কাম্। তা এত কষ্ট করে কাজ কি? আমি যদি ঠিক এই রকমের একটী জ্যান্ত মূর্ত্তি আপনাকে দেখাতে পারি?

ফর্। দেখাতে পার? কোথায়?

কাম্। যেখানের জন্য আপনাকে নিতে এসেছি, সেইখানে।

ফর্। ও বুড়ো—কি বল? সত্য নাকি?

কাম্। আমি কখন মিথ্যা বলতে শিখিনি। যাঁর জন্য নহর হবে, এ মূর্ত্তি তাঁরই।

ফর্। সত্য নাকি? কে তিনি?

কাম্। তিনি আমাদের বাদশাহের সহিত শীঘ্র বিবাহিত হবেন। আমাদের প্রধানা বেগমসাহেবা হবেন।

ফর্। বটে? তাই নাকি?

কাম্ । হ্যাঁ; সেই জন্যই এই মূর্ত্তি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলেম ।

ফর্ । তবে চল বুড়ো, আমি তে মার সঙ্গে এখনই যাব-এখনই যাব এখনই যাব! কেবল একবার দেখবো! হা-হা-হা! মানস-প্রতিমা জ্যান্ত দেখবো—জ্যান্ত দেখবো—জ্যান্ত দেখবো ।

কাম্ । চলুন তবে ।

ফর্ । চল—চল—চল – চল –চল ——

[উভয়ের প্রস্থান ।

চীন কুমারীগণের প্রবেশ ও গীত ।

যে, যেমনটী চায়, ওসে তেমনি যদি পায় ।
তাহ'লে আর রয়না, ভালবাসাবাসির দায় ॥
কেউ কাঁদিয়ে তখন কাঁদতে চাইবে না,
প্রেমেতে বিরহ থাকবে না,
সুধু, হাসি খুসি চল্‌বে, দিবারাত যাবে মজায় ।
যে যার, সে তার হোয়ে রবে, আপ্‌নাতে আপ্‌নায়,
মোজে আপ্‌নাতে আপ্‌নায় ॥

(পটক্ষেপন ।)

—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান-বাটিকার প্রশস্ত বারান্দা।

(নিম্নে উদ্যানে শিরী ও গুলবাহার উপস্থিত)

শিরীর গীত।

পাখিটীর কি হবে উপায়।

ফাঁদে বাঁধা পোড়ে এত ভাবেনিকো দায়॥

উঁযাতে নিষাদ এসে,

ভালবেসে হেসে হেসে,

পিঞ্জরে পুরিয়ে পায়ে শিকল পরায়॥

শিরী। গুলাল! কি হবে?

গুল। মন কি কিছুতে মানছে না?

শিরী। কিছুতে না। তোমার কথা মত চেষ্টা কোল্লেম, ভগবানের কাছে কত সাধলেম, কত কাঁদলেম, মনকে কিছুতেই ফেরাতে পাল্লেম না। ভালবাসতে হবে ভাবতে গেলে, প্রাণ যেন শিউরে ওঠে।

গুল। আচ্ছা, জাঁহাপনাকে দেখলে কি আপনার ঘৃণা বোধ হয়?

শিরী। ঘৃণা? না, গুলাল, ঘৃণা নয়, তাঁকে দেখলে আমার যেন কেমন ভয় হয়! সেই তেজস্বী পুরুষের তেজের প্রভায়,

আমি যেন কেমন আপনা আপনি মলিন হে য়ে যাই। চাদের কিরণে প্রাণ শীতল হয়, কিন্তু তাঁকে যেন আমি প্রখর সূর্য্যের মত দেখি, তাঁর ছটায় আমার চোখ ঝোল্‌সে যায়; এগুতে গিয়ে এগুতে পারি না। যাঁর, ভয়েই আমি আড়ষ্ট হই, তাঁকে ভালবাসবো কি কোরে গুলাল?

গুল। তা তো বটে, কিন্তু আরতো না ভালবেসে পার্‌বেন না? ভালবাসেন আর নাই বাসেন, আর্‌তো তাঁকে আত্মসমর্পণ না কোরে উপায় নেই। প্রথমে বল্লেন, ঝুলন্ত বাগান চাই—তবে তাঁকে বিবাহ কোর্ব্বেন। জাঁহাপনা বিনা বাক্যব্যয়ে আপনার সে পণ রক্ষা কোল্লেন; আপনিও এক বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত হলেন। তার পর আবার পণ কোল্লেন, নহর চাই। তিনি চীন দেশ থেকে ভাস্কর এনে তাও রক্ষা কোল্লেন। এখন তিনি আপনার দেহ-মন জীবন-যৌবন সমস্ত ভোগের অধিকারী হোয়েছেন। আপনিও আর বিবাহ কোর্ত্তে অস্বীকার কোর্ত্তে পার্ব্বেন না।

শিরী। তাই পার্ব্বো না বোলেই তো এত ভাবনা গুলাল! এর কি কোন উপায নেই?

গুল। আমি তো কিছু ঠাওরাতে পাচ্ছি না বেগমসাহেবা!

শিরী। কোন উপায়ে আর কিছু দিন সময় পাওয়া যায় না?

গুল। আমাব বুদ্ধিতে তো কিছু যোগায় না!

শিরী। কোন উপায়?

গুল। না। আর সময় পেলেই বা কি সুবিধা হবে বেগমসাহেবা? সময় তো আবার শেষ হবেই—তখন?

শিরী। এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘোটতে পারে।

গুল। যদি না ঘটে ?

শিরী। যদি না ঘটে, স্বেচ্ছায় সাপের ল্যাজে পা দেবো, সাপ ফিরে কামড়াবে। সাপে কামড়ালে যা হয়, তাই হবে।

গুল। তা সে কাজটা এখনই হোক না।

(গান করিতে করিতে বাঁদীগণের প্রবেশ।)

গীত।

আমাদের আহ্লাদে প্রাণ আটখানা।
হাস্‌বো খেল্‌বো নাচবো গাইবো মান্‌বো না
আর কাক মানা॥
তুজন তুঠাই দেখ্‌নু এতদিন,
ছিল—তুই মুখই মলিন ;
আজ সেই, তুই মিলে এক হবে, ব'বে প্রেমের
নদী একটানা॥

(দলনীর প্রবেশ।)

দলনী। বেগমসাহেবা! জাঁহাপনার আদেশে সেই চীনদেশীয় ভাস্কর আপনাকে সেলাম দিতে আস্‌ছেন উজির সাহেব তাঁর সঙ্গে আছেন। আপনি বারান্দা থেকে তাঁকে দর্শন দেন, জাঁহাপনার এই ইচ্ছা।

[প্রস্থান।

শিরী। (সোপানাবলম্বনে উঠিতে উঠিতে) কে বল্‌ছিল, মানুষটার নাকি একটু পাগলামির ছিট আছে!

গুল। তাইতো বোধ হয়। নইলে জাঁহাপনা যখন জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "আমি তোমার উপর যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছি,

তোমায় পুরস্কৃত কর্ব্বো ! তুমি কি চাও ? স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, যা চাবে তাই পাবে।" তখন হাত জোড় কোরে নাকি বোলেছিল, "জাঁহাপনা ! আমি মণি মুক্তা চাই না, যার জন্য এই নহর তৈরি কোরেছি, একবারমাত্র তাঁকে দেখতে চাই ।" এই কথা শুনে সভাশুদ্ধু সকলেই তাঁকে পাগল বোলে বোধ কোল্লে। জাঁহাপনা কিন্তু তখনি সম্মত হোলেন।

শিরী। পাগলই হোক, আর যাই হোক, লোকটা কিন্তু অদ্ভুত শিল্পী ! শিল্প-নৈপুণ্যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

(কাম্‌রানের সহিত ফর্‌হাদের প্রবেশ।)

ফর। আহাহা ! কি সুন্দর —কি সুন্দর—কি সুন্দর।

(একদৃষ্টে নিরীক্ষণ)

কাম্। ঐ দেখুন, যা বোলেছিলেম ঠিক কি না ?

ফর্। ঠিক ! খুব ঠিক। সম্পূর্ণ ঠিক ! আহাহা ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর !

গুল। (জনান্তিকে) আহা মরি মরি। শিল্পীর কি অপরূপ রূপ ! আত্মহারা বিভোলের মত চেয়ে আছে দেখুন।

শিরী। তাই দেখ্‌ছি। রূপ যেন উথ্‌লে পোড়্‌ছে।

(অপাঙ্গ দৃষ্টিতে দর্শন)

ফর্। আহাহা ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর !

কাম্। দেখাতো হয়েছে—এখন চলুন।

ফর্। আহাহা ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর !

কাম্। শুন্‌ছেন !--চলুন !

ফর্। কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! কি সুন্দর !

কাম্। কথা শুন্‌ছেন না ? চলুন না !

ফর্। আহাহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর! কি সুন্দর!

(হাম্‌জাদের প্রবেশ)

হাম। চাচাজী! আর বিলম্ব কোচ্চেন কেন? জাঁহাপনা ব্যস্ত হোয়ে পোড়েছেন; ওঁকে নিয়ে চলুন।

কাম্। উনি কথা শুনছেন না।

হাম। শুনছেন না কি? ওহে ভাস্কর মহাশয়। দেখা তো হোয়েছে; এখন চলুন।

ফর্। আহাহা। কি সুন্দর। কি সুন্দর! কি সুন্দর।

হাম। ইস, একেবারে মোহিত হোয়ে গেছেন যে? সুন্দর না হোলে কি আর বাদসার ঘরে আস্‌তে পারেন। এখন চলুন

ফর্। আহাহা! কি সুন্দর। কি সুন্দর! কি সুন্দর।

হাম। আচ্ছা পাগল তো? চলুন—চলুন—ঢের দেখা হোয়েছে,—এর পর চোখ্ ঠিক্‌রে যাবে!

(ফর্‌হাদের হস্ত ধরিয়া লইয়া যাওন)

ফর্। (যাইতে যাইতে) আহাহা! কি সুন্দর। কি সুন্দর! কি সুন্দর!

[কাম্‌রান, হামজাদ ও ফর্‌হাদের প্রস্থান।

বাঁদীগণের গীত।

রূপ আছে তাই, দুনিয়া আছে, নইলে কিছুই থাক্‌তো না।
রূপ না পেলে, আপন্ বোলে, কেউ কারুকে রাখ্‌তো না॥
রূপ-সাধন না সাধ্‌তে পেলে, কাব্য কবি লিখ্‌তো না,
বিভোর হয়ে প্রেমের গাথা, প্রাণদে গায়ক গাইতো না;
চিত্র-করে চারুচিকণ, রম্য ছবি আঁক্‌তো না।
প্রেমের হাটে বিকি কিনি, কেউ কিছুতেই কর্‌তো না॥

[প্রস্থান।

শিরী। (সোপানাবরোহণ করিতে করিতে) দেখ্‌লে গুলাল?

গুল। কি বেগমসাহেবা?

শিরী। কি বল দেখি?

গুল। অপরূপ রূপের কথা বোল্‌ছেন?

শিরী। হ্যাঁ! আর?

গুল। আর অপলক চক্ষে একদৃষ্টে দেখা?

শিরী। আর?

গুল। আর সেই আত্মহারা বিভোর ভাব।

শিরী। হ্যাঁ; কি বুঝলে?

গুল। বুঝলেম, পতঙ্গ, আগুনের শিখা দেখ্‌লেই ঝাঁপ দিতে চায়!

শিরী।' আর এটা বুঝলে না, যে, পাপ রূপেই রমণীরা সর্ব্বনাশ করে?

গুল। রমণীর অপরাধ?

শিরী। রমণীর অপরাধ ওই ছাই রূপ। রূপ না থাকলে পুরুষ ফিরেও চায় না। আর রূপ থাকলে, তাই দেখে পুরুষ পাগল হয়; পুরুষত্ব বিসর্জ্জন দেয়; হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হোয়ে, পাপ রূপের ধ্যানে আত্মাকে কলুষিত করে। আবার সেই রূপ উপভোগ কোর্ত্তে না পেলে, পাপের পর পাপ, তার উপর পাপ কোর্ত্তে কোর্ত্তে অবশেষে পাপের সাগরে মগ্ন হোয়ে যায়। পুরুষকে এইরূপ বিপদে ফেলাতে রূপবতী রমণীর কি পাপ হয় না?

গুল' আপনার ভাব আপনিই বুঝুন, আমি ও ভাবের ভাবী হোতে পাল্লেম না।

শিরী। কেন গুলাল! কথাটা কি ঠিক নয়? অমন রূপ-বান পুরুষ; অত আত্মহারা ভাব কি ভাল দেখালে?

গুল। এ আবার কি রকম কথা বেগমসাহেবা?

শিরী। কথা আর কি গুলাল! মানুষ খুন কোল্লে কি মানুষের পাপ হয় না?

গুল। মানুষ আপন ইচ্ছায় যদি আপনি বিষ খেয়ে মরে, তাহলে সে দোষ কার? ওরা মরে কেন?

গীত।

ওরা, আপনা আপনি কেন মরিতে আসে।
কেন, জীবন থাকিতে এসে আপনা নাশে॥
জানে চপলা চমকে বেস্,
পরশে পরাণ শেষ;
তবু, কি হেতু আগুয়ে আসে পরশ আশে।
কেন, সাধিয়ে পশিতে চায় মরণ পাশে॥

শিরী। রূপের মোহ, গুলাল—রূপের মোহ! রূপের মোহে জ্ঞানশূন্য হোয়ে, লোকে ——

নিভাইতে গিয়ে মনানল।
ফণী ধোরে খায় হলাহল॥

(মহবুবের প্রবেশ।)

মহ। বেগমসাহেবা! জাঁহাপনা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্ত্তে আসছেন।

[প্রস্থান।

শিরী। গুলাল! এইবার আমার মরণের পালা আরম্ভ হলো! না জানি অদৃষ্টে কি আছে!

গুল। নিরুপায়ের উপায় ভগবান। আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

শিরী। কি হবে? কি হবে? জগদীশ্বর রক্ষা করুন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে। মোর্ত্তে পার্ত্তেম, কিন্তু—কিন্তু - না না আর আমি মোর্ত্তে পার্ব্বো না! জগদীশ্বর রক্ষা করুন।

(খস্রুসাহের প্রবেশ।)

খস্। (সহাস্যে) সুন্দরি! এইবার আমার আশা পূর্ণ কর।

(অগ্রসর হওন)

শিরী। (পিছু হটিয়া) জাঁহাপনা! একটু অপেক্ষা করুন।

খস্। (থম্‌কিয়া) একি কথা? আবার অপেক্ষা?

শিরী। আজ্ঞে হ্যাঁ জাঁহাপনা, একটু অপেক্ষা করুন। আমার কিছু কথা আছে, আপনাকে শুন্‌তে হবে।

খস্। শিরী! আর আমি তোমার কোন কথা শুনতে বাধ্য নই, তা বোধ হয় বুঝ্‌তে পাচ্চ? অবিলম্বে আমায় আত্মসমর্পণ কর,—বিবাহের সমস্ত প্রস্তুত।

শিরী। (জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া) প্রভু ক্ষমা করুন।

খস্। কি ক্ষমা? কিসের ক্ষমা? তুমি তো কোন অপ-রাধ করনি!

শিরী। প্রভু! আমি যথেষ্ট অপরাধী! আপনি রাজ-রাজেশ্বর, আমি আপনার বাকদত্তা পত্নী! অথচ আমি আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছি। আপনি দয়াময়! আমার প্রতি আপনার অপার করুণা! সেই সাহসে মিনতি কচ্চি, আমায় আর কিছুদিন সময় দিন।

খস্। একি রহস্য? কি কারণে সময় প্রার্থনা কোচ্চ?

শিরী। প্রভু! ক্ষমা করুন! সে কথা আমি বোলতে পার্ব্বো না!

খস্। আমিও তবে এক মুহূর্ত্ত সময় দিতে পার্ব্বো না! প্রস্তুত হও।

শিরী। প্রস্তুত হোতে সময় দিন—একমাস মাত্র সময় দিন প্রভু!

খস্। ছি—ছি—ছি এই কি বাকদত্তা কুমারীর উপযুক্ত কথা? আর কিছুতেই আমি সময় দেবো না।

শিরী। (উঠিয়া) তবে এই বুক পেতে দিচ্ছি—ছুরিকা-ঘাতে আমার প্রাণসংহার করুন।

খস্। কি আশ্চর্য্য! রমণী কি তুমি?

শিরী। আমায় সময় দিন - প্রস্তুত হোতে সময় দিন।

খস্। (সক্রোধে) কখন না—কখন না-

শিরী। তবে আমার প্রাণসংহার করুন।

খস্। ভাল তাই হোক! (ছুরিকা উত্তোলন—হঠাৎ আত্ম-সংবরণ করিয়া) না না তা কোর্ব্ব না। আচ্ছা সময় দিলেম—সময় দিলেম! তুমি নরহত্যাপাতকে পাতকী হোতে পার, কিন্তু আমি সহজে নারীহত্যা পাপে পাপী হব না। শোন শিরী! এই শেষবার! এরপর—এরপর—জগদীশ্বর জানেন, এরপর কি হবে? [বেগে প্রস্থান।

শিরী। ওঃ যাতনা দেখাবার নয়। হায় হায়! কি হবে? কি হবে? কি হবে? [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হাম্‌জাদের শয়নকক্ষের উপকক্ষ।

(হাম্‌জাদ ও গুলবাহারের প্রবেশ।)

গুল। আজ মেজাজটা যে বড় মিঠে দেখা যাচ্ছে ?

হাম্‌। (স্বগত) মিঠে তো কেমন ? গায়ে বিষ ছড়াচ্ছে। (প্রকাশ্যে) তুমি মিঠে কোল্লেই মিঠে, তুমি তেতো কোল্লেই তেতো।

গুল। আমি নিজে মিঠে, কথা কই মিঠে, কাজ করি মিঠে; আমার মিঠেরই কারবার। তেতো মেতোর ধার ধারি না।

হাম্‌। (স্বগত) তাতো বটেই! মুখে মধু হৃদে বিষ। (প্রকাশ্যে) তেতোর ধার না ধারলেই তো বাঁচি। নিশ্বেস ফেলে জুড়ুই! জবাই করা ছাগলের মত ছট্‌ফট্‌ কোর্ত্তে হয় না।

গুল। তুমি আপন গলায় আপনি ছুরি মেরে ছট্‌ফট্‌ কর, সে দোষ কি আমার ? আমি বরাবর বলে আস্‌ছি, সন্দেহ করা তোমার একটা রোগ।

হাম্‌। (স্বগত) আহা কি আমার রোগ ধরবার হাকিম সাহেব এলেন। (প্রকাশ্যে) ভাল, রোগই যেন হোল, তা—সে রোগ সারাবার তো তোমারই হাত।

গুল। আমায় কি কোর্ত্তে বল ?

হাম্‌। (স্বগত) কচি খুকি আর কি, যেন কিছু জানেন না। (প্রকাশ্যে) যা কোর্ত্তে বলি তা কি তুমি কোর্ত্তে পার্ব্বে ?

গুল। করবার হয় অবশ্য কোর্ব্ব।

হাম্। (স্বগত) ঐ সেই পেঁচোয়া কথা। (প্রকাশ্যে) করবার হোক্ আর না হোক্, কোল্লেই কিন্তু সকল আপোদ চুকে যায়।

গুল। একি একটা কথা হোলো নাকি? নিজে নিজে যে আপদ গোড়ে তোলে—তার আপদ কি সহজে চোকে? একটা চুক্‌লে আর একটা আসে, আর একটা চুক্‌লে আর একটা আসে। তোমার মত সন্দিগ্ধ মানুষের গড়া আপদ চোকেও না, বাজে জ্বালাও ঘোচে না।

হাম্। (স্বগত) বাজে জ্বালা বটে? বাজে জ্বালা বটে? (প্রকাশ্যে) তা যাই হোক, তোমায় যা বলি, তুমি তাই কর।

গুল। বল, কান্ আছে শুনছি।

হাম্। (স্বগত) ছল ছাড়া কথা নেই। পাকা খেলোয়াড় কিনা? (প্রকাশ্যে) আমি যখন বাড়ীতে না থাক্‌বো, তুমি তখন বাজে লোককে বাড়ীতে আসতে দিতে পার্ব্বে না।

গুল। তাতো আস্‌তে দিই না। তবু তোমার মন রাখ্‌বার জন্যে না হয় বলছি—দোব না। আর কি?

হাম্। (স্বগত) কি চালাকি? কথার ভেতর মারপ্যাঁচ কত। (প্রকাশ্যে) তোমার বেগমসাহেবার কাছে যাবার সময়, হয় আমায় সঙ্গে নেবে, নয় আমি যাকে সঙ্গে দোব, তার সঙ্গে যাবে—আর যাবে মাথা হেঁট কোরে; আসবার সময়ও ওই রকম।

গুল। হা-হা-হা! এমন পাগল দুনিয়ায় আছে! ওহে গুণপুরুষ! কথায় বলে বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো, তাতো জানো? যে মেয়েমানুষ খারাপ হবে, তাকে কি কিছুতে কেউ

ধরে রাখতে পারে ? সেই দৈত্যের কথা মনে নেই ? সিন্দুকে পুরে মাথায় কোরে মাগকে নিয়ে বেড়াতো, অথচ সে কি কোর্ত্তো তা শুনেছ তো ?

হাম। (স্বগত) একরকম স্পষ্টই তো বোল্‌ছে। (প্রকাশ্যে) ওসব গল্প কথা ! এখন আমি যা বল্‌ছি, তা কোর্ব্বে কি না ?

গুল। না কোল্লে যখন নয়, তখন না হয় তাই করা যাবে। আর কিছু আছে, না এই শেষ ?

হাম। (স্বগত) বজ্জাতের ধাড়ি ! (প্রকাশ্যে) আছে বৈকি ? যখন বেগমসাহেবার ওখানে থাকবে, তখন কোন পুরুষের সঙ্গে কথা কইতে পাবে না, বা, তার দিকে চেয়েও দেখ্‌তে পাবে না।

গুল। বাদশার জেনানা মহলে পুরুষ কোথায় পাব ? তবে কেবল এক মহ্‌বুব সেথায় যেতে পারে।

হাম। (স্বগত) বেটার নাম কোর্ত্তেই মুখখানা লাল হোয়ে গেল যে ? আচ্ছা, থাক তুমি। (প্রকাশ্যে) সেই বেটার কথাই বল্‌ছি। সে বেটার সঙ্গে তো নয়ই, তা ছাড়া আর কারো সঙ্গেও নয় ?

গুল। চাকর বাকরদের সঙ্গে কথা কইবো না, এও কি একটা কথা নাকি ? তোমার মত তো আমি পাগল হইনি।

হাম। (স্বগত) আদত জায়গায় ঘা লেগেছে কিনা, আচ্ছা, থাক তুমি, তোমার ভিট্‌কিলিমি আজই বার কোর্ব্ব। (প্রকাশ্যে) পাগলই বল আর যাই বল, আমি যা যা বল্লেম, সব তোমায় শুন্‌তে হবে।

উভয়ের গীত।

গুল।— তোমার, কোন কথাই শুন্‌বো না
বকো ঝকো কাঁদো কাটো আর তোমারে মান্‌বো-না।
হাম্।— তবে কোর্ব্বে কি? কোর্ব্বে কি? কোর্ব্বে কি?
গুল।— যা কচ্চি তাই কোর্ব্ব আমি, নূতন কিছু কোর্ব্ব না।
খাবো দাবো মার্ব্বো মজা (তোমার) সন্দেহে আর
ডোর্‌বো না॥
হাম্।— বলি—তাই নাকি তাই নাকি—তাই নাকি?
গুল।— তা নয়তো কি, তোমার তো আর
রোগ সারাতে পারবো না।
যা খুসি তাই কোর্ব্ব নিজে (তোমার)
আর কোন' ধার ধার্‌বো না॥
হাম্।— অত পার্ব্বে কি—পার্ব্বে কি—পার্ব্বে কি?
গুল।— খুব পার্ব্বো, তোমার মত
প্যার্‌তে গিয়ে হার্‌বো না।
সাব্‌ধানে কাজ সার্‌বো, কুড়ুল
আপন পায়ে মারবো না॥

হাম্। (স্বগত) উঃ! বুকের পাটাতো কম নয়? এক রকম স্পষ্ট বোলে কোয়ে? আচ্ছা, আর চালাকি খাটছে না। দশদিন চোরের একদিন সেধের।

গুল। থেমে গেলে যে?

হাম। না—তোমার যা খুসি তাই করগে। আর কিছু বোলবোও না, কইবোও না। এখন আসি। দেখ আজ এক

দোস্তের বাড়ী খানা আছে, নাচগান আছে, রাত্রে বোধ হয় আস্‌তে পার্ব্বো না। তোমার যা খুসি হয় করো।

[প্রস্থান।

গুল।৷ তা বুঝেছি। তুমি দোস্তের বাড়িও যাবে, খানাও খুব খাবে, রাত্রেও আসবে না; আর আমিও যা খুসি তাই কোর্ব্ব! বোকার শিরোমণি! আজ যা মতলব কোরেছ, সে খবর যে আমি রাখি, তা কি বুঝতে পারে? যা হোক, আজ আবার ঠোঁক্‌বে আর কি? দেখি, এই রকম ঠকিয়ে ঠকিয়েও যদি সযুত কোর্ত্তে পারি! মহ্‌বুব!

(শয়নকক্ষ হইতে মহ্‌বুবের প্রবেশ।)

মহ। এই যে মা।

গুল। সব ঠিক তো মহ্‌বুব!

মহ। আজ্ঞে হ্যাঁ মা, সব ঠিক!

গুল। মহবুব! আমায় যেমন তুমি সাহায্য কোচ্চ, আমিও তোমায় তেমনি সাহায্য কোর্ব্ব। ছুঁড়িটে হতভাগী, তাই তোমার মত ভাল মানুষকে সন্দেহ কোরে মরে!

মহ। নিজে মলেও তো বাঁচতুম মা! আমায় যে আদ্‌মারা কোরে ফেল্লে; খেতে দেবে না, পোরতে দেবে না, চব্বিশ ঘণ্টা দাঁতে খিঁচুবে। গালাগালে ভয় নেই, মারে ভয় নেই, কেবল ধম্‌কাবে—কেবল ধম্‌কাবে। আর হাতের কাছে যা থাক্‌বে, তাই ছুঁড়ে মার্ব্বে।

গুল। মহ্‌বুব তুই থাম্, আর একটা দিন সবুর কর্, আমি সব ঠিক কোরে দোব।

মহ। (পায়ে ধরিয়া) তাই দিন মা! তাই দিন! আমি

এ যাত্রা রক্ষা পাই। হায় হায়! এমন রাক্ষুসীকেও বিয়ে কোরেছিলুম।

(পরিজ্ঞানের প্রবেশ।)

গুল। কি রে পরিজ্ঞান?

পরি। আজ্ঞে কিছু না, এই এঁকে খুঁজছি।

গুল। কেন?

পরি। দরকার আছে, একটা কথা বোলবো তাই।

গুল। তোরা কথা ক, আমি ততক্ষণ গোটাকতক ফুল তুলে আনিগে।

[প্রস্থান।

পরি। ও হতভাগা মিন্সে, বলা নেই, কওয়া নেই, স্লুট কোরে এখানে সোরে এসে, ওঁর পায়ে ধোরে কি বল্‌ছিলি বল্‌। বল্‌,—নইলে তোর চুল দাড়ি ছিঁড়ে নয়-নেত্য কোরে দোব। বল্‌!

(চুল ধরিতে অগ্রসর)

মহ। কই? কিছুই তো বলিনি।

পরি। কিছু বলিস্ নি? ওরে মিথ্যেবাদী, হারামখোর! কিছু বলিস্ নি? তবে তার পায়ে ধোরে "দিন্ দিন্" বোলে কে কি চাচ্ছিল? আর কেই বা আমায় রাক্ষুসী বল্‌ছিল?

মহ। ওঃ – সেই চাওয়ার কথা? সেতো আমি রোজই চাই; আর যা বোলেছি, তাতো রোজই বলি! তাতে হোয়েছে কি?

পরি। হোয়েছে কি বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্ না হতভাগা! তোর মরণ বাড় বেড়েছে! তুই বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা কোরেছিস। আর তোর রক্ষে আছে? এখন ভাল চাস তো

আমার সঙ্গে চলে আয়, নইলে আজ তোর ধড়ের ওপর মুণ্ডু থাকবে না।

মহ। তোর সঙ্গে না গেলে চোলবে কেন? আজ রাত্তিরে মিঞা সাহেব আস্‌বে না বোলে গেছে; এখানে মজা কোরে খাব দাব, না তোর সঙ্গে গিয়ে উপোস কোরে মোর্ব্বো?

পরি। এখনও ভাল কথায় বলছি চ, নইলে কেন প্রাণ হারাবি বল্। মনে তো কোরেছিলুম ডাক্‌বো না। নেহাৎ প্রাণটা কেমন কোরে উঠলো, তাই ডাকতে এসেছি। ভাল চাস্ তো আমার সঙ্গে চ।

মহ। তুই যা যা মাগি যাঃ। তোর আর আমার ভাল কোর্ত্তে হবে না। আমি যাব না।

পরি। যাবিনি!

মহ। না, যাব না।

পরি। তবে মর্, আমি কিন্তু বোলে কোয়ে খালাস!

মহ। আচ্ছা—আচ্ছা যাঃ।

পরি। তা যাচ্চি, কিন্তু আমি বোলে রাখলুম —

গীত।

পরি। তুই মর্‌বি মর্‌বি মর্‌বি।

মহ। (আমি) মোলে তুই কি কোরবি?

পরি। বাছাই কোরে কোরবো নিকে, যখনই তুই মর্‌বি।

মহ। তোকে নিকে কোর্ব্বে যে,

এমন পোড়াকপালে কে;

(তুই) একটা পুরুষ পেটে পুরেগে

আবার যারে ধোর্‌বি?

পরি। রূপে পাগল হবে সে,

ঘেঁসে আপ্‌নি আসবে সে;

মহ। (ওই) রূপ্‌ দেখে তোর্‌ ভয়ের ঠেলায়

ভূত্‌ যে ভাগে রে;

(গোড়ায়) চিনি নিকো ছাই,

(তোরে) তরিয়ে ছিনু তাই;

ভাবিস্‌নে কেউ আর তরাবে

সহজে আর তোর্‌বি।

পরি। তুই থাম্‌ থাম্‌ থাম থাম্‌,

আমি কোর্ত্তে জানি কাম;

কেমন কোরে কি কোল্লে কার্‌ পুরবে মনস্কাম;

মহ। তোর যা হবে তা দেখছি,

আমি মনে মনে বুঝছি;

শেষকালে কার পায়ের জুতো মাথায় নিয়ে পোর্‌বি।

পরি। তা পরি পোর্ব্ব, তুই তো এখন সর্‌।

মহ। তা মরি মর্ব্বো,—তুই ত এখন সর্‌।

(পরিজানের প্রস্থান)।

মহ। (স্বগত) বোল্‌তে গেল!—এনে ধরাবে! মর্‌ হতভাগী! আমি কি তাই! তা যদি হতুম, তা হোলে এতদিন তোর গলায় পা দিয়ে মেরে নিষ্কণ্টক হতুম।

(গুলবাহারের পুনঃ প্রবেশ)

গুল। মহবুব! আর থাকিস নি। ঐ দরজা দিয়ে নেমে গে একেবারে বাগানে গাছের আড়ালে চুপ কোরে থাক্‌গে। যখন মেড়ার লড়াই শেষ হবে তখন আসিস; এসে ছুটো খেয়ে যাস।

মহ। যে আজ্ঞে মা।

[প্রস্থান।

গুল। (স্বগত) একটা সামান্য বাঁদী যাকে নাচাতে পারে, তার দুর্দ্দশা তো হবেই। এতে আর আমার দোষ কি! অদৃষ্টে অপমান লেখা আছে, ফলাতো চাই। আপনার স্ত্রীকে যে নকূড়া ছকড়া কোর্ত্তে যায়, তার আবার মান অপমানের বোধ কি? ওই যে সব পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, আমিও খেলা আরম্ভ করি। (দ্বার বন্ধ করিয়া অনুচ্চস্বরে) যা-যা-ওরে হতভাগা যা শোবার ঘরে সিন্দুকের ভেতর লুকিয়ে পোড়গে যা যা যা ওরা যে এসে পোড়লো।

হাম। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত করিতে করিতে) এসে পোড়লো কিরে নচ্ছারুণী। এসে পোড়েছি। সব কথা শুনতে পেয়েছি, শীগিগর দরজা খোল্।

গুল। আঃ! কি জ্বালাতনে পড়লুম গা? এই যে বোলে গেলে আজ রাত্তিরে আসবো না।

নেপথ্যে হাম। আসবোনা না বোলে গেলে এমন হাতে নাতে ধর্ব্বার সুবিধে হতো কি? এখন বাকচাতুরি ছাড়,—শিগ্গির খুলে দে।

গুল। অমন কোল্লে দরজা খুলে দোব না।

নেপথ্যে হাম্। দিবিনি?

গুল। না, দোব না।

নেপথ্যে হাম্। ভাঙ্ দরজা- ভাঙ'- ভেঙে দোফাঁক্ কোরে ফ্যাল।

(দ্বার ভঙ্গ ও অস্ত্রযষ্টিধারী ভৃত্যগণের সহিত হাম্জাদ ও

পরিজনের প্রবেশ।)

গুল। সত্যি সত্যি দরজা ভাঙলে যে। (দৌড়িয়া শয়নকক্ষে কুলুপ লাগাইয়া) এরা কেন?

হাম্। কেন, এখনি দেখতে পাবি। ওঘরে কুলুপ দিলি যে! দে, খুলে দে! দেখিস বেটারা ঠিক ঘাঁটি আগ্‌লে থাকিস, কোন রকমে না পালাতে পারে। দে, কুলুপ খুলে দে। নইলে

গুল। নইলে কি! তা যাই হোক, আমার যা কোত্তে হয় কর, ওঘরের কুলুপ আমি খুলছিনা।

হাম্। খুলবিনি কিরে? দেখিস বেটারা খুব সাবধানে! বড় ধড়িবাজ! খুলে দে! দিবিনি? তবে এই দেখ্---

(হাত মুচড়াইয়া চাবি লওন ও কুলুপ খুলন)

গুল। সর্ব্বনাশ? খুলোনা—খুলোনা—

হাম্। আর খুলোনা! খুব সাবধানে দরজা আগলে দাঁড়া। আয় দুজনে ভেতরে আয়! সিন্দুকটা বার কোরে আনতে হবে।

গুল। সিন্দুক বার কোরোনা—বার কোরোনা।

হাম্। নাঃ, কোর্ব্বেনা! নিয়ে আয় বার কোরে, খুব সাবধানে নিয়ে আয়। (সিন্দুক বাহিরে আনয়ন) সিন্দুক ঘিরে দাঁড়া, চুল তফাত না হয়। বেস্, এইবার খোল সিন্দুক। না দাড়া, আগে আমার হাতে একটা অস্ত্র দে (অস্ত্র লওন) এইবার খুলে ফেল্ দেখিস্ বেটারা, দেখিস যেন পালিয়ে না যায়।

গুল। ওগো খুলোনা—খুলোনা।

হাম্। নাঃ খুলবে না! নাগরকে তোর পূজো কোর্ব্বে! খোল্ বেটারা খোল! কারো কথা শুনিস নি—খোল।

(সিন্দুক খুলিয়া ফেলন ও তন্মধ্যে একটা বাঁদরের লম্ফঝম্প করণ)

গুল। ওগো সোরে দাঁড়াও—সোরে দাঁড়াও। নাগর আমার তোমায় স্বোয়ামী বোলে মান্‌বে না; আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে দফা সেরে দেবে। তোমার সন্দেহ করা একেবারে জন্মের শোধ ঘুচিয়ে দেবে। নাগরটী আমার আদত বুনো; তুমি বা কোথায় লাগো!

(ভৃত্যগণের মুখ ফিরাইয়া হাস্য)

হাম্‌। একি ভোজবাজী নাকি! হ্যাঁরে বেটী পরি! কই কোথা সে বেটা! সব ফাঁকি! আমার দাড়িয়ে অপমান! আজ তার রাগ তোর ওপরেই ঝাড়বো। ধর্‌ ধর্‌, বেটীকে ধর্‌! ধর্‌না রে বেটারা, ধর্‌না,—পালাল' যে!

(পরিজানের প্রস্থান)

আমর্‌ বেটারা! তোরা যে হাসছিস বড়? এখনি হাড় এক জায়-গায়, মাস এক জায়গায়, কোর্ব্ব জানিস? দাঁড়া বেটারা দাড়া! পালাস কেন? ওরে বেটারা পালাস কেন? হানি? পালাস্‌ কেন?

(ভৃত্যগণের পলায়ন ও হাম্‌জাদের প্রস্থান।)

গুল। আহা ওদের মেরো না—মেরো না। একথা যে শুনবে সেই হাসবে, সেই তোমার পেছনে হাততালি দেবে। ওরা তো দেখেছে, ওদের মেরোনা—মেরোনা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

উদ্যান-মধ্যস্থ মহবুবের কুটীর সম্মুখ।

(গান করিতে করিতে শিরিকে লইয়া বাঁদীগণের প্রবেশ)

গীত।

এ সংসারে সবাই হাসে, হাসিরই দরবার।
না হেসে কেউ থাকতে নারে জনমই হাসবার॥
যে না কাঁদে সেতো হাসেই—যে কাঁদে সেও হাসে,
হাসি মুখে কইলে কথা অরিও বশে আসে;
(দেখি) চাঁদের হাসে আঁধার নাশে প্রকৃতি পরিষ্কার।
হাসিতে রয় প্রেমের বাঁধন, হাসি হরষের সার॥

১ম বাঁদি। বেগম সাহেবা! একবার হাসুন না।

শিরী। আমি হাসিতো?

১ম বাঁদি। ও হাসি চোল্‌বে না। এমন হাসি হাসতে, হবে, যাতে দুনিয়া বশ হোয়ে যায়।

শিরী। ভাল তাই হাসবো। এখন তোমরা এক কাজ কর দেখি?

১ম বাঁ। কি বলুন?

শিরী। তোমরা গিয়ে গুলবাহারকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাওগে। সে যেন একা আসে।

১ম বাঁ। যে আজ্ঞে।

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

শিরী। (স্বগত) এ স্রোত কিছুতেই ফেরে না? পিতার স্নেহ, মাতার মমতা, বাদশাহের অগাধ ভালবাসা, সব ভেসে গেছে। বাদশাহের ধর্ম্মতঃ যা প্রাপ্য তা দিতে পারিনি, অথচ একি হোল? কত দিনের কত অনুরোধ—কিছুই মানিনি অথচ এক দিনের—এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এ কি কোরে বোসলেম; হৃদয়ময় শুধু সেই অপরূপ রূপ! এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সেরূপ ছাড়া নেই। যে দিকে চাই, তাই দেখি। জাগ্রতে স্বপনে কেবল তাই ভাবি। দিবা রাত কেবল তাঁরই ধ্যানে বিভোর হোয়ে থাকি। যা হবার নয় তাই কোর্ত্তে যাচ্ছি, যা পাবার নয় তাই পেতে চাচ্ছি; এর ভবিষ্যৎ যে ভয়ানক তাও বুঝতে পাচ্ছি কিন্তু কিছুইতো কোরে উঠতে পাচ্ছি না। মনে যেন অগাধ বল কোথা হোতে এসেছে। ভাবি ডুবতে হয় ডুববো, তবু এ আশা ত্যাগ কোর্ব্ব না। এই অগাধ প্রেম যা এত দিন লুকান ছিল, তা ঐ সুপাত্রে অর্পণ কোরে নারী জন্ম সার্থক কোর্ব্ব।

(গুলবাহারের প্রবেশ)

গুল। বেগম সাহেবা!—আমাকে ডেকেছেন?

শিরী। হ্যাঁ, ডেকেছি গুলাল!

গুল। কেন?

শিরী। এই বুকচিরে তোমায় দেখাবার জন্যে ডেকেছি এতক্ষণ কোথায় ছিলে গুলাল?

গুল। উজির সাহেবের মেয়ে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ঐ পাগলের কথা হচ্ছিল?

শিরী। কি কথা হচ্ছিল? কি কথা হচ্ছিল গুলাল?

গুল। উটী একটী অদ্ভুত পাগল! উজির সাহেবের সাধ্য

ছিল না, ওকে এখানে আনতে। কেবল একটীমাত্র কারণেই ও এখানে এসেছে।

শিরী। কি কারণ?

গুল। ও মানুষটীও যেমন অদ্ভুত! ওর কারণটীও তেমনি অদ্ভুত।

শিরী। কি রকম।

গুল। ও পাথর কেটে একটী মানস-প্রতিমা নির্ম্মাণ কোরেছিল, সেটী ঠিক আপনার মত।

শিরী। সেকি! সেকি! সত্যি নাকি? আমার মূর্ত্তি কোথায় পেলে?

গুল। তার মানস-প্রতিমা কল্পনার পুতুল। তাকে নিয়েই পাগল হোয়েছিল। কিসে তার প্রাণ দেবে কেবল এই চেষ্টাই কোচ্ছিল। এমন সময় উজির সাহেব গিয়ে তাই দেখে বোলেছিলেন, এর জীবন্তমূর্ত্তি তোমায় দেখাবো। আর কোথা আছে, পাগল সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোরে ছুটে এসেছে।

শিরী। বল কি গুলাল? এ যে দৈব ঘটনা। আমি যে সর্ব্বস্ব দিয়ে প্রতিদান কোর্ত্তে পার্ব্বো না।

গুল। আমি শুনে পর্য্যন্ত ওই ভাবনাই ভাবছি। কঠিন পথ থেকে যদিও আপনাকে ফেরাতে চেষ্টা কোর্ব্ব মনে কোরেছিলেম, কিন্তু এ কথা শুনলে যে আপনাকে ফেরানো অসাধ্য, আর আপনার ফেরাও অসাধ্য, তা তখনি মনে হোয়েছিল।

শিরী। এখন কি হবে গুলাল?

গুল। সাপের মাথার মণি আপনি, যে নিতে আসিবে, সে

তো কামড়ে সারা হবেই, মণিটীও যে চূর্ণ বিচূর্ণ না হবে, তাই বা কে বোল্‌তে পারে।

শিরী। ও ভয়েতে তো আর প্রাণ কাঁপে না গুলাল! এখন প্রেমের বলে আমি বলীয়ান। আমাতে যা ছিল না, তা পূর্ণমাত্রায় এসেছে। যে ভালবাসার কথা শুন্‌লে আমার প্রাণ কেঁপে উঠতো, সেই ভালবাসা পাবার জন্য আমি লালায়িত! আগে যে টুকু সন্দেহ ছিল, আজকের কথায় সে সন্দেহ একেবারে সেরে গেছে। এখন ঠিক বুঝতে পাচ্ছি, ভগবান আমার জন্য তাঁকে আর তাঁর জন্য আমাকে সৃষ্টি কোরে পাঠিয়েছেন।

গুল। ঠাকরুণ ধীরে, একটু ধীরে কথা কোন্, জানেন, আপনি কার রাজ্যে, কার আশ্রয়ে রোয়েছেন?

শিরী। জানি, খুব জানি। তিনি রাজ-রাজেশ্বর! কিন্তু গুলাল। প্রাণেশ্বর নন।

গুল। কিন্তু আপনি যে তাঁকে বাকদান করেছেন।

শিরী। যদি হয় তো সে বাহ্যিক পরিণয়, আন্তরিক নয়।

গুল। কিসে নয়?

শিরী। তাতে কেবল দেহের সম্বন্ধ বুঝতে পারি। কামের দুর্গন্ধে সে পরিণয় কলুষিত হবে। আর এতে কেবল প্রেমের সম্বন্ধ, এ আত্মার মিলনের সুবাস, পবিত্র। এ মিলনে সুধুই আলো, ছায়ার চিহ্ন মাত্র নাই; এ মিলনে স্বর্গ সুখ, নরকের নামগন্ধ নাই।

গুল। এখন কি কোর্ত্তে চান?

শিরী। এখন তাঁকে পেতে চাই। এর জন্যে সাগর পেরোতে হয় পেরোবো, পাহাড় ডিঙ্গুতে হয় ডিঙ্গুবো!

গুল। দেশ ছেড়ে পালাতে চান'নাকি ?

শিরী। সহজে তো কোর্ত্তে চাই না। কিন্তু কিছুতে যদি না হয়, তাহোলে কি কোর্ব্ব গুলাল—তুমিই আমায় বোলে দাও।

গুল। আমি আর কি ছাই বোলবো? এখন ভাব, আপনাকে যদি না দেখতেম,না ভালবাসতেম, তাহোলে আমাকে আপনার যাতনার ভাগী হোতে হোত না? সুধু তাই নয়-এ কথা প্রকাশ হোলে আপনি তো জনমের মত যাবেন, আমাকেও আপনার সঙ্গী হোতে হবে।

শিরী। তবে কি তুমি আমায় এ সময়ে ত্যাগ কোর্ব্বে গুলাল ?

গুল। ত্যাগ কোর্ত্তে পাল্লে তো বাঁচতুম বেগম সাহেবা! কিন্তু তা পাচ্ছি কই ? আপনি যখন ভাসতে বোসেছেন, তখন আমিও ভাসবো। তবে কি না এ বেগ সম্বরণ কোর্ত্তে পাল্লে, আপনার ভাল হতো!

শিরী। তা পার্ব্বো না, তা হবে না।

গুল। না হয়, আসুন উভয়েই মরি।

গীত।

তোমায় একেলা যাইতে দিব না।
মরিবার হয় উভযে মরিব, একাকী রহিব না॥
এক ডোরে বাঁধা আছি দুজনায়,
প্রাণে প্রাণে মি ‍ৃ মমতা মাখায,
ও প্রাণ যাইলে এ প্রাণও যাইবে, বাঁধুনি টুটিবে না।

শিরী। এখন উপায় কি ঠাওরাচ্ছ গুলাল ?

গুল। সে পরামর্শ এখানে হয় না বেগমসাহেবা ! এখন সে সময়ও নয় ; চলুন—ভেতরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(অন্য পার্শ্ব হইতে মহবুবের প্রবেশ।)

মহ। (স্বগত) দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন, পার প্যাগম্বরেও কোরে থাকেন, বাদসা উজীরেও কোরে থাকেন,—আমরা ক্ষুদ্দুর ভদ্দর মানুষ, আমরাই বা কেন না করি ? কোল্লে কোন দোষ নেই, না কোল্লে বরং গুনা আছে। এ গুণাগারি কেন কোর্ব্ব ? মা-জীর মৎলব মত সে লোকটাকে শিখিয়ে দিয়েছি যে, পরি ঘরে ঢোক্‌বার আগে সে যেন মট্‌কার ওপর বোসে থাকে ; আমি যেমন ঘরে ঢুকতে যাব', আমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে পালিয়ে যাবে। আমি অমনি কালা হোয়ে যাব, খোঁড়াও হোয়ে যাব। ফর্‌হাদের বিরুদ্ধে বাদ্‌শার যে সমস্ত কথা হয়, সেই সব শুনে মা-জীকে খবর দেবো, -এতে বেগম সাহেবারও উপকার হবে, পরি বেটীও জব্দ হবে। যা থাকে কপালে, চেপে তো ধরি। (দ্বারে করাঘাত করিতে করিতে) পরিজান ! পরিজান ! ও আমার জান পরিজান ! ও আমার কোল্‌জের আধখান লবেজান পরিজান ! মর্‌ মর্‌ ! যেন ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হোয়ে গেছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে ডানাকাটা পরি ? ও পরিজান !

(কুটীরমধ্য হইতে) পরিজান। ও হতভাগা মিন্সে ! ওরে সাত খাঁটা নোটো—আমার দরজায় কেন ?

মহ। খিদের জ্বালায় পরিজান্‌ ! খিদের জ্বালায় !

(কুটীরমধ্য হইতে) পরিজ্ঞান। পরে ছাই পাঁশ আছে তাই খাবি ?

মহ। তাই খাবো। তুই দরজা খোল্। ছাই পাঁশ আছে কি আর কিছু আছে, একবার দেখতে চাই। এদ্দিন তুই সন্দেহ কোরে এসেছিস, আজ আমার একটু সন্দেহ হোয়েছে. দরজা খোল্।

পরি। (দ্বার খুলিতে খুলিতে) আমায় যে সন্দেহ করে, এই মেয়ে নাতিতে তার মুখ ভেঙ্গে দি। (পরিজ্ঞানের আগমন)

মহ। তবে আছিস ভাল পরিজ্ঞান ? ও বাবা উনি আবার কে ? তবে বড় মজায় ছিলি যে ?

(ছদ্মবেশীর বহির্দ্দেশে আগমন ও পলায়নের চেষ্টা)

পরি। ও বাবা---এ কে ?

মহ। ওরে ব্যাটা পালাচ্ছিস যে ? (ধরিতে অগ্রসর)

ছদ্ম। ছুঁস্নিঁ ছুঁসনিঁ— আমি অঁপদেব্তা।

মহ। অপদেব্তা ? ওবেটা অপদেব্তা, তুমি আমার ঘরে কেন বাবা ? লাঠির চোটে ভুত পালায় তাতো জানো ?

পরি। মারো, মারো, ও বেটা চোর।

ছদ্ম। থাম্ বেটী ছিনাল। এখন চোরই তো বোলবি ? আজ ছমাস ধোরে আসছি, এখন ধরা পোড়েছিস বোলে, আমি হলুম চোর ? কত সাধ্যি সাধনা কোরে পায়ে ধোরে এনেছিলি, তা বুঝি মনে নেই ?

মহ। ও বাবা. এর ভেতর এত ?

পরি। ওমা ! এ ব্যাটা কি বলে গা ?

ছদ্ম। বল্বে না তো কি রেয়াৎ কোর্ব্বে ? এখন তোরা চুলোচুলি কোরে মর্, এই.দেখ, মদ্দারাম পগার পার হোলি ?

মহ। যাবি কোথারে ব্যাটা? তোকে বাদশার হুজুরে হাজির কোরে তবে ছাড়বো। (হস্তধারণোপক্রম)

ছদ্ম। ধরিস্‌নি বল্‌ছি। ফের্? তবেরে বেটা পাজি!

(ভীষণ হুহুঙ্কার শব্দ করণ ও পদাঘাতে মহ্‌বুবকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন)

মহ। ওরে বাবারে মেরে ফেল্লেরে—কে আছিস্ রে!

(বাঁদীগণের প্রবেশ।)

১ম বাঁ। আহাহা একেবারে অজ্ঞান হোয়ে গেছে। ছি ছি ছি পরিজান! তোর সামনে মাল্লে আর তুই দাঁড়িয়ে দেখ্‌লি? তুই বারণ কোল্লেই তো শুন্‌তো?

পরি। শুন্‌তো? সেকি আমার বাবা খুড়ো নাকি?

১ম-বাঁ। সে তোর কে, তা আমরা পাশ থেকে সব শুনিছি। এখন চ, সবাই ধরাধরি কোরে একে ঘরের ভেতর নে যাই চ।

(ধরাধরির উদ্যোগ ও পটক্ষেপন।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

বাদ্‌শাহের বহিকক্ষ।

(চিন্তিত ভাবে খস্‌রুসাহের প্রবেশ)

খস্‌। (স্বগত) আমায় অসহ্য সহ্য করাচ্ছে। বাহিরের বাদশা আমি, কিন্তু অন্দরের কি? গোলামের গোলাম নই কি? কত লোকের কত রহস্য ভেদ কচ্চি; আর এই একটা রমণীর

রহস্য ভেদে সমর্থ হচ্চি না? কতদিন কত আনন্দ প্রকাশ কোল্লে! ভাবে বুঝ্‌লেম, এইবার আপনার নিধিটীকে আপন আয়ত্তে আন্‌তে পার্ব্বো। কিন্তু হঠাৎ আবার একি পরিবর্ত্তন হলো? কোন কারণ নেই, কিছু নেই; অকস্মাৎ আবার সময় নিলে কেন? কে জানে? কত কথা মনে হয়! মনে হয়, ও ইতি-পূর্ব্বে হয়তো আর কারুকেও আত্মসমর্পন কোরে থাকবে; মনে হয়, হয়তো আমাকে পছন্দ করে না; মনে হয়, আরো কত কি?

(খঞ্জ মহবুবকে লইয়া হামজাদের প্রবেশ)।

এ কি?

হাম্। এ এক কাহিনী, জাঁহাপনা!

খস্। কি কাহিনী?

হাম্। কাহিনী আর কি নিয়ে হয় বলুন? কাহিনী সেই স্ত্রীলোক ঘটিত। আমি বরাবর বোলে আস্‌ছি হুজুর, যে, যে পুরুষ স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তারমত নির্ব্বোধ, দুনিয়ায় নেই। আপনি রাগ কোর্ব্বেন না। আপনিও কতদিন ওই কথা নে আমার সঙ্গে তর্ক কোরেছেন।

খস্। তা কোরেছি! এখন কথাটা কি শুনি?

হাম্। কথাটা রোগীর মুখেই ব্যক্ত হোক্ জাঁহাপনা।

খস্। হ্যাঁরে, তোর কি হোয়েছে?

মহ্। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

খস্। তোর কি হোয়েছে?

মহ্। আজ্ঞে জাঁহাপনা—আমি যে (নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া, ইঙ্গিতে কালা হইয়াছে বুঝাইবার জন্য, বৃদ্ধাঙ্গুলী সঞ্চালন)।

হাম্ । হুজুর, কাহিনীর ওইটুকুইতো মজা ! এ বেটা কালা হোয়ে গেছে । (চিৎকার শব্দে) ওরে বেটা ! জাঁহাপনা তোকে জিজ্ঞাসা কোচ্ছেন, তোর কি হোয়েছে ?

মহ্ । আজ্ঞে জাঁহাপনা, আমার সর্ব্বনাশ হোয়েছে ।

(ক্রন্দন)

হাম্ । (স্বগত) বেস্ হোয়েছে, খুব হোয়েছে । বেটা যেমন অপরকে কাঁদাতে যাও, এখন তেমনি কেঁদে মর । (প্রকাশ্যে) (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে বেটা হতভাগা, কাঁদ্‌লে কি হবে ? কি হোয়েছে বল্ ।

মহ্ । আজ্ঞে তাই বল্‌ছি । সে দিন সন্ধ্যার সময় আমার ঘরে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ । অনেক ডাকাডাকির পর, পরিবার দরজা খুলে দিলে বটে, কিন্তু ভেতরে কিছুতেই যেতে দিলে না । আমি জোর জার কোরে ঢুক্‌তে যেতে, এক বেটা চোয়াড়ের মত কে, বেরিয়ে পালাবার উদ্যোগ করে । আমি জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে, বোল্লে আমি অপদেবতা ; আজ ছমাস ধোরে তোর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হোয়েছে । আমি বড্ড রেগে, যেমন বেটাকে ধোর্ত্তে গেছি, অমনি একটা হুঙ্কার ছেড়ে আমায় ফেলে দিয়ে পালালো । আমি অজ্ঞান হোয়ে পোড়লেম । জ্ঞান হোয়ে দেখি আমার কানে তালা লেগে গেছে, আমি একেবারে বদ্ধ কালা হোয়ে গেছি । আর এই দেখুন, ঠ্যাংটি একেবারে গেছে । জাঁহাপনা ! আমার বুক্ যে ফেটে যাচ্ছে হুজুর ! (ক্রন্দন)

খস্ । থাম্ থাম্ ! হামজাদ ! এসব সত্য নাকি ?

হাম্ । আজ্ঞে হুজুর ! আগে আমারও মিথ্যে বোধ হোয়েছিল । এর পরিবার ছুঁড়িকে জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে, সে বোল্লে, সব

মিছে; কিন্তু অন্য অন্য বাঁদীরা বোল্লে, সব ঠিক; তারা স্বচক্ষে সব দেখেছে।

খস্। আচ্ছা এর বিচার পরে করা যাবে। এখন আমি কি করি হাম্‌জাদ্?

হাম্। কি আর কোর্ব্বেন হুজুর? সময় যখন দিয়ে ফেলে-ছেন, তখন সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরে থাকতে হবে।

খস্। তাতো থাকবো। কিন্তু হঠাৎ এ সময় নেবার কারণ কি? নহর নির্ম্মাণের আগে, কয়েক দিন খুব আহ্লাদ আমোদ কোরেছে। ভালবাসার যে সমস্ত চিহ্ন, তার প্রায় কোন অভাবও দেখা যায় নি; সঙ্গিনী বাঁদীদের কাছে সংবাদ পাচ্ছিলেম, যে, নিজ মুখে বোলেছে, এইবার স্বামী সহবাসে প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তি হবে। তারপর, হঠাৎ এ বিরাগের কারণ কি হোল, বোলতে পার হাম্‌জাদ?

হাম্। কোন অপরাধ নেবেন্ না জাঁহাপনা! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছে হোচ্ছে।

খস্। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর।

হাম্। আচ্ছা, ওই যে বিরাগ ভাবের কথা বোল্লেন, সে ভাব্‌টা কবে থেকে লক্ষ্য কোরেছেন! সেই কারিকরটার সঙ্গে আর তাঁর সঙ্গে চার চক্ষু এক হ'বার পূর্ব্বে কি পরে?

খস্। পরে। অতি অল্পক্ষণ পরেই আমি দেখা কোরেছিলেম তাতো জানো; সেই সময়েই আমার কাছ থেকে সময় চেয়ে নিয়েছিল।

হাম্। তবেই তো! মনে যে কেমন একটা খট্‌কা জন্মালো জাঁহাপনা!

খস্‌। ছি! তাকি হোতে পারে?

হাম্‌। আজ্ঞে হুজুর খুব্‌ হোতে পারে! কামুকীরা—কামপিপাসা প্রায়ই ঘোলাজলে মেটায়।

খস্‌। সেটা বোধ হয়, নীচজাতিয়া স্ত্রীলোকেরা কোরে থাকে!

হাম্‌। আজ্ঞে জাঁহাপনা! যারা সে কার্য্য করে, তারা সকলেই এক শ্রেণীর। যিনি যত উঁচু, তিনি তত নিচুতেই পোড়ে মরেন।

খস্‌। আমার কিন্তু সহজে বিশ্বাস কোর্ত্তে ইচ্ছে হোচ্ছে না।

হাম্‌। অবশ্যই হোচ্ছে জাঁহাপনা! আপনি কেবল মনকে এখনও ধোম্‌কে রাখ্‌ছেন। ভাল, বিশ্বাস হোক্‌ আর না হোক্‌, সে বেটাকে এখানে আর রাখ্‌বার দরকার কি? তার কাজতো সারা হোয়ে গেছে, এখন সে যেখানকার মানুষ সেইখানে চোলে যাক্‌ না?

খস্‌। হ্যাঁ, একথা ঠিক! তার এখান থেকে চোলে যাওয়াই উচিত।

হাম্‌। এইতো চাচা সাহেব আসছেন, ওঁকে হুকুম দিয়ে দিন্‌না জাঁহাপনা।

খস্‌। তাই দিচ্ছি।

(কাম্‌রানের প্রবেশ।)

কাম্‌। (অভিবাদনান্তর) জাঁহাপনার মেজাজ ভাল!

খস্‌। না, মেজাজ ভাল নেই। উজির সাহেব! একটা কথা—

আজ্ঞে করুন জাঁহাপনা!

খস্। চীন দেশীয় ভাস্করটীর তো কার্য্য শেষ হোয়ে গেছে ; এখনও তাকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে না কেন ?

কাম্। আজ্ঞে জাঁহাপনা আমি বিদায় দেবার চেষ্টা কোরেছিলেম ; কিন্তু সে ব্যক্তি কিছুতেই যেতে চায় না।

হাম্। যেতে চায় না কি রকম চাচা সাহেব ?

কাম্। তার মেজাজের ঠিক নেই তাতো সকলে জানেন ; আমি তাকে যাওয়ার কথা বোল্লে, সে হাসতে লাগলো। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে, যাব বোলে কি এসেছি ? আমি আর কোথাও যাব না, এখানে আমার শেকড় বোসে গেছে। এই কথা বলে আর হাসে, বলে আর হাসে।

হাম্। (জনান্তিকে) ওই শুনুন্ জাঁহাপনা ; কথাটা তলিয়ে বুঝুন ! বেটা নিশ্চয় মোরেছে,—মোরেওছে, মেরেওছে।

খস্। ওসব আব্‌দার ভাল লাগেনা—তাকে যাওয়ান' চাই।

কাম্। সে যে সহজে যায়, এমন তো বোধ হয় না !

খস্। না হয় জোর কোরে যাওয়াও।

কাম্। আবার ফিরে আস্‌তে পারে।

খস্। তা'হলে একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও।

কাম্। ছিছি জাঁহাপনা, তাকি হয় ? মহা কলঙ্ক হবে। আর এতটা করবার প্রয়োজন কি, তাতো বুঝতে পাচ্ছিনা।

খস্। অবশ্য প্রয়োজন আছে। এ রাজ্য থেকে তার যাওয়া চাই।

কাম্। আচ্ছা, এক কাজ কোল্লে তো হয় ? কোন কার্য্যের অছিলায় তাকে কোন দূরদেশে পাঠালে হয় তো ?

খস্। তা হোলেও আবার তো ফিরে আস্‌বে।

হাম্‌। জাঁহাপনা! চাচা সাহেবের কথাই ঠিক। যাতে আর না ফিরতে হয়, এমন কাজও ঢের আছে। সেই রকম একটা কাম্বেই ওকে পাঠান যাক্‌। তাতে সাপও মোর্‌বে, লাঠিও ভাঙ্গবে না।

খস্‌। কি এমন কাজ?

হাম্‌। সে আমি ঠিক কোচ্ছি। আপনি তাকে আনান্‌!

কাম্‌। সে বহির্দ্দেশে আছে। তাকে আমি সঙ্গে কোরে এনেছি। বোলেছি যদি এখানে থাকতে চাও, তা হোলে বাদশার হুকুম নিতে হবে; তাই এসেছে।

খস্‌। ভাল তাকে সঙ্গে কোরে আনো।

(কাম্‌রানের প্রস্থান।)

হাম্‌।" ঠিক ঠাওরেছি জাঁহাপনা! যে কাজের ভার দেবো সে কাজ, সে বেটা এজন্মে তো শেষ কোর্ত্তে পার্ব্বেইনা আরও পাঁচ সাত জন্ম ঘুরে এলেও পারে কিনা সন্দেহ।

খস্‌। কি কাজ – কি কাজ হামজাদ্‌?

হাম্‌। কাজ বড় সঙ্গীন! হুকুম দেবেন—রাজ্যের পশ্চিম দিকে যে পাহাড়টা আছে, সেটাকে কেটে সমভূমি কোর্ত্তে হবে। কেমন জাঁহাপনা! কেমন কাজ?

খস্‌। সে কি সম্মত হবে?

হাম্‌। সম্মত না হোলেই তো হয়; দূর কোরে দেবার সুবিধা হবে। কিন্তু পাগ্‌লা বেটা সম্মত হবেই, এ আমি বোলে রাখলেম।

খস্‌। বেস! তা হোলে কণ্টকটা সহজে দূর হবে; আর

তুমি যা বোল্‌ছিলে যদি তাই হয়, তাহোলে চক্ষের আড়ালে গেলে বোধ হয় ভুলেও যেতে পারে।

হাম্‌। তা নিশ্চয়ই পার্ব্বে জাঁহাপনা! কেবল চোখের নেসা বইতো নয়। এই যে পাগলা বেটা ধেই ধেই কোর্ত্তে কোর্ত্তে আস্‌ছে।

খস্‌। আমি এত দিন তত ভাল কোরে দেখিনি। কিন্তু দেখ হাম্‌জাদ দেখ, লোকটার কি অপরূপ রূপ! যেন ছাই ঢাকা আগুন।

(কামরানের সহিত ফর্‌হাদের প্রবেশ।)

ফর্‌। (অভিবাদনান্তর) বাদ্‌শা! আমি এসেছি।

খস্‌। বেস্ কোরেছ! কেমন আছ?

ফর্‌। ভাল আছি! আপনার চেয়েও ভাল আছি। আগে অনেক ভাবনা ভেবেছি; ভেবে ভেবে পাগল হোয়ে গেছি; এখন আর কিছুই ভাবি না—কিছুই ভাবিনা—কিছুই ভাবিনা? ভাবনার ভার সব আপনাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নির্ভাবনায় বেড়ে মজায় আছি বাদ্‌শা! পারেন তো আমার সাথী হোন্‌।

খস। তাই হবো।

ফর্‌। বেস্—বেস্—বেস্। তবে একটা কথা আছে বাদ্‌শা। এই যে, বৃদ্ধ আমায় বড় থতমত খাইয়ে দেয়। বলে, যেতে হবে। আরে মোলো, আমি যাবো কোথা? আমার পৃথিবী তো একটু খানি—একটু খানি—একটুখানি। এই একটু-খানিতেই ঘুরি ফিরি, নাচি কুঁদি, মানস-প্রতিমার জ্যান্ত মূর্ত্তি রোজ দেখি, রোজ দেখি, রোজ দেখি। হা হা হা হা! দেখি আর মনে করি, আমি বাদ্‌শা না আর কেউ বাদ্‌শা আছে।

হাম্। (জনান্তিকে) ঐ শুনুন! আজ পাগ্‌লার আদৎ কথা বেরিয়ে পোড়েছে।

খস্। আচ্ছা তোমার কোন কাজ কোর্ত্তে ইচ্ছে হয় না।

৫ ফর্। সে কি বাদ্‌শা? কাজ কোর্ত্তে ইচ্ছে হয় না? কাজ না কোল্লে ওস্তাদের নাম রাখবো কেমন কোরে? কাজ না কোল্লে ওই আকাশ থেকে ওস্তাদ যখন আগুনের হল্‌কা ছুঁড়ে মার্ব্বেন, তখন কে পুড়ে মোর্ব্বে? আপ্‌নি, না আমি? না বাদশা—আমি উল্কাপাতের ঘাও খাব না কাজ কোর্ত্তেও ছাড়বো না। বুঝলেন—বুঝলেন—কথাটা বুঝলেন?

খস। বুঝলেম! আচ্ছা কি রকম কাজ কোর্ত্তে তোমার ভাল লাগে?

ফর্। যে কাজ আর কেউ পারেনা সেই কাজ, বাদ্‌শা সেই কাজ? আমার ওস্তাদ বোল্‌তেন—

কাজ কোর্ব্বি শক্ত।
কাজের হোবি ভক্ত॥

খস্। আমার একটা শক্ত কাজ আছে কোর্ব্বে?

ফর্। ফরমাস করুন। খুব শক্ত না হোলে কিন্তু কোর্ব্ব না, তা কোর্ব্ব না—কিছুতেই কোর্ব্ব না। আপনার মত কুড়ের বাদ্‌শা হোয়ে—আলবোলার নলে মুখ লাগিয়ে ধোঁয়া ছাড়বো আর দেখবো—ধোঁয়া ছাড়বো আর দেখবো—ধোঁয়া ছাড়বো আর দেখবো!

খস্। খুব শক্ত কাজই দেবো। বলতো হামজাদ কাজটা কি?

ফর্। ও আবার কে বাদশা? ও আবার কি বোলবে?

আপনি ফর্মাস্ করুন, কাজে লেগে যাই। এবার কাজ সারা হোলেই কিন্তু ভাল রকম বকশিস্ চাই! সেবারকার চেয়েও বেশী চাই, বেশী চাই! ধন দৌলত চাই না, সেবারকার চেয়েও বেশী চাই—বেশী চাই—খুব বেশী চাই! খুব বেশী বেশী চাই! হা হা হা! বেশী বেশী চাই—বেশী বেশী চাই—বেশী বেশী চাই! (নৃত্য)

খস। আচ্ছা তাই হবে! কাজটা হোচ্ছে এই—আমার এই রাজ্যের পশ্চিম দিকে যে পাহাড়টা আছে সেটাতে বড় হাওয়া আটকায়—রাজ্য গরম হোয়ে যায়।

ফর্। হাঁ হাঁ যায় বটে—যায় বটে! আমি আসবার সময় দেখে এসেছি যায় বটে! তা কি কোর্ত্তে হবে? সেটীকে কেটে কুটে সমভূমি কোরে দিতে হবে নাকি?

খস্। তা হোলেই ভাল হয়!

ফর্। বেশ, এখনি চল্লুম! কেটে কুটে ফর্দা ফাঁক কোরে চোলে আস্‌বো! সুধু কাটবো না বাদশা; এক এক খানি পাথর কাটবো—আর এক একটী মূর্ত্তি বেরিয়ে পোড়বে! বেশ মজা—বেশ মজা—বেশ মজা!

[নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

খস্। আশ্চর্য্য! এ কি?

হাম। পাগল আর কি?

কাম্। পাগল বটে কিন্তু অদ্ভুত পাগল নয় কি? এখন আসি হুজুর! ওর সঙ্গে প্রহরী দিই গে।

[প্রস্থান।

খস্। চল -আমরাও একবার সহর বেড়িয়ে আসিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

মহ। কি সর্ব্বনাশ—যাই মাশুজির কাছে যাই।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

উদ্যান।

(গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে বুক ফুলাইয়া গম্ভীর ভাবে মহবুব ও পশ্চাতে যোড় হস্তে পরিজানের প্রবেশ।)

গীত।

পরি। আমায় রক্ষা কর, বাঁচাও তোমার পায় ধরি।

মহ। তুই—যা যা, যা যা যা, যাঃ।

পরি। আমার ঘাট হোয়েছে বাঁচাও তোমায় গড় করি॥

মহ। তুই যা যা, যাযাযা, যাঃ।

পরি। আমায় খেদিয়ে দিও না,

কোন কসুর নিও না;

আমি এখন থেকে পূজবো তোমায় প্রাণ ভরি।

আমায় রক্ষা কর বাঁচাও তোমার পায়ে ধরি॥

মহ। তুই—সর্ সর্, সর্ সর্, সর্,

আমায় করিস্ নে আর ভর্;

তুই মাম্‌দো ভূতের ভুত্‌নী তোরে খুব ডরি।

তোর ঘর গিয়েছে, হোগে যা তুই পরঘরি॥

পরি। আর—ও সব বোলো না,
আমায় পায় দে দোলো না;
আর হবে না এবার তরাও, যাই তরি।
আমায় রক্ষা কর, বাঁচাও, তোমার পায় ধরি ॥

মহ। পায়ে ধরা কি মুখে হয়? পা ধর্।

পরি। এই ধর্‌ছি। (পদ ধারণ)

মহ। উঠিস্ নি, ধোরে বোসে থাক্। আগে দাঁড়া, বাজিয়ে নি, বুঝে নি; তবেতো? নইলে বাদশার হুকুম জানিসতো?

পরি। খুব জানি! সেই ভয়েই তো মোরে যাচ্চি, আমায় এ যাত্রা রক্ষা কর।

মহ। গলা ছেড়ে বল্—জানিস্ না নাকি—তোর সেই খেটা, কানে তালা লাগিয়ে দে গেছে।

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) আমায় এ যা রক্ষা কর।

মহ। আচ্ছা—বল্ আমায় আর কোন সন্দেহ করবি নি?

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) না।

মহ। আমি যা বলবো—ঘাড় হেঁট কোরে শুনবি?

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) শুনবো।

মহ। মুখখানা তোলো হাঁড়ি কোরে থাকবি নি?

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) না।

মহ। আমায় দেখলেই হাসবি, আদর কোর্ব্বি?

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) কোর্ব্বো।

মহ। নানা রকমের তর্‌কারি রেঁধে খাওয়াবি?

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) খাওয়াব।

মহ। খুব সকাল সকাল খাওয়াবি?

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) হ্যাঁ।

মহ। আমি রাগ্‌লে ভয়ে জড় সড় হোবি ?

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) হবো।

মহ। দু' চার ঘা বসিয়ে দিলেও কথা কইবি নি ?

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) না।

মহ। আচ্ছা আর এক কথা। আগে যে সব বদ্‌মাইসি কোরে এসেছিস্‌, তার জন্যে কি শাস্তি ভোগ কোর্ব্বি ?

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) যা কোর্ত্তে বোল্‌বে, তাই কোর্ব্ব।

মহ। ভাল, কি কোর্ত্তে হবে শোন্‌। রোজ সকালে উঠে গালে মুখে চড়াবি ; সন্ধ্যে বেলায় আমায় তিনটে কোরে দণ্ডবৎ কোর্ব্বি গলায় কাপড় দিয়ে—এই এম্‌নি কোরে।

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) তাই।

মহ। দাঁড়া, আরো আছে। আর রোজ রাত্তিরে বিছানায় শোবার সময় কি কোর্ত্তে হবে জানিস্‌ ? আমার এই দু'খানি ঠ্যাং আচ্ছা কোরে দাবিয়ে দিবি।

পরি। (উচ্চৈঃস্বরে) তা দেবো।

মহ। বাস্‌ ! এসব বাদশার হুকুম, তামিল না কোল্লে একেবারে জাহান্নমে যাবি। এখন যা, মুচলেখা লিখে এবাত্রা খালাস্‌ পেলি ; যা এখন নিজের কাজে যা।

(পরিজানের প্রস্থান)

মহ। (স্বগত) যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হোয়েছে। মা-জীব বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। অমন রায় বাঘিনীকে একেবারে বেরাল ছানা বানিয়ে দিয়েছেন।

(গুলবাহারের প্রবেশ)

গুল। কিরে মহবুব ! কি খবর ?

মহ। পরিটা একেবারে ঢিট্ হোয়ে গেছে মা-জী !

গুল। তাতো হবেই। এখন ওদিককার কিছু নূতন খবর আছে ?

মহ। খুব আছে মা-জী, খুব আছে। আপনার কথায় কালা সেজে ঠিক্ কাজ কোরেছি। জাঁহাপনাদের সব পরামর্শ শুনিছি।

গুল। কি শুন্‌লি ?

মহ। চীনে শিল্পীকে দেশান্তরী করা হলো।

গুল। কি রকম ?

মহ। প্রথমে বেগমসাহেবার ওপর ভাসা ভাসা সন্দেহ, তারপর বিদেয়ের পরামর্শ। উজির সাহেব এসে বোল্লেন, সে কিছুতেই দেশে ফিরে যেতে চায় না, তখন তাকে ডাকিয়ে হুকুম দেওয়া হোল,—রাজ্যের পশ্চিম দিকে যে পাহাড় আছে, সেইটে কেটে সমভূম কোর্ত্তে হবে। সে স্বচ্ছন্দে স্বীকার কোল্লে; আজই চোলে যাবে। আপনার মিশ্রা সাহেব বোল্লেন, বেটাকে এজন্মে সে কাজ সেরে আর ফিরে আসতে হবে না। বেগম সাহেবার চক্ষে না পোড়লে তিনিও ভুলে যাবেন। এই সব শেষ হোলে, জাঁহাপনা আর মিশ্রা সাহেব সহর প্রদক্ষিণ কোর্ত্তে গেলেন। আমিও আপনাকে খবর দিতে এলুম।

গুল। বটে ? (ক্ষণপরে) আচ্ছা তুই এক কাজ কর দেখি ! আমার নাম কোরে চুপি চুপি সেই চিনে শিল্পীকে একবার এখানে ডেকে আন্ দেখি

মহ। যে আজ্ঞে, এখনই আন্ছি।

[প্রস্থান।

গুল। (স্বগত) যে রকম ব্যাপারটী দাঁড়িয়েছে, এতে একটা খুনোখুনি না হোয়ে যে যায়, এমন তো বোধ হয় না। বেগম সাহেবার মনের গতি ফের্বার নয়! প্রেমের আগুনে পুড়ে ছাই হবে, তবু প্রাণ ধোরে এ পথ থেকে পেছিয়ে আসবে না। আজকাল তো ঠিক পাগলীর ভাব। দেখে দুঃখও হয়, রাগও হয়। কি কোর্ব্ব? ভালবাসার ফাঁদে পোড়ে আমার এগুবারও যো নাই—পেছুবারও যো নাই। ভগবান অদৃষ্টে কি লিখেছেন, তা তিনিই জানেন।

(গান করিতে করিতে শিরীর প্রবেশ।)

গীত।

আমি হারায়ে ফেলেছি আমারে।
কোথা গেছি কোথা আছি সুধাবো কারে॥
নিজে খুঁজে দেখিবারে, চাই,
দেখি, আমি আমাতে তো নাই;
বুঝিয়াছি, চুরি গেছি, চোরা ব্যাপারে;—
বুঝি না কেমনে পাব—আমি চোরারে॥

গুল। বেগম সাহেবা! চোরে কোন জিনিষ চুরি কোল্লে, কোতোয়ালিতে খবর দিলে—সে জিনিষও পাওয়া যায়, চোরও ধরা পড়ে। কিন্তু চোরের হাতে নিজে তুলে দিলে কি আর সে জিনিষ পাওয়া যায়?

শিরী। সাধ কোরে কি কেউ চোরের হাতে জিনিষ তুলে দেয়, গুলাল ?

গুল। আপনি তো তাই দিয়েছেন।

শিরী। সাধ কোরে দিই নি, আমার হাত মুচড়ে কেড়ে নিয়েছে।

গুল। তা যাই হোক—এখন বাদশার মনে যে একটু সন্দেহ হয়েছে, তা শুনেছেন।

শিরী। শুনি আর না শুনি, সন্দেহ যে হবে তাতো জানি।

গুল। অন্য পুরুষ হোলে, এতক্ষণ আপনার কি তার চিহ্ন মাত্রও থাকতো না। বাদশা বড়ই বিচক্ষণ, বড়ই দয়ালু আর আপনাকে বড়ই ভাল বেসেছেন বোলে, যাতে দুদিক বজায় হয় তাই কোরে ন।

শিরী। কি কোরেছেন।

গুল। যাতে দুজনের না দেখা হয়, তারিই উপায় কোরেছেন। ভেবেছেন—দেখা শুনা না থাকলে দুজনেই দুজনকে ভুলে যেতে পারেন। তাই ফর্‌হাদকে রাজ্যের পশ্চিমদিকের পাহাড়টা কেটে সমভূম কোর্ত্তে হুকুম দিয়েছেন। এ জন্মে সে কাজ শেষও হবে না, সেও আর ফিরে আসতে পার্ব্বে না।

শিরী। বটে ? আচ্ছা তাই হোক! কিন্তু গুলাল! যে যাই করুন, প্রেমের গতি কেউ রোধ কোর্ত্তে পার্ব্বে না।

গুল। পালাবেন ? —বাদশার কি লোকের অভাব, আপনাকে ফিরিয়ে আনতে পার্ব্বেন না ?

শিরী। তা পার্ব্বেন—কিন্তু জীয়ন্তে নয়।

গুল। তা যা হয় কোর্ব্বেন। এখন ফরহাদের সঙ্গে তাঁর যাবার আগে একবার দেখা কোর্ত্তে ইচ্ছে হয় কি।

শিরী। ইচ্ছে হয় কি, এ কথা তুমি আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছো গুলাল! যাঁকে দেখতে পেলে স্বর্গ হাতে পাই, তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হবে না কেন? কোন উপায় আছে কি?

গুল্‌। আমি তাকে লুকিয়ে আন্‌তে লোক পাঠিয়েছি, বোধ হয় এলো বোলে।

শীরি। আহা গুলাল! তোমার ঋণ এজন্মে শুধ্‌তে পার্ব্বো না, তুমি স্বর্গের হুরি।

গুল্‌। স্বর্গের হুরি কি- নরকের কীট, তা আমি বুঝি না। তবে আপনার জন্যে প্রাণ দিতে হয় দেবো, এইমাত্র জানি। এই যে আপনার পাগল আসছে।

শীরি। তাইতো কি করি?

(মহ্‌বুবের সহিত ফর্‌হাদের প্রবেশ)

গুল্‌। মহ্‌বুব্‌ বাগানের দরজায় থাক্‌গে; কারুকে আসতে দেখ্‌লিই সঙ্কেত কোর্ব্বি!

মহ্‌। যে আজ্ঞে মা-জী!

[প্রস্থান।

গুল্‌। শিল্পী সাহেব! তুমি নাকি যাচ্ছ?

ফর্‌। কোথায় যাব? আমার কে আছে? কারকাছে যাব? আমার সর্ব্বস্ব এখানে—আমি কি যাই?

গুল্‌। তবে যে শুনলেম, তুমি কোন্‌ পাহাড় কেটে সমভূমি কোর্ত্তে যাচ্ছ?

ফর্‌। সে তো আসবো বোলে যাচ্ছি! এসে থাক্‌বো বোলে

যাচ্ছি! থেকে—আনন্দ পাবো বোল্লে যাচ্ছি! নইলে কি আমি যাই? আমি সে-বান্দা নই, সে বান্দা নই—জানেন্, আমি সে বান্দা নই!

গুল্। অত বড় পাহাড় কেটে সমভূমি কোর্ত্তে হোলে, কি আর এজন্মে ফিরে আসতে পার্ব্বে?

ফর্। হাহা হা! হাসির কথা। ওস্তাদের আশীর্ব্বাদে ও কাজ তো ফুঁয়ে উড়ে যাবে। আমার ওস্তাদ চীনের পাঁচিল বানিয়েছিল; কদিনে জানেন? তিন হপ্তায়! স্বর্গ থেকে হুরিরা এসে ফুলের মালা পরিয়ে দে গেছ্লো! সেই ওস্তাদের সাগ্রেদ্ আমি; ও এক্ আদটা পাহাড় কাটা কি আমরা কাজের মধ্যে গণ্য করি! যাবো দেখ্বো—মেপে নেবো—কেটে টুক্রো টুক্রো কোরে সাফাই কোরে চোলে আসবো।

গুল। যদি বিলম্ব হয়, তা হোলে কি হবে জানো!

ফর্। তা আর জানি না! হা হতাশ হবে, দীর্ঘশ্বাস পোড়বে, চক্ষে শত-ধারা বইবে। অবশেষে বুক ফেটে চৌচাক্লা হোয়ে যাবে।

গুল। সেটা উভয়তঃ তা বুঝতে পাচ্ছ!

ফর্। খুব পাচ্ছি খুব পাচ্ছি—খুব পাচ্ছি! পাচ্ছি কি না পাচ্ছি—দেখবেন! দেখবেন! এই বুক চিরে দেখাবো দেখবেন!

গুল। না, তা আর দেখাতে হবে না—বুঝলেই হলো।

ফর্। তাতো হলো! কিন্তু এ বোঝা, যে সে বোঝা নয়! ওপরে ওপরে নয়—ভেতরে ভেতরে। বাহিরে বাহিরে নয়—অন্তরে অন্তরে। এ বোধ হাড়ে হাড়ে, শিরায় শিরায়, শোণিত মজ্জায় জড়িত; এই বোধ যে দিন হোয়েছে, সেইদিন

হোতে আমি পাগল ! আমার মানস-প্রতিমা—আমার মাথার মণি ! আমি পেয়ে চেয়েছি ; চেয়ে পাইনি ! আমার চাওয়ার ফল পাওয়া নয় —আমার পাওয়ার ফল চাওয়া। এজন্মের বোঝা-বুঝি নয়। এ চেনা চিনি আগেকার।

গীত।

আমি—আপনার মনে, আপনা হারায়ে,
ছিনু দূরে একপাশে সরিয়ে ;
কেহ—জানিত না, কেহ চিনিত না,
কেহ—সুধা ত না কথা কহিয়ে ॥
কত - আসিত যাইত, রাহী শত শত,
কহিত যে যার কথা কত মত ;
শ্রবণে আমার নাহি পরশিত ;
প্রাণে—তার্ না উঠিত বাজিয়ে।
শেষে—একদিন শুনি, পরিচিত বাণী,
আমি চমকি উঠিনু চাহিয়ে ॥

গুল্। তার পর ?

ফর্। তার পর ? তার পর ? তার পর এই জীবন মরণের সমস্যা—এক সুতোয় বাধা বাধি। টানে টান্ পড়ে—টান্লেই টানে টান্ পড়ে।

গুল। ভাল, তবে এখন এস ! দেখো, যেন সুতো ছিঁড়ে ফেলোনা ?

ফর্। জীবনে তো নয়ই—মরণেও নয়—মরণেও নয় বুঝলেন মরণেও নয়। আসি তবে।

[প্রস্থান।

শিরী। গুলাল, ইনি মানুষ নন্ দেবতা।

গুল। তা ঠিক, কথা অদ্ভুত, কার্য্য অদ্ভুত, এত কোমল, এত কু যে সম্ভবে না।

শিরী। অঙ্গ প্রতঙ্গ হৃদয় মন সমস্তই পবিত্র প্রেমে গঠিত*। এঁর চেয়ে যে আর ভাল বাসবার সামগ্রী থাকতে পারে, এ তো আমার বোধ হয় না। সর্ব্বস্ব অর্পণ কোল্লেও যেন এঁর উপযুক্ত হয় না; যেন কিছু বাকি থেকে যায়; আরো কিছু থাকলে যেন তাও দিয়ে কৃতার্থ হওয়া যায়।

গুল্। তাতো সব বুঝি—কিন্তু মধ্যে যে ওই বিষম বাধা—বাদ্শা—বাকদত্তা হবার আগে দেখা হলে যা হোতো, এখন তা হওয়া ত' বড় সহজ নয়।

শিরী। খুব্ সহজ। ওঁর প্রণয়িনী হবার জন্য আমি দশবার মরণের পথে যেতে পারি, ভয় কি গুলাল। এ প্রেম মোলেও টুট্বার নয়—তাতো বুঝতে পাচ্ছ, আমি মোরেও যদি পাই তাতেও আমি সুখী।

(গান করিতে বাদীগণের প্রবেশ।)

গীত।

আজ—তরুতে লতিকা বেড়িল।
তায়—ফেটে উঠে ফুল কলি ফুটে উঠিল॥
দেখে আঁখি মজিল।
মন প্রাণ মোহিল;
বায়ু— সুবাস হরিয়ে বিলাইতে ছুটিল,
যত—ভোমরা আসিয়া মধু লোভে জুটিল॥

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

-

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

বেগম মহলের দরদালান। (উপস্থিত—শিরী।)

(গান করিতে করিতে বাঁদীগণের প্রবেশ।)

গীত।

এনেছি গজ-মুকুতার হার,
এ হার বাদশার উপহার।
এই ধরো ধরো হার গলে পরো, হোক্ বাহার চমৎকার॥
বড় মিষ্ট মধুর কোমল কিরণ এর,
চক্ষু জুড়ায় চাইলে, ফিরে চাইতে হয় না ফের;
এ যার বুকে দোলে তায় বুকে তুলে কেউ—
নামাতে চায় না আর॥

শিরী। হার চাই না- হার পোরবো না।

১ম বাঁ। সে কি বেগমসাহেবা—হার পোরবেন্ না কি? বাদশা পাঠিয়েছেন, না পোল্লে তিনি কি মনে কোর্ব্বেন?

শিরী। পরবার ইচ্ছে নাই—পোর্ব্ব না। বাদশাহ যা মনে কোর্ত্তে হয় কোর্ব্বেন?

১ম-বাঁ। তা কি হয়? তিনি আদর কোরে পাঠিয়েছেন, বিশেষ আজ সেই মাসের শেষ; আজ কোথায় আহ্লাদ আমোদের ঢেউ উঠবে; না আপনি প্রথম থেকেই সব উল্টে দেবার পথ কোচ্চেন।

শিরী। আমার ইচ্ছা। আমার যা ভাল বোধ হবে, আমি তাই কোর্ব্ব! কারো পরামর্শও চাই না, কারো উপদেশ নেবারও কোন আকাঙ্খা রাখি না।

১ম-বাঁ। তবে আমরা এখন কি কোর্ব্ব?

শিরী। যা ইচ্ছে হয় কর। যার হার তাকে ফিরিয়ে দিতে পার।

১ম-বাঁ। আমরা বাঁদী—আমাদের ইচ্ছাও নাই, অনিচ্ছাও নাই; হুকুম মত কাজ করাই আমাদের প্রথা! তবে বাদশাকেই এ হার ফিরিয়ে দিইগে।

শিরী। দিতে হয় দাও গে—আমি কিছু জানি না।

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

শিরী। (স্বগত) মাসের শেষ আমোদ আহ্লাদ! কার? আমার? আমার আমোদও নাই—আহ্লাদও নাই! মন স্থির কোরেছি, আর ভয় রাখি না। নিজের পথ নিজে নিজে বেছে নিয়েছি, কাঁটা খোঁচা লাগে লাগুক—কিছুতেই পেছোবো না!

(খসরুসাহের প্রবেশ।)

খস্। শিরী! কথা কি সত্য?

শিরী। কোন্ কথা?

খস্। বাঁদী যা বোলছে; এই হার প্রত্যাখ্যানের কথা?

শিরী। সত্য।

খস। আমি যে জিনিষ তোমায় সমাদর কোরে পোর্ত্তে পাঠালেম, অপমান কোরে সে জিনিষ ফিরিয়ে দিলে কেন?

শিরী। পরবার সাধ নাই।

খস। কেন নাই?

শিরী। এ কেন'র উত্তর দিতে পারি না।

খস। ভাল, একমাস শেষ হোয়ে গেছে—তা জানো?

শিরী। জানি।

খস। এখন তোমার কর্ত্তব্য কি, তা স্থির কোরেছ?

শিরী। স্থির করিনি—স্থির কোর্ব্বও না।

খস। কি কোর্ব্বে?

শিরী। কিছুই না। বাক্‌দত্তা হোয়ে পর্য্যন্ত যা কোর্ব্ব বোলে চেষ্টা কোরে আসছি, তাও কোর্ত্তে পার্ব্বো না।

খস। কি চেষ্টা কোরে আসছিলে?

শিরী। যাকে স্বামী বোলে গ্রহণ কোর্ব্ব—তাঁকে আত্ম-সমর্পণ! তাঁর অগাধ প্রেমের প্রতিদান! তাঁকে ভালবাসবার জন্য প্রাণপাত! এখন বুঝিছি সে সবই আমার নিষ্ফল প্রয়াস।

খস। এতে অপরাধ কার?

শিরী। অপরাধ আমার নসীবের।

খস। আমি কথার ছল শুন্‌তে আসিনি। লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমার যা প্রাপ্য তাই আমি চাই।

শিরী। আমি তা দিতে অপারগ।

খস। কথার কৌশল জাহান্নমে যাক্! আমি অনেক সহ্য কোরেছি! অসহ্য সহ্য কোরেছি! জ্বলন্ত বুকের আগুন চাপা দিয়ে রেখেছি। আর তা হবে না।

শিরী। কি হবে?

খস। বাক্‌দত্তা রমণীর এত স্পর্দ্ধার কারণ কি, তাই জানা হবে; কুলকামিনীর এ যথেচ্ছাচারিতা কি জন্য তাই বোঝা হবে; বাদশার অন্তঃপুরচারিণীর এত প্রগল্‌ভতা কেন, তাই

দেখা হবে। আর যা হবে, তা মুখে বলবার নয়; কার্য্যে দেখাবার।

শিরী। আমি স্পর্দ্ধা কি তা জানি না—যথেচ্ছাচার করি না, প্রগল্‌ভাও নই!

খস। তবে বাক্‌দত্তা রমণীর যা কর্ত্তব্য, তাতে পরাঙ্মুখ কেন? বিবাহের প্রতিজ্ঞাটা, পুতুল খেলা করা নয়।

শিরী। এ বিবাহের প্রতিজ্ঞা তাই। এতে প্রাণের সম্বন্ধ ছিল না।

খস। যা ছিল না—তা হোতে পারে?

শিরী। যা হোতে পারে, তা হোয়েছে।

খস। কৈ? কোথায়?

শিরী। যেথায় প্রাণ, প্রেমের প্রতিদান দিতে পেরেছে, সেথায়! যেথায় প্রাণে প্রাণে মিল হয়েছে,—সেথায়!

খস। সে প্রাণ কার?

শিরী। আমার আর—তাঁর।

খস। সে কে?

শিরী। যে এক মুহূর্ত্তে দিয়েছে, এক মুহূর্ত্তে নিয়েছে—সে সেই! সহস্র প্রতিবন্ধক সত্বেও যে আমায় ভুলবে না—সে সেই! কুটীল কৌশলে যাকে চক্ষের আড় করা হয়েছে—সে সেই!

খস। পাপিয়সি! নিজের মুখে নিজের পাপ ব্যক্ত কল্লি? পরপুরুষে অনুরক্তা কুলকামিনীর অবস্থা মনে কর্। এই তরবারি তীক্ষ্ণধার তা দেখছিস।

শিরী। দেখছি; আমার কণ্ঠনালিও খুব কোমল, তাও আমি জানি।

খস। না না। কলুষিতা রমণীর শোণিতে এ অস্ত্র সিক্ত হবে না। জল্লাদের অস্ত্রই উপযুক্ত।

[বেগে প্রস্থান।

শিরী। (স্বগত) যাও বাদশা যাও। তোমার জল্লাদকে পাঠিয়ে দাও গে! আসুক জল্লাদ; হাসতে হাসতে এ প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো। প্রাণের মমতায়—প্রেমও ত্যাগ কোর্ব্ব না, প্রেমিককেও ভুলে যাব না।

[প্রস্থান।

(অন্য পার্শ্ব হইতে মহবুব ও গুলবাহারের প্রবেশ।)

মহ। মা-জী! আজকের সংবাদ অদ্ভুত!

গুল। কি শুনি?

মহ। সে দিন নগর ভ্রমণের সময়, জুম্মামসজিদের সামনে মিঞাসাহেব আপনার একজন ফকিরকে দেখে আসেন। সে ফকির একজন পাকা বুজরুক। আজ তার কাছে গিয়ে, একরাশ টাকা দিয়ে, এক আশ্চর্য্য জিনিষ এনেছেন।

গুল। কি জিনিষ মহবুব—কি জিনিষ?

মহ। সে একখানা কাল রংএর টুক্‌রো পাথর। বোলে দিয়েছে, 'সে পাথর যিনি নিজের শরীরের কোন একটা বিশেষ জায়গায় রাখবেন, কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না।

গুল। সত্যি নাকি?

মহ। কোথায় সত্যি? আমি সব আগে দেখেছি—সব মিথ্যে। বাড়ীতে এসে চাকর বাকরদের দিয়ে পরীক্ষা কোরে-ছিলেন: আমি আগে থাকৃতে বুঝতে পেরে, সব চাকরকে তাঁর মন রাখা কথা বোলতে বোলেছিলেম। তারাও তাই

বোলেছিল। তখন এক গাল হাসি হেসে আপনা আপনি বোলেছেন, এইবার ঠিক্ ধোর্ব্বো, ঘরে থেকে সব দেখবো। বেটা বেটী কেউ আমায় দেখতে পাবে না—অথচ আমি দেখ্‌বো।

গুল। তোর সাক্ষাতে বোল্লে?

মহ। তা না বলুন—তবে মনে [illegible] ভাববার কথা তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভাবেন, তাতো জানেন, তাই কচ্ছিলেন; আমি পাশের ঘর থেকে শুনেছি! আর কাছে থাকলেই বা কি? আমি তো কালা মা-জী?

গুল। বটে? কি আশ্চর্য্য মহবুব—এততেও ওঁর চৈতন্য হলো না? বিশেষ রকমে জব্দ না কোল্লে দেখছি আর তিষ্ঠোতে পার্ব্বো না।

মহ। আপনার ইচ্ছা।

গুল। যাই হোক—তুই বাপু একটু সাহায্য কব্রিস।

মহ। আমায় যা হুকুম কোর্ব্বেন—আমি তাই কোর্ব্ব! আমায় যে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন, আমি তো আপনার কেনা গোলাম হোয়ে আছি মা-জী।

গুল। তবে আয়—এর একটা পরামর্শ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

গুল্‌বাহারের কক্ষ।

(হাম্‌জাদের প্রবেশ।)

হাম্। (স্বগত) আজ কাজের খতম কোরে ছাড়বো। এবার আর কোন বুদ্ধি চলছে না। ফকিরের পো বেঁচে থাক্, আজ স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে দেখবো। তারপর যা মনে আছে কোর্ব্ব! ছোটলোক পাজী বেটাকে তো কুকুর মারা কোরে মার্ব্বো! আর, ও, যদি বশে আসে তো ভালই; নইলে হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে ফেলে রেখে দেবো।

(গুলবাহারের প্রবেশ।)

গুল। কি দয়াময়! কার হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে ফেলে রাখবে?

হাম। যে তেমন দোষ কোর্ব্বে!

গুল। কবে কে দোষ কোর্ব্বে, এখন থেকে তার সাজার বন্দোবস্ত হোচ্ছে! খুব যা হোক্!

হাম। সাজার ভয় থাকলে কেউ দোষ কোর্ত্তে এগুবে না।

গুল। তা যদি হোতো—তা হোলে তোমাদের জেলখানা উঠিয়ে দিতে হতো। একটীও কয়েদী জুট্‌তো না। ভয়ের আগে ভাগে সবাই সাবধান হোয়ে যেতো।

হাম। যারা নতুন, তারা তাই করে। আর যাদের দোষ কোরে কোরে বুক বোলে গেছে—তারা আমাদের সাম্‌নেই

দোষ করে ; কাটাতে পাল্লে কাটাল্লে, নইলে যা হয় তা বুঝতেই পাচ্ছ তো ?

গুল। তা পাচ্ছি। কিন্তু পাকা চোর তোমাদের তো প্রায়ই ঠকিয়ে দেয়।

হাম। সে আর কবার—পাঁচবার চোরের একবার সাধের।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। হুজুর! বাদ্শা বাহাদুরের কাছ থেকে জরুরি হুকুম নিয়ে একজন সিপাহি এসেছে। আপনার তলব হোয়েছে।

হাম। আচ্ছা, আমি আস্‌ছি।

[ভৃত্যের সহিত হাম্‌জাদের প্রস্থান।

গুল। (স্বগত) এটাও একটা কৌশল! এখনি সেই পাথরটা ঠিক জায়গায় পোরে আসবে। আসবে কি? এই যে ভূতুড়ে পোষাক পোরে, পা টিপে টিপে চালাক দাসের আসা হোচ্ছে।

(কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া
হাম্‌জাদের প্রবেশ।)

হাম্‌। (স্বগত) ঠিকই তো? আমায় তো কই দেখতে পেলে না? দেখতে পেলে ফিরে চাই তো—কথা কইতো। ফকির ঠিক জিনিষ দিয়েছে। এখন দেখা যাক্, কাজের কতদূর কি হয়? অন্য দিন শুনেছি—বেটা খালি ঘর পেলেই সেঁদোয়, আজ আমার দরকার কিনা,—না না, ওই যে দুপ্ দুপ্ কোরে শব্দ হোচ্ছে।

(মহবুবের প্রবেশ।)

গুল। এই যে মহবুব! বেশ সময়ে এসেছিস!

মহ। আমি যে ঠিক তেগে বোসেছিলুম! ওঁর যেমন যাওয়া—আমার তেমনি আসা। কেমন ভাল করিনি?

হাম। (স্বগত) বেটা—পাজী!

গুল। বেশ কোরেছিস! এখন আয় একটু আমোদ করি।

হাম। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, বলে কি?

মহ। বেশ কথা! দরজাটা বন্ধ কোর্ব্বো নাকি?

হাম। (স্বগত) আঃ মোলো—

গুল। না—তা কোর্ত্তে হবে না। কর্ত্তা এখন ঘোল খানুগে, তাঁর আসতে অনেক দেরি।

হাম। (স্বগত) দেরি—কি—কি—এই যে দেখাচ্ছি। একবার একটা কিছু দেখতে পেলে যে হয়?

মহ। বেশ—তবে আর তাড়াতাড়ির দরকার কি? এখন একটু চোপে চুপে বসি, তারপর—যা হয় হবে।

হাম। (স্বগত) হওয়াচ্ছি বেটা! আমিও বাগিয়ে আছি।

গুল। তা বই কি?

মহ। খাবার দাবার ভাল রকম আছে তো?

গুল। তা নেই? তোকে আমার মুখের গ্রাস খেতে দিই, তাতো জানিস্?

হাম। (স্বগত) উঃ! অসহ্য যে!

মহ। খুব জানি—আমার ওপর আপনার খুব দয়া।

হাম। (স্বগত) দেবো নাকি ছোরা বসিযে? না- থাক্ এখনো ঠোকে যেতে পারি। সুধু কথায় হবে না।

গুল। তাতো আছেই। এখন একটু নাচ গান কর্ দেখি।

মহ। এখনি ক'চ্চি!

(নাচ গান করিতে করিতে, হাম্‌জাদ যে যে দিকে গমন করে, সেই সেই দিকে গিয়া হাম্‌জাদকে চপেটাঘাত ও পদাঘাত করণ)

গীত।

আমি কাজের কাজী কাজ বাজাই।
পুরো দমে কাজ সারি, কার্‌সাজি আমার নাই ॥
আমায় দে' যে, কাজ করাতে চায়,
তার্ কাজ দি' ভাল তায় ;
কাজে যদি হয় রাজি, কাজ ফিরে আবার পাই ॥

হাম। (স্বগত) এ হে হে বেটার নাচের ধমকে যে অস্থির কোরে তুল্লে! বেটা হাত পা চালিয়ে আচ্ছা কোরে চড় লাথি মেরে নিলে! টের তো পাচ্ছে না যে আমি আছি।

মহ। এ কি? যেন কারু নিশ্বেস ফেলার শব্দ হোচ্ছে না?

গুল। কোথায় রে—কই?

মহ। এই যে—এই যে—ওই যে—ওই যে, এই আবার এদিকে, ওই উদিকে—এই যে পায়ের মট্‌মটানি শব্দ হ'চ্ছে!

হাম। (এদিক ওদিক করিয়া স্বগত) এঃ—ফকির বেটা সব কোরেছে, নিশ্বেসের শব্দ আর পায়ের আওয়াজটা বন্ধ কোর্ত্তে পারে নি। যাই হোক—ধোর্ত্তে তো পার্ব্বে না।

(হাঁচি)

মহ। এই শুনুন—কে যেন হাঁচলে না?

গুল। তাইতো রে? লোক নেই, জোন্ নেই, ঘরের ভেতর একি কারখানা! ভৌতিক নাকি?

মহ। তা যদি হয়—তা হোলে তো মুস্কিল! আমোদ আহ্লাদ চলে না!

হাম। (স্বগত) এই মজালে! বেটার হাঁচি এসে দেখছি সব গোল'কোল্লে! আমি না হয় ওই শোবার ঘরে সেঁধিয়ে পড়ি। তা হোলে কিছু টের পাবে না। বেটার হাঁচি এসে দেখছি সব গুলোলে! (হাঁচি) আঃ—

(শয্যাকক্ষে গমন)

মহ। ওই যে আবার হাঁচি।

গুল। তাইতো মহবুব! আমার যে বড় ভয় কোচ্ছে। তুই পুরুষ মানুষ, তুই যা হয় একটা বিহিত কর্।

[ইঙ্গিত ও মহবুবের প্রস্থান।

গুল। (স্বগত) এইবার দুর্দ্দশার একশেষ হবে! লজ্জা অপমান, দুয়ের কিছুই বাকি থাকবে না! দেখে আমার কষ্ট হবে বটে কিন্তু এ সব না হোলে তো মিন্সে সমুত হবে না।

(ভৃত্যগণসহ-মহবুবের প্রবেশ।)

গুল। মহবুব! তুই যাবার পর এই শোবার ঘর থেকে হাঁচির শব্দ, পায়ের আওয়াজ আস্‌ছিল!

মহ। বটে? ওরে ভাই তোরা একবার ভেতরে দেখতো! ভেতরে চোর ঢুকেছে! ধোর্ত্তে পাল্লে বেটার হাড় গুঁড়ো কোরে তবে ছাড়্‌বি।

(ভৃত্যগণের শয়নকক্ষে গমন ও চীৎকার শব্দ করিতে করিতে অবনত হাম্‌জাদকে লইয়া প্রবেশ।)

হাম। (স্বগত) বেটারা ধোরেছে বটে—কিন্তু আমায় দেখতে পাচ্ছে না।

মহ। (ইঙ্গিত) খুব ঘা'কতক দেনা রে।

(প্রহরিগণ কর্ত্তৃক হাম্‌জাদকে প্রহার)

হাম। (স্বগত) উহুহুঃ! বেটারা মেরে ফেল্লে যে? তবে কি দেখতে পাচ্ছে নাকি? (প্রকাশ্যে) ওরে বেটারা থাম্, থাম্, আর মারিস্ নি! আমি!—তোরা আমায় দেখতে পাচ্ছিস না নাকি?

(মুখ উন্নতকরণ ও সকলের বিস্ময়ভাব)

মহ। একি হুজুর! আপনি?

গুল। তাইতো! তুমি?

হাম। হ্যাঁ আমি—তোরা আমায় দেখতে পাচ্ছিস নাকি?

মহ। আজ্ঞে হ্যাঁ খুব দেখতে পাচ্ছি।

হাম। খুব দেখতে পাচ্ছিস্ কিরে বেটা? এর আগেও দেখতে পেয়েছিলি নাকি? আমি যখন ঘরে আসি?

গুল। ঠিক দেখতে পেয়েছিলুম! মনে ভাবলুম—গুণ-পুরুষের আমার, এ আবার কি ঢং। ভেবে আমিও একটু রং চড়ালুম। গোড়ে গোড় দিয়ে দেখলুম তোমার কত বাড়।

হাম। দেখতে পেয়েছিলি? (ফকিরের উদ্দেশে). ওরে বেটা পাজি! ওরে বেটা বেইমান্! ওরে বেটা জুয়াচোর! আমায় ঠকানো? আমায় অপমান করানো? আচ্ছা বেটা থাক; আমি এখনি তোকে খুন কোর্ব্বো, তবে ছাড়বো—

(অগ্রসর হওন ও গুলবাহার ব্যতীত অন্য
সকলের পলায়ন)

গুল। শোনো না, শোনো না, কাকে খুন কোর্ব্বে?

হাম। কাকে আর, সেই ফকির বেটাকে? সুধু খুন?

বেটাকে শূলে দিয়ে—তারপর ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়াব, তবে ছাড়্বো।

গুল। কেন? সে কি কোরেছে?

হাম্। পাথর! পাথর! একখানা পাথর দিয়ে বোলেছিল, কাছে রাখলে কেউ দেখ্তে পাবে না। বেটার সব মিথ্যে, বেটা জালিয়াত্, চোর, বদ্মাস্, বেটার জন্যে আমার হাড় চূর্ণ হোয়ে গেছে, দশ চোরের মার খেতে হোয়েছে, তাও আবার নিজের চাকর বাকরদের কাছে? ছি-ছি-ছি কি লজ্জা, কি অপমান। আমার মুখ দেখানো দায় হোলো! যে শুনবে সেই আমার গালে চুনকালি দেবে!

গুল্। তাতো দেবেই? তা তারা তো পরে দেবে, আমি এখন আগে ভাগে তো দিয়ে নিই।

হাম্। তুমি দেবে কেন? তোমার জন্যেই তো এত? তুমি দেবে কেন?

গুল্। তোমার বোকামির জন্যে! ছি-ছি-ছি—এখনও তোমার পাগ্লামি ছুট্লো না? এত দেখে, এত শুনে, এত বুঝে, এখনও মাথাটা ঠিক কোর্ত্তে পাল্লে না?

হাম্। পারিনি—পার্ব্বোও না।

গুল্। তবে এই রকম ঘরে বাইরে ঠোকে যাও!

গীত।

গুল্। কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে,
তুমি শিখ্বে না।
তুমি দেখেও ঠোকবে, ঠেকেও ঠোক্বে,
হোটেগে তবু হোট্বে না॥

হাম্। এখন হটার পালা যাই,
আমি ঠেকছি ঠোকছি তাই ;
যখন—পাকা ঘুঁটিটী, কাঁচ্‌বে তোমার,
বুদ্ধি তখন জুটবে না।
হবে-পার্দ্দাবিবির, ফর্দ্দা ফাঁক,
আর মুখ দে কথা ফুটবে না ॥

গুল। তুমি যতই খেলো খেল্,
আমায় যতই মারো ঠেল ;
তোমার—হটার পালাই, থাক্‌বে খেলায়,
জিত্ পায়া আর আস্‌বে না।
আমি—পাকা খেলোয়াড়, খেল্‌বো,
আমার পাকা ঘুঁটি আর কাঁচ্‌বে না ॥

হাম্। তুমি যতই কর জাঁক্,
আমি হারাব' ঠিক্ ঠাক্ ;

গুল্। তুমি—খুঁৎ না পেলে কিসে হারাবে,
হার্‌বে তবু পার্‌বে না।
তোমার—সন্দেহ রোগ, থাকবে,
হাজার দাওয়াই দিলেও সার্‌বে না ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

মন্ত্রণা-কক্ষ।

(খস্‌রুসাহের পশ্চাতে মহ্‌বুবের প্রবেশ।)

মহ্‌। জাঁহাপনা!

খস্‌। (তীব্রকণ্ঠে) থাম্‌, বিরক্ত করিস নি।

মহ্‌। আজ্ঞে না জাহাপনা বিরক্ত কোর্ত্তে আসিনি।

খস্‌। (ঐ) তবে কি কোর্ত্তে এসেছিস্‌?

মহ্‌। উজীর সাহেব আসছেন তাই জানাতে এসেছি।

খস্‌। (ঐ) উজীর সাহেব? উজীর সাহেব জাহান্নাম যাক্‌, আর্‌ তুইও সেই সঙ্গে যা।

মহ্‌। তাঁকে পাঠাতে হয়—পাঠান্‌ জাঁহাপনা! আমায় মাফ করুন। আমি সেখানে যেতে পার্ব্বো না!

খস্‌। (ঐ) পার্ব্বি না? এত বড় কথা? আমার হুকুম অমান্য করা? এখনো বোল্‌ছি যা।

মহ্‌। হুজুর! আমি তো সেখানকার পথ ঘাট চিনি না, কেমন কোরে যাব?

খস্‌। (ঐ) চিনিস না—চিন্‌তে হবে? আমার হুকুম যে না তামিল কোর্ব্বে, তার ধড়ের উপর মুণ্ড থাকবে না।

মহ্‌। সুধু ধড়ে আপনার সেবা শুশ্রূষা তো হবে না হুজুর!

খস্‌। (ঐ) আমি তোর সেবা শুশ্রূষা চাই না রে পাজী!

মহ্‌। আজ্ঞে তাকি হয় হুজুর! আপনি না হয় নাই

চাইলেন, আমি কি, না কোরে পারি? লোকে যে আমায় নেমকহারাম-বোল্‌বে?

খস্। (ঐ) বোল্‌বে-বেশ কোর্বে! সবাই নেমক হারাম! স্ত্রী-পুরুষ সবাই নেমকহারাম!

মহ্। পুরুষ নেমকহারাম সিদে হয় হুজুর! স্ত্রীলোক নেমকহারাম বড় বালাই!

খস্ (ঐ) তাই ঠিক তাই। আমি তাই নিয়ে জ্বোলে পুড়ে মচ্ছি, আমায় আর জ্বালাসনে। যা—এখন তুই দূর্ হোয়ে যা!

মহ্। স্ত্রীলোকে জ্বালালে—পুরুষের অপরাধ কি হুজুর!

খস্। (দন্তে দন্ত ঘর্ষণপূর্ব্বক নিম্নকণ্ঠে) পুরুষই তো স্ত্রীলোককে নাচিয়েছে! তাকে খুন কোল্লে, তবে গায়ের জ্বালা মেটে!

মহ্। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি বোলছেন হুজুর?

খস্। (ঐ) ওরে বেটা কালা, খুন্—খুন্—বুঝলি-খুন্!

মহ্। খুন্‌তো আমাদের বেলা হুজুর! বাদ্‌শাহের তো গর্দ্দানা নেবার হুকুম!

খস্। (ঐ) তাই হবে—তুই এখন পালা।

(কাম্‌রানের প্রবেশ।)

খস্। (ঐ) কি দরকার?

কাম্। জাঁহাপনা! কিছু কথা বলবার আছে।

খস্। (ঐ) তোমার বলবার থাক্‌তে পারে—আমার এখন শোনবার সময় নেই।

কাম। আপনারই আবশ্যকীয় কথা হুজুর!

খস্। (ঐ) আমি বোলছি আমার সময় নেই, তবু বোলছেন, আবশ্যকীয়? তোমার আবশ্যক নিয়ে তুমি থাকগে—আমি বিরক্ত হোতে চাই না।

কাম্। সেই চীনে ভাস্কর—ফর্হাদ্ সম্বন্ধে কথা হুজুর।

খস্। (ঐ) তার কথা? সে সয়তানের আবার কি কথা?

কাম্। তাকে যে কার্য্যের ভার দেওয়া হোয়েছিল, সে কার্য্য, সে সমাধা কোরেছে!

খস্। আশ্চর্য্য!—তারপর?

কাম্। তারপর আগামী কাল সে এখানে ফিরে আস্‌বে।

খস্। (ঐ) ফিরে আসবে? ফিরে আসবে কি? কখন না! কখন না! কিছুতে তা হবে না! সে সয়তানের চিহ্ন মাত্র এ রাজ্যে থাকবে না। মহ্‌বুব্!

মহ্। আজ্ঞে হুজুর!

খস্। শিগ্গির হাম্‌জাদকে ডেকে নিয়ে আয়!

মহ্। যে আজ্ঞে হুজুর!

[প্রস্থান।

খস্। পাজী সয়তান! আবার আসবে? আমার আকাঙ্ক্ষিত সুখ শান্তি একেবারে নষ্ট কোরে দিয়েছে, আবার তাকে আসতে দেবো?

কাম্। তা যদি না দিতে হয়, তা হোলে তাকে আবার কোন গুরুতর কার্য্যের ফর্‌মাস কোর্ত্তে হয়।

খস্। তার কার্য্যও আর চাই না—তাকে ফর্‌মাস কোর্ত্তেও চাই না!

কাম্। তবে কি কোর্ব্বেন জাঁহাপনা?

খস্। সে যাতে একেবারে না থাকে, তাই কোর্ব্বো!

কাম্। সেটা কি কর্ত্তব্য?

খস্। তর্ক চাই না! তোমরা যেটা কর্ত্তব্য বোলে জ্ঞান কর না, পারস্যের বাদসাহের পক্ষে এখন তা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হোয়ে দাড়িয়েছে।

কাম্। লোক নিন্দার ভয়, কি বাদশা, কি রাইয়ত সকলেরই থাকা উচিত

খস্। আমার উচি তানুচিত, আমি বিবেচনা কোর্ত্তে জানি। তুমি রাজকার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করগে। আমার পারিবারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার কোন আবশ্যক দেখি না।

কাম্। যে আজ্ঞে, তবে এখন আসি!

খস্। স্বচ্ছন্দে।

[কাম্‌রানের প্রস্থান।

খস্। (স্বগত) ভীরু কাপুরুষ! যে কাজ নিজে পার্ব্বে না, সে কাজে অপরকেও বাধা দেবে।

(মহ্‌বুব্‌ সহ হাম্‌জাদের প্রবেশ।)

হাম্। জাঁহাপনা! কিছু আবশ্যক আছে কি?

খস্। খুব আবশ্যক!. সর্ব্বনাশ হোয়েছে। শিল্পীটা কার্য্য শেষ কোরেছে, কাল আসবে।

হাম্। সে কি? বেটার দৈব্যবিদ্যা আছে না কি?

খস্। তা যাই থাক্ এখন উপায় কি? এদিককার সমস্ত কথা শুনেছ তো?

হাম্। তাতো শুনিছি। এখন আপনার অভিপ্রায় কি ?

খস্। আমার অভিপ্রায় পূর্ব্বেও যা ছিল, এখনও তাই; কোন রকমে চক্ষের আড়াল করা।

হাম্। সে রকম আড়ালে কিছু হবে না হুজুর! বেগম সাহেবার কথা আপনার কাছে যে রকম শুনিছি, ও যেখানেই থাকুক, ওর বেঁচে থাকার কথা টের পেলে, তাঁকে আপনি পাবেন না।

খস্। তবে উপায় ?

হাম্। একটা উপায় আছে, হত্যা! কিন্তু প্রকাশ্যে সেটা করা হবে না।

খস। ভাল, গুপ্তভাবে হোক।

হাম্। না, তাও হবেনা। সেটাকে এখন এ রাজ্যের অনেকে চিনেছে, একটু যশও হোয়েছে। তার হঠাৎ কিছু ঘোটলে লোকে কাণাকানি কোর্ব্বে।

খস্। তবে? তুমিও তো দেখছি উজীরের ধাত ধোল্লে।

হাম্। আজ্ঞে না হুজুর! একটা মতলব না কোরে আমি কথাটা পাড়িনি।

খস্। কি মতলব শুনি ?

হাম্। বেটাকে কোন গতিকে আত্মহত্যা করাতে হবে।

খস্। সে তা কি কোর্ব্বে ?

হাম্। সহজে কোর্ব্বে না—কৌশলে করাতে হবে।

খস্। কি কৌশল ?

হাম্। তাইতো ভাবছি হুজুর!

খস্। তোমার ভাবতে ভাবতে সে আবার এসে পড়ুক!

হাম্‌। তা আর হচ্ছে না। আসার দফা রফা হোয়েছে। আজকের মধ্যে আমি সব ঠিক কোরে দেবো—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

খস্‌। তাতো থাক্‌বো—কিন্তু—

হাম্‌। আবার কিন্তু কি জাঁহাপনা? তবে হ্যাঁ,—ও কিন্তু না থাকলেও, আর একটা কিন্তু আছে বটে।

খস্‌। কোন্‌টা বল দেখি?

হাম্‌। এই এ পক্ষের কথা, বেগম সাহেবার কথা!

খস্‌। কি কথা?

হাম্‌। আজ্ঞে হুজুর, কথা আর কি? ও রোগে যাঁকে ধোরেছে, তাঁর একটা উপসর্গ গেলে আর একটা উপসর্গও উঠতে পারে।

খস্‌। আবার হোলে কেটে ফেল্‌বো। আর মায়া কোর্ব্বো না।

হাম্‌। ও কথাটা যা বোল্লেন, তা আপনি বোলেই মেনে যেতে হোচ্ছে, অপর কেউ হোলে কিন্তু বিশ্বাস কোর্ত্তেম না।

খস্‌। কেন?

হাম্‌। এর আবার কেন কি হুজুর! মেয়ে মানুষকে ভাল বাসলেই, পুরুষকে পদে পদে পয়জার খেয়ে হজম কোর্ত্তে হয়। আবার সেই মেয়ে মানুষ যদি বুঝতে পারে, যে, পুরুষ হতভাগাটা তার প্রেমে লুটোপুটি খাচ্ছে, তা হোলে আর তাকে পায় কে? সে তখন বুকে বোসে দাড়ি ওপড়াবে আর বোল্‌বে, তোমার পাকা চুল তুলে দিচ্ছি!—আমি ভুক্তভোগী তাতো জানেন? আপনার কাছে তো আর আমার কিছু লুকোনো নেই।

খস্। আচ্ছা, আগেকার কাজতো আগে হোক্, সে তখন দেখা যাবে।

হাম্। যে আজ্ঞে হুজুর! তবে কি না এটা ঠিক মনে রাখবেন—যে ওঁদের বিশ্বাস নেই, আমার ধারণাই এই।

খস্। তোমার কিছু বাড়াবাড়ি আছে।

হাম্। বাড়াবাড়ি কোরেই বড় পার্ছি, না কোল্লে না জানি আরও কি হাল হোতো।

খস্। সে যাই হোক আজ সে কাজ হওয়া চাইই চাই।

হাম্। সে কাজ হয়ে গেছে মনে রাখুন না হুজুর!

খস। বেশ চল এখন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কক্ষ।

(শিরী ও গুলবাহার উপস্থিত)

শিরী। গুলাল্! দুঃখের জ্বালায় মরণ কেউ চেয়ে পায় না, আমি না চেয়ে পাচ্ছি।

গুল। আপনার বরাত ভাল, তাই।

শিরী। আগে হোলে বরাত ভালই বলতাম, কিন্তু এখন আর কিছুতেই মোর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে না।

গুল। মরণের গেরো, তাই আপনার মত প্রেমিকাকে

ইচ্ছাযন্ত্রে নিয়ে যেতে পাচ্ছে না। তা যাই হোক, মরণটা যে ঠিক, তাকি টের পেয়েছেন?

শিরী। কেন? তুমি কি জাননা, জল্লাদ হয়তো এতক্ষণ তার অস্ত্রে শান্ দিচ্ছে?

গুল। ও কথা আমি ঠিক বিশ্বাস কোর্ত্তে পারি না।

শিরী। কেন?

গুল। কথা এক—কার্য্য আর।

শিরী। তা যদি হয় তা হোলে বাদশার ওপর আমার ঘৃণা দ্বিগুণ হবে। যে পুরুষ নিজের বাকদত্তা পাত্রীকে পরপুরুষের প্রেমপ্রয়াসিনী বোলে জেনেও কিছু করে না, স্ত্রীলোকেরা তাকে তো কাপুরুষ বোলে থাকে।

গুল। খস্‌রুশাহ কাপুরুষ নয় একথা সকলেই জানে।

শিরী। তা হোলে ঘাতকের অস্ত্রে যে আমার প্রাণ যাবে, এ কথাও আমি নিশ্চয় বোলতে পারি। গুলাল! আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, আমার আর মরণের বিলম্ব নাই। এ জগতে তুমিই আমার একমাত্র আত্মীয়ার কাজ কোরেছো। যখন প্রাণ হুহু কোরে জ্বোলেছে, তখন তুমিই তাতে সহানুভূতির শীতল জল ঢেলে ঠাণ্ডা কোরেছ। চক্ষের জলে যখন এ বুক ভেসে গেছে, তখন তুমিই কেবল অঞ্চলে সে জল মুছিয়ে দিয়েছো। তোমার ঋণ এ জন্মে সুধতে পাল্লেম না। এখন বিদায় দাও। মরণের পথে যেতে প্রস্তুত হোয়ে থাকি।

গুল। বেগম সাহেবা! মরণের হাত হোতে পরিত্রাণ পাবার কি কোন উপায় নাই?

শিরী। কোন উপায় নাই গুলাল—কোন উপায় নাই।

আমায় অসময়ে মোর্ত্তে হবে বোলেই এ পাপ বিবাহের কথা হোয়ে ছিল। বাদশার সঙ্গে বিবাহ স্থির না হোয়ে আমার যদি কোন দরিদ্রের সঙ্গে বিবাহ হোতো, তা হোলে বোধ হয় সুখী হতুম।

গুল। তখন তবে বিবাহ কোর্ত্তে স্বীকার কোল্লে কেন?

শিরী। বাদশাহের ভয়ে—পিতার অনুরোধে। পিতৃভক্তির মশানে আমি আত্মবলিদান কোরেছিলেম; গুলাল! মরণের ভয় রাখি না। কিন্তু এখন যেন মোর্ত্তে মন কেমন কোচ্ছে।

গুল। কেন?

শিরী। আমার মরণে পাছে তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগে, আহা গুলাল! পাগলের আমার কি হবে, সেই ভাবনাতেই আমি স্বোয়াস্তিতে মোর্ত্তে পাচ্ছি না। এ সময় একবার যদি দেখা হোতো তা হোলেও না হয় বুঝিয়ে যেতে পাত্তেম।

(দ্রুতপদে মহ্‌বুবের প্রবেশ)

মহ্। মা-জী! বড় সর্ব্বনেশে সংবাদ নিয়ে এসেছি।

গুল। কি সংবাদ মহ্‌বুব?

মহ্। চীনে শিল্পীকে হত্যা কর্ব্বার পরামর্শ হোয়েছে।

শিরী। সেকি? কবে? কোথায়? কি উপায়ে?

মহ্। আজ্ঞে আজই! সেই যেখানে পাহাড় কাটা হোয়েছে! উপায়ও বড় ভয়ানক!

শিরী। কি উপায়? বল মহ্‌বুব শিগ্‌গির বল!

মহ্। আমার সেই হতভাগী পরিজানটা সেখানে গিয়ে তাঁকে বোলবে—বেগম সাহেবা আত্মহত্যা কোরেছেন।

শিরী। তারপর?

মহ্। তাই শুনে যদি আত্মঘাতী হন ভালই ; নইলে পরি, একটা বিষের লাড়ু নিয়ে গেছে, সেইটে তাকে দেবে। দিয়ে বোলবে—বেগমসাহেবা মৃত্যুকালে এই লাড়ুটা তোমায় খেতে অনুরোধ কোরে গেছেন। এ কথা শুনলে তিনি নিশ্চয়ই সেটা খাবেন।

গুল। যদি না খান্?

মহ্। জাঁহাপনা আর আপনার মিঞাসাহেব তারও উপায় কোরে দিয়েছেন। পাষাণীর হাতে একখানা বিষাক্ত ছুরিকা দিয়াছেন। কিছুতে না হয়, অবশেষে রাক্ষসী তাঁর বুকে সেই ছুরিকা বিদ্ধ কোর্ব্বে!

গুল। তুই তাকে আটকে রাখ্‌না।

মহ্। আটকে রাখবো কি মা-জী। ঘোড়া ঠিক কোরে চড়িয়ে তখনি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শিরী। চোলে গেছে? চোলে গেছে? গুলাল! কি হবে? কি কোর্ব্বো? কি কোরে তাঁর প্রাণ বাঁচাবো? কোন' উপায় বল!

গুল। উপায়, একমাত্র উপায় তাঁকে আগে থাকতে গিয়ে সাবধান করা! কিন্তু তাই বা কি কোরে হয়। পিশাচী হয়তো এতক্ষণ অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

শিরী। তা যাক্, ভাল ঘোড়া পেলে আমি তাকে পাছে ফেলে যেতে পারি! দাও গুলাল—দাও কোন সুবিধা কোরে আমায় একটা ঘোড়া আনিয়ে দাও।

গুল। মহবুব! তিনটে ঘোঁড়া এখনি ঠিক কোরে আনতে পারিস্।

মহ! খুব পারি! তা তিনটে কেন?

গুল। বেগম সাহেবকে একা ছেড়ে দেবো না। তুই আর আমি সঙ্গে যাব।

মহ। বেশ—চলুন—বাগানের দরজায় আপনারা একটু অপেক্ষা কোল্লেই, আমি সব ঠিক কোরে এনে হাজির কোর্ব্ব!

গুল। তবে তাই চ।

[মহবুবের বেগে প্রস্থান।

যা থাকে অদৃষ্টে—এ বিপদে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হোয়ে থাকবো না। চলুন বেগম সাহেবা—চলুন আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতে হয় দোব। রক্তপিপাসু রাক্ষস স্বামীকে আমি গ্রাহ্য করি না! বাদ্‌শারও যা ক্ষমতা থাকে তিনি কোর্ব্বেন! চলুন—আপনি দোষী; তাঁর দোষ কি? নির্দ্দোষীকে হত্যা কর্ব্বার ক্ষমতা ভগবানের নাই—বাদশা তো কোন্ ছার! আসুন—কাঁপবেন না—আসুন!

শিরী। ভয়ে কাঁপছি না গুলাল! রাগে কাঁপছি! আমিও তাতার রমণীর গর্ভজাত!—চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

(অন্য দিক হইতে প্রধানা বাদীর প্রবেশ।)

বাদী। এই যে তাঁরা এখানে ছিলেন! কোথায় গেলেন? অন্য কোন ঘরে নয় তো? [কক্ষমধ্যে গমন।

(খস্‌রুসা, হাম্‌জাদ ও কাম্‌রানের প্রবেশ।)

খস্। কৈ? কোথায় গেল?

হাম্। তাইতো কোথায় গেল? বাঁদী গিয়ে বোল্লে—মহবুব বেটা সব খবর দিচ্ছে।

কাম্। অন্য ঘরে যায়্‌নি তো?

(কক্ষমধ্য হইতে বাঁদীর পুনঃপ্রবেশ।)

বাঁদী। আমি সব ঘর দেখলুম—কোন ঘরে নেই।

খস। তবে নিশ্চয়ই চোলে গেছে—সেইখানে গেছে—ছি ছি ছি শয়তানীকে কারাগারে রাখলুম না কেন?

হাম্। সে ভাবনা থাক্, এখন চলুন—আমরাও সেখানে যাই! স্ত্রীলোক কত দূর এগুবে?

খস। তাই চল—পথের মাঝে ধোরে ফেলা চাই!

হাম্। চলুন।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র—চতুর্দ্দিকে শিরীর প্রস্তর-মূর্ত্তি বিকীর্ণ পুরোভাগে কবরের উপরিস্থ মঠ।

(উপস্থিত ফর্হাদ।)

গীত।

আমি করমের শেষ কোরেছি।
যে ভার লইয়া, এসেছিনু হেথা,
সে ভার নামায়ে দিয়েছি॥
এবার যাইলে আসিব না আর,
রহিব সেথায় আমি সেথাকার;
সেই সে আমোদে মাতিব আবার,
যে আমোদ ছেড়ে এসেছি॥

ফর্। (স্বগত) আর আসছি না বাবা! এবার একবার যেতে পাল্লে হয়—শেকড় গেড়ে বোসে যাব। বাদ্‌শার বক্‌সিস নিয়ে, কেবল তারে দেখবো আর কেবল তার মধুমাখা কথা শুনবো। এমন দেখবো—যে, চোখের পাতা ফেলবো না। আর শুনবো যা তা মনেই আছে। শুনতে শুনতে মোহিত হোয়ে যাবো। বেহেস্ত থেকে হুরির দল এসে আমায় জাগাবে, পরির দল এসে ফুল ছড়াবে; মানস প্রতিমার শরীরের সৌরভ নিয়ে, বাতাস ছুটোছুটি কোর্ব্বে। আমার আহ্লাদ আমিই ভোগ কোর্ব্ব, একা ভোগ কোর্ব্ব। কেউ ভাগ নিতে পার্ব্বে না। ভাগ নিতে চাইলে—প্রাণ্ দোবো, ওই কবরে এসে লুকোবো। মানস-প্রতিমাও আস্‌বে। দু'জন এক ঠায়ে—এক হোয়ে ঘুমিয়ে পোড়বো। হেথায় আর সে ঘুম ভাঙ্গবে না। সেথায় সে ঘুম ভাঙ্গবে—সেথা কেউ থাকবে না—কেউ থাকবে না—কেউ থাকবে না। কেবল থাকবো সেই দুই মিলে এক। সেথায় কিছু থাকবে না, কিছু থাকবে না, কিছু থাকবে না। কেবল থাকবে সৌন্দর্য্য—মাধুর্য্য মিষ্টতা, প্রেম—পিরিতি—প্রণয়, আর আহ্লাদ আমোদ—আনন্দ। সেথাকার মিলনে বিচ্ছেদ থাকবে না, আশায় নিরাশ থাকবে না, সোহাগে বিরাগ থাকবে না। থাকবে,—কেবল অনন্ত—অগাধ—অপরিমেয় সুখ পবিত্র প্রগাঢ় প্রশান্ত শান্তি, আর নির্ম্মল—নিশ্চল—নিশ্চিন্ত সোয়াস্তী।

একান্তে পরিজানের প্রবেশ।

পরি। আমোলো ছোঁড়া কে গো! বুড়ো-পাথর কেটেছে সব বেগম সাহেবার মূর্ত্তি। যাক্ তোক আমার কাজ আমি

করি। (প্রকাশ্যে) ওগো সর্ব্বনাশ হোয়েছে গো সর্ব্বনাশ হোয়েছে।

ফর্। (চমকিয়া) কি?

পরি। আর কি? বেগম সাহেবা মারা পোড়েছেন!

ফর্। কি? কি? কি বল্লি? কি বল্লি? কি বল্লি!

পরি। আহা এক দিনের রোগে গো-একদিনের রোগে বেগম সাহেবা মারা গেলেন।

ফর্। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) মারা-গে-লে—ন; ওহো—হো—শিরী—শিরী—শিরী!

পরি। আহা হা কি দুঃখ গা—ভগবান এমন মানুষেরও এমন দশা করেন।

ফর্। ওহো হো শিরী-শিরী--শিরী!

পরি। আহা হা এত ভালবাসা নইলে আর মরণের সময় কেবল তোমার নাম করে?

ফর্। ওহো হো—শিরী—শিরী—শিরী!

পরি। আহা-হা বেচারির বুক ফেটে যাবে দেখছি।

ফর্। ওহো হো—শিরী—শিরী—শিরী!

(যবনিকা অপসারণ ও কবর মধ্যে প্রবেশ।)

পরি। (স্বগত) একি হোলো? মোলো নাকি? দেখি! (যবনিকার পার্শ্ব দেখিয়া) এই তো একেবারে অসাড়! মরণই বটে! আঃ বাঁচলুম! আমায় আর লাড়ু খাইয়ে মার্ত্তে হোলো না!

(শিরী, গুলবাহার ও মহবুবের প্রবেশ।)

শিরী। এই যে বাঁদী! আমার ফর্হাদ্ কোথায়? চুপ কোরে রইলি কেন? শিগ্গির্ বল্ আমার ফর্হাদ্ কোথায়?

পরি। আমি কি জানি?

গুল্। তুই অবশ্য জানিস্!

পরি। না, আমি জানি না।

মহ। কিরে রাক্ষসী! কিরে শয়তানি! জানি না বোল্‌ছিস্? বল্ কোথায়? নইলে তোর গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল্‌বো!

পরি। মেরে ফেল্লেও বোলবো না।

শিরী। ওরে তোর হাতে ধরি বল্। আমার পাগল কোথায় বল্? আমার সমস্ত অলঙ্কার খুলে দিচ্ছি—আমায় বল!

পরি। আমি জানিও না—বোলবোও না।

শিরী। হায় হায় কি হোলো! কি হোলো! আমার ফর্‌হাদ্ কোথায় গেল? ওরে কে জানিস্, বল্ আমার সর্ব্বস্বধন কোথায় লুকোলো? কে নিয়েছিস্ বল, আমার অমূল্য নিধি কে নিয়েছিস বল্! ওরে তরু লতা ফল-ফুল! তোরা যদি দেখে থাকিস্ বল্! ওরে পশু পাখী কীট-পতঙ্গ! তোরা যদি দেখে থাকিস্ বল। পবন দেব! তুমি তো সর্ব্বত্র যাও—তুমি যদি দেখে থাক—আমার ফর্‌হাদ্ কোথায় বল! আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোরে এসেছি—আমার ফর্‌হাদ্ কোথায় বল?

গীত।

আমি- সকলি ত্যজিয়ে, আসিনু হেথায়,
পাইব বলিয়ে তোমারে।
কোথা গেলে প্রভু, কোথায় লুকালে,
দেখা দাও দাও আমারে॥

(যবনিকার অপসরণ কবর মধ্য হইতে গীতধ্বনি ও
ক্রমে দুইখানি হস্তের আবির্ভাব।)

গীত।

ফর্। — এস এস প্রাণ-প্রতিমা আমার,
এসে ব'সো হৃদি মাঝারে।
মধুরোজ্জ্বল রূপালোক তব,
ফুটিয়া উঠুক আঁধারে॥

(হস্তদ্বয় কর্ত্তৃক শিরীকে ধারণ ও কবর নিম্নে
তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হওন।)

গুল্। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ হোলো! ওরে মহব্বত দেখ নারে—বেগম সাহেবা কোথায় গেলেন দেখ্ নারে।

মহ। (যবনিকা অপসারণান্তর দেখিয়া) কি সুন্দর! কি সুন্দর! আহাহা মা-জী, একবার এসে দেখুন কি মনোহর দৃশ্য!! যেন সোনার গাছে হীরের লতা জড়িয়ে রোয়েছে! মরণেও এত মাধুর্য্য নরলোকে সম্ভবে না!

গুল। (দেখিয়া) আহাহা! ভাইতোরে, এ মাধুর্য্য যে চক্ষে ধরে না রে! কি আশ্চর্য্য মরণ! কি আশ্চর্য্য প্রেম! কি আশ্চর্য্য মিলন!! বেদনা কোথায়? এ মরণে যে শান্তি স্বোয়াস্তির পূর্ণ অধিকার! শান্তিময়ী! শান্তিময়! যাও তোমরা! সেই অনন্ত শান্তির রাজত্বে গিয়ে বাস করগে! সেখানে তোমাদের এ প্রগাঢ় প্রেমের কেউ প্রতিবন্ধক হবে না। এই অগাধ ভালবাসাবাসির, কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী হবে না। এই মনোময়, প্রাণময়, সম্মিলন-সোহাগের কেউ প্রতিবাদী হতে

পার্ব্বে না। এখানে যা কেঁদে পাওনি, সেখানে তা হেসে নাওগে! এখানে যা ভেবে পাওনি—সেখানে তা নির্ভাবনায় ভোগ করগে। এখানে যা চেয়ে পাওনি - সেখানে তা না চেয়ে পাওগে! যাও সখি! যাও সখা! স্বর্গের দেবতা তোমরা, স্বর্গে যাও! নরকের কীট আমরা, নরকে পোড়ে জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরি!-

(খস্‌রুসাহের সহিত হাম্‌জাদ ও কাম্‌রানের বেগে প্রবেশ।)

খস্‌। কৈ কোথা? কি হোলো? কোথায় গেল?

হাম্‌। এই যে বাদী! বল্‌নারে ফর্‌হাদের কি হোলো?

পরি। তাকে যেমন এসে বল্লুম, বেগমসাহেবা মারা পোড়েছে, অমনি সে ওই কবরের ভেতর গিয়ে শুলো, আর মোলো। আমিও বেচে গেলুম—লাড়ু খাওয়াতে হোল না, ছুরিও মার্ত্তে হোলো না!

খস্‌। বেশ—বেগম সাহেবা কোথা?

পরি। সে আমি জেনেও জানি না, জানলেও বোলবো না!

কাম্‌। কেন বোলবে না?

পরি। আগে এই এঁরা বলুন না!

হাম্‌। গুলবাহার! কি হোয়েছে বল? বেগম সাহেবা কোথায় বল?

গুল্‌। বেগম সাহেবা যেথাকার সেইখানেই গেছেন।

খস্‌। সে কোথায়?

গুল্‌। ঐ স্বর্গে!

পরি। হাঁা, স্বর্গে তো কেমন। ঐ কবরের ভেতর ঢুকে মোরেছেন।

গুল। ঐ কবরই তাঁর স্বর্গ! ঐ প্রেমের মন্দিরে তিনি আত্ম-বলিদান দিয়েছেন।

হাম্। তাঁরও কি মৃত্যু হোয়েছে?

গুল। কে বলে তাঁর মৃত্যু হোয়েছে? পবিত্র প্রেমের সাধনায় সিদ্ধ হোয়ে তিনি অজর অমর হোয়েছেন। মাটীর দেহ মাটীতে ফেলে, তিনি দিব্য দেহ ধারণ কোরেছেন। দেখতে ইচ্ছা হয় দেখ—দেখে তোমরা চক্ষু সার্থক কর।

খস। অবশ্য দেখতে হবে!

(যবনিকা অপসারণ ও মধ্যে দুইটী সুবৃহৎ শ্বেত
পুষ্প পরিদৃশ্যমান।)

খস। এ কি! মায়া না কি?

খস। না জাঁহাপনা মায়া নয়—মিথ্যে নয়—সব সত্য! ঐ দেখুন, ঐ দেখুন সুপবিত্র প্রেমিক প্রেমিকার জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তি ঐ দেখুন।

(পুষ্প দুইটীর মধ্য হইতে শিরী ও ফরহাদের
জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তির উত্থান।)

সকলে। (সবিস্ময়ে) একি? একি?

গুল। জাঁহাপনা! ওই অকলঙ্ক মধুরোজ্জ্বল মূর্ত্তি, এ রাজ্যের নয়! ওতে পৃথিবীর চিহ্নমাত্র নাই। ওদেহ, জড়দেহ নয়; ও দেহ মনোময় দিব্য দেহ! ওতে কামের দুর্গন্ধ নাই। পবিত্র প্রেমের পরিশুদ্ধ সৌরভে, সুরভিত ওই দেহ, স্বর্গ-সুখে সুখী হোতে যাচ্ছে! যেথায় বাদ্‌শার বিরাগের ভয় নাই! বাদ্‌সার বাদ্‌সা তিনি, তাঁর অনুরাগ সেথায় শতধারে বোয়ে যাচ্চে। এখানে

ওরা বহু যাতনা ভোগ কোরেছে। আশীর্ব্বাদ করুন, সেখানে গিয়ে ওরা সুখী হোক্।

খস। আশ্চর্য্য প্রেম! আশ্চর্য্য মরণ। আশ্চর্য্য মিলন!

(হুরিগণের আবির্ভাব ও গীত।

গীত।

এ দেহের মিলন নয়।
এ মনের মিলন, অটুট বাঁধন, সদাই সমান রয়॥
দেহের ক্ষয়ে ক্ষয় নাইকো এর,
জ্বালা হয় না বিরহের,
চির সুখ-সোহাগের শান্ত পবন সমভাবেই বয়,
আলোয় আলোয় ভালোয় ভালোয়—
দুই মিলে এক হয়।

যবনিকা পতন।